কমলাদেবী।

[ঐতিহাসিক উপন্যাস।]

শ্রীহরিমোহন মুখোপাধ্যায় কবিভূষণ
প্রণীত।

"হিংসার বশীভূত এবং পরনিন্দাপ্রিয় ব্যক্তির গতি নাই। তাহার সহিত তাহার পিতৃপুরুষগণ অবধি স্বর্গভ্রষ্ট হইয়া নরক-ভোগ করিয়া থাকে।"

ঋষিবাক্য।

কলিকাতা,
২০১ নং কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট—বেঙ্গল মেডিক্যাল লাইব্রেরী হইতে
শ্রীগুরুদাস চট্টোপাধ্যায় কর্ত্তৃক প্রকাশিত
ও
৩৭ নং মেছুয়াবাজার ষ্ট্রীট—বীণাযন্ত্রে
শ্রীশরচ্চন্দ্র দেব দ্বারা মুদ্রিত।

১২৯৩

দানপত্র।

শ্রীযুক্ত বাবু গুরুদাস চট্টোপাধ্যায়

মহাশয় সমীপেষু—

মহাশয়,

আমার প্রণীত "কমলাদেবী" উপন্যাস আপনাকে দান করিলাম। যত সংস্করণ ইচ্ছা, আপনি ছাপাইয়া বিক্রয় করিতে পারিবেন; আমার কোন লাভের অংশ থাকিবে না। তবে আমার সমস্ত পুস্তক যদি কখন গ্রন্থাবলী আকারে ছাপাই, তাহা হইলে এ উপন্যাসটীও তাহাতে সন্নিবেশিত করিতে পারিব। ইতি তারিখ ২৩এ অক্টোবর, ১৮৮৫।

শ্রীহরিমোহন মুখোপাধ্যায় কবিভূষণ।

কলিকাতা।

বিজ্ঞাপন।

এই গ্রন্থের বিষয় অতি উচ্চ—এত উচ্চ বিষয় যে, সম্পূর্ণ নির্দ্দোষ হইবে, আশা করা যায় না। মানসিংহ অর্থলোভে—আকবরের অনুগ্রহ-প্রত্যাশায় ক্ষত্রিয়-বীর হইয়া যবনকে স্বীয় ভগিনী দান করেন নাই, আপনিও দাসত্ব স্বীকার করেন নাই; মোগল-বংশের ধ্বংসসাধন করা তাঁহার উদ্দেশ্য ছিল। সেই এক উদ্দেশ্যের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া তিনি দাসত্ব-ব্রত অবলম্বন করেন। তাঁহার ব্রতও উদযাপন হইত, কেবল কোন বন্ধুর বিশ্বাসঘাতকতায় হয় নাই। সেই সূর্য্যবংশ-চূড়ামণি মানসিংহের উদ্যম, চেষ্টা, কৌশল ও কুটিল রাজনীতির পর্য্যালোচনা করিলে বিস্মিত হইতে হয়। তখন তাঁহাকে হিন্দু-জাতির কলঙ্ক বলিয়া বোধ হয় না, বরং দেবতা ভাবিয়া ভক্তি করিতে সাধ হয়।

তবে পাঠকগণ এই গ্রন্থ পাঠ করিয়া প্রীতি লাভ করিলে আমি চরিতার্থ হইব।

শ্রীহরিমোহন শর্ম্মা।

কমলাদেবী।

[ঐতিহাসিক উপন্যাস।]

প্রথম খণ্ড।

প্রথম পরিচ্ছেদ

গুপ্ত সভা।

পর্ব্বতময় প্রদেশ। চতুর্দ্দিকেই নিবিড় অরণ্য—বসতির চিহ্নমাত্রও নাই। এক জন অশ্বারোহী ধীরে ধীরে সেই অরণ্যাভিমুখে গমন করিতেছেন। বৈশাখ মাস, সন্ধ্যা আগত প্রায়। এতক্ষণ দিনমণির হিরণ্ময়ী কিরণমালা গগনচুম্বি-শৈল-শিখরে ও অত্যুচ্চ পাদপশাখা সমূহে ঝিকিমিকি করিতেছিল। ভাঙ্গা ভাঙ্গা মেঘগুলিতেও সেই হেমাভা প্রতিফলিত হইয়া গগনমণ্ডল সিন্দূরময় করিয়াছিল; তাহাও ক্রমে অদৃশ্য হইল। পশ্চিম দিকে একখানি ক্ষুদ্র মেঘ দেখা দিল; সেই মেঘখানি নিবিড় নীলবর্ণ। মেঘ দেখিয়া অশ্বারোহীর কিছু সন্দেহ হইল, তিনি দ্রুত চলিতে লাগিলেন।

ঈশান কোণে একবার বিদ্যুৎ নল্ পাইল। সেই তীক্ষ্ণ

বিজলী-বিভা পলকে এক কেন্দ্র হইতে অপর কেন্দ্রে বিলীন হইল। দেখিতে দেখিতে সেই ক্ষুদ্র মেঘখানি প্রলয়কালের জলধরের ন্যায় সমস্ত আকাশ ঢাকিয়া ফেলিল। বায়ু-সঞ্চার বন্ধ হইল। প্রকৃতি নীরব ও নিস্তব্ধ। নভোমণ্ডল এক মধুর গম্ভীর চমৎকার ভাব ধারণ করিল। একবার গুড়্ গুড়্ নাদে মেঘ ডাকিল; মুহূর্ত্ত পরেই চক্‌মক্ করিয়া চঞ্চলা চপলা সুন্দরী সেই কৃষ্ণকাদম্বিনী-কোলে হাসিয়া উঠিল।

পথিক কশাঘাত করিয়া অধিকতর বেগে অশ্ব চালাইলেন। কিন্তু স্বভাব কাহারও কোন অনুরোধের বশবর্ত্তী নয়; মুষল ধারায় বৃষ্টি আরম্ভ হইল। অশ্বারোহী সলিলাভিষিক্ত হইয়া দৌড়িলেন; অনতিবিলম্বে সেই অরণ্যের সমীপবর্ত্তী হইয়া অশ্ব হইতে নামিলেন।

একে ভয়ঙ্কর দুর্যোগ ও রাত্রিকাল, তাহাতে এই ভীষণারণ্য নানা হিংস্রক জন্তু এবং তদধিক ভয়ানক দস্যুদলে পূর্ণ, এমন সময়ে অশ্বারোহীর অরণ্যমধ্যে কি প্রয়োজন? এবং এ অশ্বারোহীই বা কে? ইহার কি কিছুমাত্র প্রাণের ভয় নাই?

অশ্বারোহীর কিছুতেই ভ্রূক্ষেপ নাই; অশ্বটীকে বৃক্ষশাখায় বাঁধিয়া তিনি কানন মধ্যে প্রবেশ করিলেন। একে রাত্রিকাল, তাহাতে গগনমণ্ডল নিবিড় নীরদমালায় আচ্ছন্ন, নিকটের বস্তু অবধি দেখিতে পাওয়া যায় না; কিন্তু অশ্বারোহী চির-পরিচিতের ন্যায় লতাগুল্মকণ্টকাদি-সমাকীর্ণ বনমধ্য দিয়া অবলীলাক্রমে চলিতে লাগিলেন।

কত দূর যাইয়া অশ্বারোহী পর্ব্বতের একটী গুহাদ্বারে দাঁড়াইলেন। গুহার ভিতর হইতে আলো আসিতেছিল দেখিয়া, তাঁহার

বদনমণ্ডল উৎসাহভরে হাসিয়া উঠিল। তিনি ধীরে ধীরে এক খণ্ড প্রস্তর সরাইয়া গুহামধ্যে প্রবেশ করিলেন। গুহাভ্যন্তর অতি পরিষ্কার, প্রশস্ত ও সুসজ্জিত। স্থানে স্থানে প্রদীপ জ্বলিতেছে। পর্ব্বত গুহায় এ কি?—এই ভীষণ অরণ্যে আজ এ কি? সেই গহ্বরে পঁচিশ জন বীরপুরুষ সমাগত। নবাগত পুরুষকে দেখিয়া সকলে সসম্ভ্রমে উঠিয়া মহারাজ মানসিংহের জয় হউক, বলিয়া তাঁহার অভ্যর্থনা করিলেন।

নবাগত অশ্বারোহী মহারাজ মানসিংহ। মানসিংহের দেহ উন্নত, গঠন বলিষ্ঠ, হৃদয় প্রশস্ত, বিশাল নয়নযুগলে শৌর্য্য, বীর্য্য ও গাম্ভীর্য্য সর্ব্বদা নৃত্য করিতেছে; তাঁহার বিস্তৃত উন্নত ললাট ও নীলোজ্জ্বল বিশাল নয়নযুগল অপরিসীম বুদ্ধিরাশির পরিচয় প্রদান করিতেছে। সর্ব্বাঙ্গ অস্ত্রাভরণে বিভূষিত, মস্তকে উষ্ণীষ, বক্ষে লৌহ-কবচ, কটিতে সারসন—তাহাতে তীক্ষ্ণ তরবারি বদ্ধ। পাঠক! নয়ন মুদ্রিত করিয়া একবার ধ্যান কর, মহারাজ মানসিংহের বীর-মূর্ত্তি স্পষ্ট দেখিতে পাইবে। মানসিংহের বয়ঃক্রম ৩৫ বৎসর।

মানসিংহ শুক্ল বস্ত্র পরিয়া সিংহাসনে উপবেশন করিয়া মৃদু গম্ভীরস্বরে কহিতে লাগিলেন, "আজ নববর্ষের নূতন দিবস, শুভক্ষণে আমরা পুনর্ব্বার একত্র সম্মিলিত হইয়াছি। আজ ঠিক দশ বৎসর হইল, আমরা এই মহামন্ত্রে দীক্ষিত ও এই মহাব্রতে ব্রতী হইয়াছি। এই দশ বৎসর কাল আমরা ক্লেশকে ক্লেশ বলি নাই, ভয়কে হৃদয়ে স্থান দিই নাই, স্থিরপ্রতিজ্ঞ হইয়া অধ্যবসায়ের সহিত দিবারাত্র কেবল এক মন্ত্র জপ করিতেছি। এখন আমরা সাহস করিয়া বলিতে পারি, আমাদের মনোরথ নিশ্চয়ই

সিদ্ধ হইবে। অসভ্য নৃশংস মুসলমানদিগের কালপূর্ণপ্রায়। আর একটী বৎসর—এই বৈশাখে অবশ্যই মোগল সূর্য্যের অস্ত-গমন হইবে। এই দশ বৎসরে আমরা কি না করিয়াছি? অর্থ, সৈন্য, যুদ্ধোপকরণ সকলই প্রস্তুত। ভাই! এ সকল কেবল তোমাদেরই উদ্‌যোগে, তোমাদেরই বুদ্ধিকৌশলে। মানসিংহ যবনকে স্বীয় ভগিনী দান করিয়াছে—মানসিংহ যবনের দাস! এ দুঃখ কি চিরকাল সহ্য করিতে হইবে? এ কলঙ্কের কি কখন অপনয়ন হইবে না?"

মানসিংহ নীরব হইলেন। তন্মধ্য হইতে অপর একটী যুবা উঠিয়া বিনীত মধুর-স্বরে কহিলেন, "আর্য্য! আপনি যথার্থ অনুভব করিয়াছেন। আমাদের আর কিছুরই অপ্র-তুল নাই; এখন এমন কি, আমরা সম্মুখ-সমরে দিল্লীশ্বরকে অনায়াসে পরাস্ত করিতে সক্ষম। বাইরাম খাঁ আকবরের পক্ষ পরিত্যাগ করিয়াছেন। বাইরাম খাঁ বহুদর্শী, বিচক্ষণ ও অদ্বিতীয় বীরপুরুষ; যবন হইলেও তাঁহার রণনৈপুণ্যের বার বার প্রশংসা না করিয়া থাকা যায় না। এখন একা মহব্বত। সে যেরূপ উদ্ধতপ্রকৃতি ও অস্থিরবুদ্ধি, তাহাকে আমাদের কিছুমাত্র আশঙ্কা নাই। বিশেষতঃ দুর্গে দুর্গে, রাজসভায়, রাজভবনে আমাদিগের ছদ্মবেশী দূত সকল অনবরত পরিভ্রমণ করিতেছে। সম্রাট্ কোন্ কার্য্য আমাদের অগোচরে সম্পন্ন করিতে সমর্থ?"

মানসিংহ সাদরে যুবার হস্ত ধরিয়া কহিলেন, "দেবসিংহ! তোমার মধুর কথা শুনিলে আমার হৃদয়ে যে কত বিমল আনন্দ-রস সঞ্চারিত হয়, তাহা বলিতে পারি না। ভাই! তোমার ঋণ

আমি কখন পরিশোধ করিতে পারিব না। যদি কখনও এই দুস্তর মানস-সিন্ধু উত্তীর্ণ হইতে পারি, সে কেবল তোমার সহায়ে।”

দেবসিংহ মানসিংহের কনিষ্ঠ ভ্রাতা। ইনি এক জন পরম সুপুরুষ, চতুর ও বুদ্ধিমান্ এবং প্রসিদ্ধ যোদ্ধা। মানসিংহ নীরব হইলে, কহিলেন, “মহারাজ! যে সকল বীরপুরুষ সঙ্কল্প করিয়া এই কর্ম্মক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন, এ পর্য্যন্ত তাঁহাদের কেহই ভগ্নোৎসাহ হন নাই। মোগলবংশের ধ্বংস-সাধন জীবনের একমাত্র উদ্দেশ্য হইয়া পড়িয়াছে। আজ এই অরণ্যমধ্যে আমাদিগের দশম অধিবেশন; একাদশ অধি-বেশন অম্বর নগরে;—দেখিব, সেই নূতন বৎসরের নূতন মাসে হিন্দুসমাজে মহারাজ মানসিংহের বিমল যশোরাশি বিক্ষিপ্ত হয় কি না। দশ বৎসর সতর্কতার সহিত কার্য্যসাধন হই-য়াছে—আর একটী বৎসর কি নিরাপদে কাটিবে না?”

সেই সমাগত বীরপুরুষদিগের মধ্য হইতে এক জন উত্তর করিলেন, “কুমার দেবসিংহ! আপনি কি এখনো সন্দেহ করেন? মনে করুন, যদিই আমাদের এই ষড়যন্ত্র প্রকাশ হয়, তাহাতেই বা ভয় কি? ক্ষতি কি? সত্য সত্যই ভারত এখনো ক্ষত্রিয়শূন্য হয় নাই; আর সত্য সত্যই আমরা এখনো এরূপ নীচত্ব প্রাপ্ত হই নাই যে, মুসলমানের নাম শুনিবা-মাত্র পলায়ন করিব। আমার মতে সমস্ত কৌশল পরিত্যাগ করিয়া প্রকাশ্যে দিল্লী আক্রমণ করাই উচিত; আর আমার দৃঢ় বিশ্বাস, অনেকেই তাহাতে মত দিবেন।”

ইঁহার নাম বীরেন্দ্রসিংহ, যোধপুরের অধিপতি ও মান-সিংহের পরম বন্ধু।

মানসিংহ তাঁহাকে ক্ষান্ত করিয়া কহিলেন, "বীরেন্দ্রসিংহ! তুমি যাহা বলিতেছ, তাহা সত্য। কিন্তু বিবেচনা করিয়া দেখ, মুসলমানদের অত্যাচারে সকলেই যার-পর-নাই জর্জ্জরীভূত; আর মোগলেরা যেরূপ প্রবল প্রতাপের সহিত আধিপত্য বিস্তার করিয়াছে, তাহাতে লোকের মনে কেমন একটা ভয় হইয়াছে; সুতরাং যদি আমাদের একটী যুদ্ধে পরাজয় হয়, তাহা হইলে আমাদের এত পরিশ্রম সমস্তই বিফল হইবে, এবং ক্ষত্রিয়বংশ চিরদিনের জন্য বিস্মৃতি-সলিলে নিমগ্ন হইবে; অতএব কৌশল অবলম্বনই শ্রেয়ঃ। শত্রুদমনার্থ সকল পন্থাই অবলম্বন করা যাইতে পারে। তোমরা আগামী ১লা বৈশাখ সর্ব্বদা স্মরণ রাখিবে—আমার এইমাত্র প্রার্থনা। অদ্য রাত্রি অধিক হইয়াছে; এক্ষণে সকলে স্ব স্ব স্থানে প্রত্যাগমন কর, দেখ, স্বকর্ত্তব্য যেন বিস্মৃত হইও না।"

সভা ভঙ্গ হইল। বীরপুরুষগণ একে একে অদৃশ্য হইলেন। পর্ব্বতগুহা নীরব, নিস্তব্ধ ও শূন্য।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

রাজ্য বা প্রণয়।

আগ্রা নগর। মহব্বত খাঁর শয়ন-কক্ষে একটী ষোড়শী যুবতী একাকিনী উপবিষ্টা। যুবতী উজ্জ্বল শ্যামবর্ণা—কিন্তু

অতি সুশ্রী। নবযৌবনের সমাগমে সেই কালের এক অপূর্ব্ব মাধুরী হইয়াছে। বালিকার মুখমণ্ডলে, আয়ত নয়নযুগলের চতুরতা যেন খেলিয়া বেড়াইতেছে। প্রথম দৃষ্টিতেই তাহাকে তীক্ষ্ণ বুদ্ধিমতী বলিয়া বুঝিতে পারা যায়। কখন হাসি—সে হাসি অতি মৃদু, অতি অস্ফুট, ভাল করিয়া না দেখিলে টের পাওয়া যায় না। কখন বিষাদ, কখন চিন্তা - ক্রমান্বয়ে বালিকার বদনমণ্ডলে ভাসিয়া উঠিতেছে, আবার তৎক্ষণাৎ বিলীন হইয়া যাইতেছে।

কতক্ষণ পরে সেই নবযুবতী চিন্তাচ্ছলে বলিতে লাগিল, "অন্তরে বিষ আর মুখে মধু, এই যে প্রবাদ আছে, আমিই তাহার প্রমাণ কি ভয়ঙ্কর কার্য্যেই হস্তক্ষেপ করিয়াছি। আমার ন্যায় মহাপাপী কি আছে? কি বিশ্বাসঘাতকতা! হায়, পিতা আমাকে এমন পাপকার্য্যের ভারার্পণ কেন করিলেন? আমিই বা স্বীকার করিয়া লইলাম কেন? এখন ত আমি আমার নই; আমার মন ত আমার বশ নয়! ভুলাইতে গিয়া আমি ত আপনি ভুলিয়া গিয়াছি। সেই মধুর মোহন-মূর্ত্তি সর্ব্বদাই হৃদয়ে জাগিতেছে। সংসারে আপনার কে?—কেহই নহে। তবে কার জন্য আমি আত্মা কলুষিত করিতে বসিয়াছি? অদৃষ্টে যাহাই থাকুক, পরিণামে যাহাই ঘটুক, আমি প্রাণ থাকিতে দেবসিংহের অহিতাচরণ করিব না—করিতে পারিব না। আমি পাগল হলেম না কি? আশা কি বিষম মায়াবিনী! আমি যবনী—তবে এ সাধ কেন?

সহসা পদশব্দ হইল; যুবতী চমকিয়া উঠিলেন। মহব্বত খাঁ কক্ষমধ্যে প্রবেশ করিলেন।

"আমিনা! তুমি আপনাআপনি কি বকিতেছিলে? এখানে কত ক্ষণ আসিয়াছ?"

আমিনা প্রথম প্রশ্নের উত্তর না দিয়া কহিল, "প্রায় আধ-ঘণ্টা হইবে, আপনারই প্রতীক্ষা করিতেছিলাম। একটী বিশেষ সংবাদ আছে।"

মহব্বত খাঁ ব্যস্ত হইয়া জিজ্ঞাসিলেন, "কি সংবাদ, শীঘ্র বল? কপটী আবার কি করিয়াছে?"

আ। আজ রজনীতে একটী মহাসভার অধিবেশন হইবে। স্বয়ং মহারাজ মানসিংহ তথায় উপস্থিত থাকিবেন।

ম। তুমি এ পর্য্যন্ত ঠিক্ করিতে পারিলে না, কোন্ স্থানে এই সভা হয়? এবং দুরাত্মা দেবসিংহই বা কোথায় থাকে?

আ। পিতঃ! অনর্থক কটূ কথা প্রয়োগের প্রয়োজন কি? শত্রু হলেই বা? কই, তাঁহাদের মুখে আমি কখন কটূ কথা শুনি নাই। বরং আপনি বীরপুরুষ বলিয়া তাঁহারা আপনার যথেষ্ট সম্মান করিয়া থাকেন।

মহব্বত খাঁ চমকিত হইয়া তীব্র দৃষ্টিতে আমিনার পানে চাহিয়া এরূপ স্বরে এরূপ ভাবে কহিলেন, "আমিনা!" যে বালিকা শিহরিয়া উঠিল। মহব্বত পুনর্ব্বার কহিলেন, "আমিনা। আজ তোমার মুখে আমি এ কি কথা শুনিলাম?"

"কেন, পিতঃ!" আমিনাও বিস্মিত হইয়া উত্তর করিল, "তবে কি আপনি আর আমাকে বিশ্বাস করেন না?"

আমিনাও এরূপ ভাবে এরূপ দৃষ্টিতে এই বলিয়া মহব্বতের পানে চাহিল যে, তিনি সহসা কথা কহিতে পারিলেন না। মুহূর্ত্ত পরে তনয়াকে ধীরে ধীরে বক্ষে ধারণ করিয়া শিরশ্চম্বন

পূর্ব্বক কহিলেন, "আমিনা! তোমাকে বিশ্বাস করিব না? ভাল এই সভা কোথায় হইবে বলিতে পার?"

আমি। না, কিন্তু এখানে নয় বহু দূরে, তাহা নিশ্চয় বলিতে পারি। কয়েক দিন ধরিয়া নানা স্থান হইতে দূতের যাতায়াত হইতেছে; আমার উপর সম্পূর্ণ বিশ্বাস থাকিলেও সমস্ত গূঢ় অভিসন্ধি আমার নিকট দুজনের কেহই প্রকাশ করেন না। এবার যেরূপ দেখিতেছি, তাহাতে যে অচিরে একটী বিপ্লব উপস্থিত হইবে, তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। আপনি সর্ব্বদা সাবধানে থাকিবেন, আপনার অমঙ্গল ভাবিয়া আমার মনে মুহূর্ত্তের জন্যও সুখ নাই।"

"আমিনা! আমি কি তোমার জন্য ভাবি না? কিন্তু ভাবিয়া করিব কি?" বলিয়া মহব্বত খাঁ পুনর্ব্বার বালিকার শিরশ্চুম্বন করিলেন।

"আমি ত আমার জীবনের আশা পরিত্যাগ করিয়াছি—" আমিনা মৃদুস্বরে উত্তর করিল, "ঘুণাক্ষরে আমার উপর সন্দেহ হলেই, আর তোমার এই তনয়াকে দেখিতে পাইবে না; কিন্তু তাহাতে আমি দুঃখিত নহি। আর একটী কথা, কমলাদেবীর উপর সতর্ক দৃষ্টি রাখিবে। এক্ষণে আমি চলিলাম, সেলিমের সহিত পরামর্শ করিয়া যাহা যুক্তিসিদ্ধ হয় করিবেন।"

"যাও, কিন্তু দেখ, নিজ-সঙ্কল্প যেন বিস্মৃত হইও না। তোমার উপর আমার আশা ভরসা সমস্ত নির্ভর করিতেছে।"

রমণী চলিয়া গেল।

মহব্বত গভীর চিন্তায় নিমগ্ন হইলেন। তখন তাঁহার মুখমণ্ডলে ভাবের প্রতিপল কতই পরিবর্ত্তন হইতে লাগিল।

তিনি বলিতে লাগিলেন, "উঃ! কি উচ্চাভিলাষ! মোগলবংশ ধ্বংস করিয়া দিল্লীশ্বর হবেন? কি ভয়ঙ্কর ধূর্ত্ততা! প্রকাশ্যে কেমন সৌহৃদ্য দেখাইয়া গোপনে গোপনে সম্রাটের সর্ব্বনাশের চেষ্টা করিতেছে। মানসিংহ! তোমার দিন নিকটবর্ত্তী। তুমি স্বীয় শঠতাগুণে সকলের চক্ষে ধূলি নিক্ষেপ করিয়াছ, কিন্তু মহব্বতকে প্রতারিত করিতে পার নাই। তুমি প্রতি পদে মহব্বত খাঁর অবমাননা করিয়া সম্রাট-সমীপে যশোভাজন হইয়াছ। তুমি বাদসাহের অতিবিশ্বাসী, অতিপ্রিয় সেনাপতি। আমার অপমান করিয়া নিজে সম্মান লাভ করিয়াছ; আমি তাহা বিস্মৃত হই নাই, কেবল সময়ের অপেক্ষা করিতেছি। আর অধিক বিলম্ব নাই, অবিলম্বে তোমাকে সমুচিত দণ্ড দিয়া পরিতাপের শান্তি করিব।"

মহব্বত এইরূপ চিন্তানিমগ্ন আছেন, সেলিম তথায় উপস্থিত হইলেন। তাঁহাকে দেখিয়া মহব্বত খাঁ সসম্ভ্রমে উঠিয়া তাঁহার অভ্যর্থনা করিয়া কহিলেন, "আপনি আসিয়াছেন, বড় ভালই হইয়াছে। এত দিন যে ঘনঘটা গম্ভীরভাবে গগনমণ্ডল আচ্ছন্ন করিয়াছিল, অচিরে তাহা হইতে মহা-অনিষ্টকর বিশ্বভেদী বজ্রপাত হইবে। কিন্তু এই পাতালস্পর্শী মোগল-সাম্রাজ্য যে, তাহাতে বিচলিত হইবে, সে আশঙ্কা নাই।"

সেলিম উত্তর করিলেন, "সখে! তুমিই আমার ভরসা। বার্দ্ধক্যপ্রভাবে সম্রাটের বুদ্ধিভ্রংশ ঘটিয়াছে। মানসিংহ তাঁহাকে কি কুহকে মুগ্ধ করিয়াছে বলিতে পারি না। সখে! বল দেখি, এই বিশাল সাম্রাজ্য সম্প্রতি কে শাসন করিতেছে? মানসিংহের বিষদন্ত ভগ্ন করিতে না পারিলে, আমাদের মঙ্গল

সাদরে অঙ্গ ঢালিয়া দিল। বলিলেন, "মনে রেখ, যেন প্রতিজ্ঞা ভুলিও না।"

চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

নিশীথ-স্বপ্ন।

"তেজ নাশ অপেক্ষা মৃত্যু সহস্র গুণে শ্রেয়স্কর। অথবা সংসার-সুখে বিসর্জ্জন দিয়া অসার দুরাশাকে পদে বিদলিত করিয়া পুণ্যতীর্থ মক্কাধামে গমন করি। বীরত্রাস বাইরাম খাঁর কি তবে এই শোচনীয় পরিণাম হইবে? তা কখনও হইতে দিব না। আকবর না হয় আমাকে পরিত্যাগ করিয়াছে, আমি না হয় রাজ-অনুগ্রহে বঞ্চিত হইয়াছি, কিন্তু তাহাতে আমার ক্ষতি কি? মন ত এখনও সেইরূপ স্বাধীন আছে, সেইরূপ উচ্চ রহিয়াছে; হৃদয় ত সেইরূপ অটল রহিয়াছে, তবে এ চিন্তা কেন? পরিতাপ কেন? বাইরাম! এ কর্ম্ম তোমার কি উচিত? তুমি না বীরশ্রেষ্ঠ? বাইরাম গাত্রোত্থান কর। স্থিরপ্রতিজ্ঞ হইয়া স্বাধীনভাবে পুনর্ব্বার কর্ম্মক্ষেত্রে অবতীর্ণ হও; দেখ, সকলকে দেখাও, বাইরামের পতন হয় নাই। যদ্যপি তুমি একবার যুদ্ধক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইয়া গম্ভীর নির্ঘোষে রণদুন্দুভি নিনাদিত কর, দেখিবে, তোমার সেই মোহকর নামের গুণে অসংখ্য বীরপুরুষ আকর্ষিত হইয়া তোমার সঙ্গে মিলিত হইবে।"

বাইরাম খাঁ, আগ্রানগরের প্রান্তভাগে একটী কবরস্থানের মধ্যস্থিত সমাধিমন্দিরে বসিয়া এইরূপ চিন্তা করিতেছেন।

রজনী প্রায় দুই প্রহর। বিশ্ব নীরব। বৃক্ষের পত্র অবধিও নড়িতেছে না। করতলে কপোল বিন্যাস করিয়া পদচ্যুত মোগল-রাজমন্ত্রী বসিয়া আছেন। গবাক্ষদ্বার দিয়া রজতকান্তি শশ-ধরের শান্ত রশ্মি তাঁহার গম্ভীর বদনমণ্ডলে পতিত হইয়াছে; বিশাল বক্ষঃস্থল নিবিড় শুভ্রবর্ণ শ্মশ্রুরাজি-সমাচ্ছাদিত; প্রকাণ্ড ললাটখণ্ড ঈষৎ কুঞ্চিত, চক্ষুর্দ্বয় তীক্ষ্ণ-জ্যোতিবিশিষ্ট। বাই-রামের বয়ঃক্রম ৬০ বৎসর হইবে; কিন্তু শরীরের গঠন এরূপ কঠিন যে, এই বয়োধিক্য বশতঃ তাঁহার কিছুমাত্র বীর্য্যাভাব ঘটে নাই।

তিনি উপবিষ্ট আছেন, অতি সুললিত স্বরে কে যেন বলিল, "বাইরাম! উঠ, উঠ, বিধাতা তোমার প্রতি সুপ্রসন্ন।"

তিনি বিস্মিত হইয়া স্থিরকর্ণে শুনিতে লাগিলেন। পুনর্ব্বার কে বলিল, "এস, আমার সঙ্গে এস, তোমার মঙ্গল হইবে।"

শব্দ শব্দবহ বাতাসে মিশিয়া গেল। বাইরাম ধীরে ধীরে উঠিয়া চতুর্দ্দিক নিরীক্ষণ করিলেন। জনমানবের চিহ্নও নাই। পুনর্ব্বার আসিয়া বসিলেন, কিন্তু চিত্তের আর স্থিরতা নাই, অনন্ত অর্ণবের ন্যায় তাহা তরঙ্গিত হইয়া উঠিল। আবার শুনিলেন,

"বাইরাম! তুমি এখনও নিশ্চিন্ত, এখনও অলস?"

বাইরাম মুগ্ধ হইয়া কহিলেন, "কি মধুর স্বর! এখনও যেন সেই ললিত লীলালহরী আমার কর্ণকুহরে নৃত্য করিতেছে!" বাইরাম নিঃশব্দে ছাদের উপর উঠিলেন; দেখিলেন, কেবল শ্বেতোজ্জ্বল শ্বেত প্রস্তরের উপর শশাঙ্কের রজতপ্রভা নীরবে

নিদ্রিত; জনপ্রাণীও নাই। ক্লান্ত হইয়া স্বস্থানে প্রত্যাগমন করিলেন। নিদ্রাও মুহূর্ত্তমধ্যে নয়নযুগল অধিকার করিল।

আমোদিনী স্বপ্নদেবী তথায় ভ্রমিতেছিলেন। ধীরে ধীরে হাসিতে হাসিতে বিধুমুখী নাসিকারন্ধ্র দিয়া বাইরামের হৃদয়-মন্দিরে প্রবেশ করিলেন। বাইরাম ভাবিলেন, যেন স্বর্গ হইতে একটী পূর্ণযৌবনা পরমা সুন্দরী পরী, মধুর হাসি হাসিতে হাসিতে আলুলায়িতকেশে পাগলিনীবেশে কজ্জলনীল বিশাল নয়নের বঙ্কিম কটাক্ষ হানিতে হানিতে তাহার সম্মুখে উপস্থিত হইয়া অতি মৃদুমোহনস্বরে কহিলেন, "বাইরাম! তোমার কোন্ ধর্ম্মে বিশ্বাস?"

বাইরাম সেই দেবীর পরম রমণীয় রূপমাধুরী, অপূর্ব্ব বিলাস-বিভঙ্গী অবলোকন করিয়া মোহিত হইয়া গিয়াছিলেন; এক্ষণে মধুর কথা শুনিয়া হৃদয় দ্রবীভূত হইল, মুখে বাক্যস্ফূর্ত্তি হইল না। অনিমিষ-নয়নে বিনোদিনীর বদন-সুধাকরের সুধারাশি পান করিতে লাগিলেন।

দিব্যাঙ্গনা পুনর্ব্বার কহিল, "বীরশ্রেষ্ঠ! তোমার কোন্ ধর্ম্মে বিশ্বাস?"

বাইরাম বিচলিত চিত্তকে কিঞ্চিৎ শান্ত করিয়া কহিলেন, "আপনি কে, অগ্রে পরিচয় দিন। অপরিচিত ব্যক্তির নিকট হৃদয়ের নিগূঢ় ভাব প্রকাশ করা অনুচিত।"

দেবী একটু হাসিলেন,—সেই হাসিতে মহাবীর বাইরাম খাঁর হৃদয় কাঁপিয়া উঠিল।

"আমি অদৃষ্টের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা।" গম্ভীরস্বরে দেবী উত্তর করিলেন। "অদৃষ্ট মনুষ্যের নিজ নিজ হস্তে—আমি উপলক্ষ-

মাত্র। অজ্ঞান মনুষ্য বৃথা আমার নিন্দা করে, বৃথা আমার ভয়ঙ্কর রূপ কল্পনা করে।''

বাইরামের হৃদয় উদ্বেলিত হইল। তিনি বিস্ময়স্তিমিত-নেত্রে দেবীর পানে চাহিলেন। দেবী কহিলেন, "আমার প্রশ্নের উত্তর দিবে কি না?''

বাই। কোন ধর্ম্মেই আমার দৃঢ় বিশ্বাস নাই।

দেবী। তবে আমার সঙ্গে এস।

বাইরাম স্বপ্নদেবীর মহামায়ায় মুগ্ধ হইয়া চিত্তবিকার-সম্ভূত নিয়তির পশ্চাৎ পশ্চাৎ চলিতে লাগিলেন। নানা দেশ, নানা রাজ্য, নদ নদী, সমুদ্র অতিক্রম করিয়া সম্মুখে বহু দূরে একটী অত্যুচ্চ পর্ব্বত দেখিলেন। তাহার গগনচুম্বিত শ্যামল শিখররাজি সতত উজ্জ্বল স্তূপাকার আলোকপুঞ্জে অলঙ্কৃত। দূর হইতে সেই মনোহর দৃশ্যটী দেখিয়া বাইরাম এক অনির্ব্বচনীয় আনন্দ উপভোগ করিলেন।

"দেবি! আমরা কোথায় আসিয়াছি? এবং ঐ বহুদূর-পরি-দৃশ্যমান অনন্ত অপূর্ব্ব হিরণ্য-কিরণমালা-বিভূষিত মনোহর পর্ব্বতেরই বা নাম কি?"

দেবী বলিলেন, "এখনি আমরা ঐ স্থানে উপস্থিত হইব।"

ক্রমে তাঁহারা এক রমণীয় হ্রদের কূলে উপস্থিত হইলেন। সেই শান্তমূর্ত্তি জলাশয়ের কৃষ্ণোজ্জ্বল গভীর জলরাশি বিবিধ বিকসিত জলকুসুমে পরিশোভিত। মধুকর নিরন্তর মধুর গুন্ গুন্ ধ্বনি করিয়া সেই সকল প্রফুল্ল কুসুমে মধুপান করিতেছে। হংস, সারস, বক প্রভৃতি জলচর পক্ষী সকল ইতস্ততঃ সন্তরণ করিতেছে। হ্রদের প্রশান্ত সলিলে তটস্থ বৃক্ষশ্রেণীর প্রতিবিম্ব

সুন্দররূপে প্রতিফলিত হইয়া জলের ভিতরে এক অপরূপ শোভার সৃষ্টি করিয়াছে। সুমন্দ মকরন্দময় গন্ধবহের মেদুর হিল্লোলে সেই কাল জলের মৃদু লহরীতে সেই সকল প্রতিবিম্ব ছিন্ন ভিন্ন হইয়া মধ্যে মধ্যে কতই আশ্চর্য্য ভাব ধারণ করিতেছে। স্বর্গীয় সৌরভে এই স্থানটী আমোদিত।

বাইরাম নীরবে প্রকৃতির এই অভিনব মধুর শোভা দর্শন করিতেছেন, এমন সময়ে সেই শৈলশিখরে অতি মধুর স্বরে বংশীধ্বনি হইল এবং দেখিতে দেখিতে একখানি পরম রমণীয় তরী কূলে লাগিল। তাঁহারা তরণীতে আরোহিয়া অবিলম্বে অনন্ত সাগরে ভাসিলেন। সেই মনোহর অভ্রভেদী শৈল এই প্রশান্ত সাগরের বক্ষঃস্থল ভেদ করিয়া উঠিয়াছে। তরণী কিয়ৎকালমধ্যে নগাধিপের পাদদেশে সংলগ্ন হইল। বাইরাম চতুর্দ্দিকে সুললিত সঙ্গীত-লহরী শুনিতে পাইলেন। তালমানসংযুক্ত বাদ্যরবে দিঙ্‌মণ্ডল আমোদিত।

দেবী ঈষৎ হাসিয়া জিজ্ঞাসিলেন, "বাইরাম! এ সুখের স্থানে বাস করিতে কার না ইচ্ছা?"

বাইরাম কহিলেন, "কিন্তু আপনি যে আমার প্রতি অপ্রসন্ন!" বাইরামের চক্ষে জল আসিল, বলিলেন, "আমি ত আজ ভিখারী!"

"বাইরাম। দুঃখ করিও না, আমার সঙ্গে এস।"

বলিয়া দেবী অগ্রে অগ্রে এবং বাইরাম তাঁহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ চলিলেন। কিয়দ্দূর গমন করিয়া অত্যুচ্চ শৃঙ্গে একটী মন্দির দেখিলেন। এ স্থানের অতি ভীম গম্ভীর ভাব; বাইরামেরও মনে একটু ভয় হইল। দেবীমন্দিরমধ্যে প্রবেশি-

লেন; বাইরামের প্রবেশ করিতে সাহস হইল না। দেব পশ্চাতে ফিরিয়া কহিলেন, "প্রবেশ কর, ভয় নাই।"

বাইরাম মন্দিরমধ্যে প্রবেশিয়া দেখিলেন, সম্মুখে দেবাদি-দেব মহাদেবের বিরাটমূর্ত্তি বিরাজিত; কুশাসনে উপবিষ্ট একী বীরপুরুষ তাঁহার ধ্যানে নিমগ্ন।

"কে, মহারাজ মানসিংহ!" বাইরাম সবিস্ময়ে বলিয়া উঠিলেন।

দেবী তাঁহাকে নীরব হইতে ইঙ্গিত করিয়া কহিলেন, "পূজা ভঙ্গ করিও না। ইঁহার সঙ্গে মিলিত হও, মনস্কামনা পূর্ণ হইবে।"

বাইরাম চিত্র-পুত্তলিকার ন্যায় দাঁড়াইয়া আছেন, কে যেন তাঁহার পশ্চাৎ হইতে কহিল, "এখনো কি তোমার মোহনিদ্রা ভাঙ্গিল না?"

তিনি চমকিত হইয়া যেমন পশ্চাদ্ভাগে মুখ ফিরাইবেন' অমনি নিদ্রাদেবী সরিয়া পড়িলেন। তাঁহার হৃদয় ঘন ঘন স্পন্দিত হইতে লাগিল—নয়ন মেলিতে সাহস হইল না।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ।

ইহারা কি দস্যু?

কতক্ষণ পরে হৃদয় একটু সুস্থির হইলে বাইরাম ধীরে ধীরে চাহিলেন। সম্মুখে একটী নবযুবতী দাঁড়াইয়া একদৃষ্টে তাঁহার মুখ নিরীক্ষণ করিতেছে।

"আমি মানবী।" বালিকা ধীরে ধীরে সুধাময় স্বরে কহিল,

"আপনার ভয় নাই। অনুগ্রহ করিয়া একবার আমার সঙ্গে আসুন।"

বাইরাম অগাধ-সাগর-সলিলে হাবুডুবু খাইতেছিলেন—তৃণের আশ্রয় পাইলেন। কিছুই না বলিয়া অবোধ বালকের ন্যায় বালিকার অনুবর্ত্তী হইলেন। নীরবে অনেক দূর গমন করিয়া তাঁহারা একটী অরণ্যের নিকট উপস্থিত হইলেন। বাইরাম সন্দিহান হইয়া তথায় দাঁড়াইলেন।

বালিকা বলিল, "ভয় নাই, আসুন।"

বাইরাম নীরবে পুনর্ব্বার সঙ্গে সঙ্গে চলিলেন। অরণ্য নিবিড়, পথের চিহ্নমাত্রও নাই; কিন্তু বালিকা চিরপরিচিত স্থানের ন্যায় সেই লতাগুল্মকণ্টকাদি-পরিপূর্ণ, বিশাল-বিটপিরাজিসমাকীর্ণ গহন কাননের মধ্য দিয়া অবলীলাক্রমে যাইতে লাগিল। কতক্ষণ পরে উভয়ে সেই জঙ্গলমধ্যস্থিত একটী বৃহৎ শিরীষ বৃক্ষের মূলে উপস্থিত হইলেন। "আপনি এই স্থানে একটু বিশ্রাম করুন, আমি শীঘ্র আসিতেছি।" বলিয়া বালিকা চলিয়া গেল।

বাইরাম তথায় বসিলেন। অর্দ্ধ ঘণ্টা অতিবাহিত হইল, বালিকা ফিরিল না। তাঁহার চিত্ত অস্থির হইয়া উঠিল; তিনি ভাবিতে লাগিলেন, "আমি কি এখনো নিদ্রিত? এই অরণ্য, ঐ গগনমণ্ডল, ঐ চন্দ্রমা;—আমি জাগ্রত। জাগ্রতে কি স্বপ্ন-দর্শন সম্ভব? আমি কি অজ্ঞান? অনায়াসে একটী বালিকার চাতুরীতে ভুলিয়া গেলাম!" একবার ভাবিলেন, "পলায়ন করি, কিন্তু পথ কোথা?" এক ঘণ্টা অতীত হইল, রমণীর দেখা নাই। সন্দেহ ও চিন্তায় তাঁহার অন্তঃকরণ আকুল হইয়া উঠিল। অকস্মাৎ চারি জন লোক আসিয়া তাঁহাকে বন্ধন করিয়া

ফেলিল; এবং বস্ত্র দ্বারা তাঁহার চক্ষুর্দ্বয় আচ্ছাদিত করিয়া বলিল, "আপনার কোন ভয় নাই, আত্মরক্ষার্থে আমরা এই সতর্কতা অবলম্বন করিতেছি মাত্র। আপনি নির্ব্বিঘ্নে আমাদের সঙ্গে আসুন।"

বলপ্রদর্শন বিফল; বাইরাম চলিতে লাগিলেন। কোন্ দিকে কোথায় চলিলেন, বুঝিতে পারিলেন না।

দস্যুগণ ক্রমে একটী শৈলের উপত্যকা-ভূমিতে উপস্থিত হইল। চতুর্দ্দিকে নিবিড় অরণ্য, মধ্যে এই শৈল। এই স্থান মনুষ্যের একান্ত দুষ্প্রবেশ্য, এবং কোন কালে যে কোন লোক এখানে আসিয়াছিল, তাহাও বোধ হয় না। সেই পর্ব্বতের গুহামুখ হইতে একখানি প্রস্তর অপসারিত করিলে একটী দ্বার উদ্‌ঘাটিত হইল। তাহারা একে একে সেই গভীর গহ্বরমধ্যে প্রবেশ করিয়া পুনর্ব্বার সেই প্রস্তরখণ্ড দ্বারা গুহাদ্বার ঢাকিয়া দিল।

ভিতরে প্রবেশ করিয়া তাহারা বাইরাম খাঁর হস্ত ও চক্ষুর বন্ধন খুলিয়া দিল। বাইরাম দেখিলেন, তিনি একটী প্রকাণ্ড দুর্গ-মধ্যে আসিয়াছেন। স্থানে স্থানে প্রদীপ জ্বলিতেছে। তিনি বিস্ময়াবিষ্ট হইয়া চতুর্দ্দিক নিরীক্ষণ করিতেছেন, এক ব্যক্তি জিজ্ঞাসিল, "কি দেখিতেছেন?"

বাইরাম বাম হস্ত দ্বারা ললাটের ঘর্ম্মবিন্দু মুছিয়া একবার তীব্রদৃষ্টিতে তাঁহার সঙ্গীর পানে চাহিলেন; বিস্তীর্ণ ললাট কুঞ্চিত ও মুখমণ্ডল লোহিতবর্ণ হইল; কোষ হইতে তরবারি লইবার উপক্রম করিলেন।

দস্যু বলিল, "মহাশয়! শান্ত হউন, আপনি কি প্রাণভয়ে

ভীত? আর আপনার প্রাণে প্রয়োজন? অথবা আপনার প্রাণ সংহার করিয়া আমাদের লাভ কি? আপনি জীবিত থাকিলে বরং আমাদের অনেক উপকার হইবে।"

বাইরাম বিশাল নয়নযুগল বিস্ফারিত করিয়া পুনর্ব্বার তীব্র দৃষ্টিতে চাহিলেন। সেই দৃষ্টিতে ক্রোধ, অভিমান, অমানুষিক স্বাধীন ভাব ও জীবন্ত হুতাশন বিরাজমান। কিন্তু দস্যুর চিত্ত কিছু মাত্র টলিল না।

বাইরাম ভীমগম্ভীরস্বরে জিজ্ঞাসিলেন, "তোমরা কে? কি জন্য আমায় এই অপমান করিলে, বল?"

দস্যু বলিল, "এখন আপনার এ প্রশ্নের উত্তরদানে নিতান্ত অসমর্থ, মাপ করিবেন।"

বাইরাম অত্যন্ত বিরক্ত হইয়া কর্কশ বাক্যে বলিলেন,— "তোমরা যে নরশোণিতলোলুপ দস্যু, তাহাতে সন্দেহ নাই। তোমরা জানিও, লোকনয়নে বাইরাম খাঁর পতন হইয়াছে সত্য, কিন্তু তাহা বাহ্যরূপের পরিবর্ত্তন মাত্র। আমাদ্বারা তোমাদের কোন দুরভিসন্ধি কখন সফল হইবে না। তোমাদের দলের অধিপতির নিকট আমাকে লইয়া চল।"

দস্যু বলিল, "আমাদের কেহ অধিপতি নাই; যদি কিছু বলিবার থাকে, আমাকেই বলিতে পারেন।"

বাইরাম কহিলেন."আমাকে ছাড়িয়া দাও,এই আমার বক্তব্য।"

একটু চিন্তা করিয়া দস্যু বলিল, "আপনার যদি কষ্ট বোধ হইয়া থাকে, আপনাকে ছাড়িয়া দিতেছি; কিন্তু আপনি আমাদের কথা শুনিলে, কেবল আপনার বৈরনির্য্যাতন নয়, জগতের অনেক উপকার হইত।"

"মঙ্গলই হউক আর অমঙ্গলই হউক," বাইরাম উত্তর করিলেন, "পাপিষ্ঠ তস্করদিগের সহিত মিলিয়া তস্কর হইতে আমার ইচ্ছা নাই। এখন তোমরা আমাকে ছাড়িয়া দিবে কি না, বল?"

দস্যু ক্ষণকাল চিন্তা করিয়া বলিল, "ভাল, আপনি যথা ইচ্ছা গমন করুন।"

দস্যু চলিয়া গেল। বাইরাম দুই তিন মুহূর্ত্ত তথায় দাঁড়াইয়া নিবিষ্টচিত্তে কত চিন্তা করিলেন;—"ইহারা কে? ইহাদের উদ্দেশ্যই বা কি? আকার প্রকারে, কথায় এ ব্যক্তিকে সামান্য দস্যু বলিয়া বোধ হয় না। আমার সঙ্গেই বা ইহাদের এমন কি প্রয়োজন? অথবা এক কথাতেই বা কেন ছাড়িয়া দিল?" তিনি ঊর্দ্ধে, পার্শ্বে, ভূতলে—সকল দিকেই দৃষ্টিনিক্ষেপ করিলেন, গৃহাদির কোন লক্ষণ দেখিতে পাইলেন না। চতুর্দ্দিক অন্ধকার; কোন স্থানে উজ্জ্বল দীপালোক সেই নিবিড় তিমিররাশির পরাক্রমকে পরাভব করিয়া রাখিয়াছে। তিনি বুঝিলেন, দস্যুরা তাঁহাকে ভূমধ্যস্থিত একটী গুপ্ত ভবনে আনিয়াছে। কিরূপে বহির্গত হইবেন? ধীরে ধীরে চলিতে চলিতে দেখিলেন, এক স্থানে অসংখ্য সুশাণিত তীর, অসি, ভল্ল, টাঙ্গী, কোথায় বা বর্ম্ম, চর্ম্ম, উষ্ণীষ প্রভৃতি যুদ্ধাস্ত্র সকল থরে থরে সুপ্রণালীতে সাজান রহিয়াছে; কোন স্থানে পর্ব্বতাকার গোলাগুলি পুঞ্জীকৃত; বন্দুক, পিস্তল ও কামান সুসজ্জিত।

বাইরামের নয়ন উন্মীলিত হইল। বুঝিলেন, ইহারা দেশলুণ্ঠনকারী সামান্য তস্কর নহে। হৃদয়ে এক অভাবিত ভাবান্তর উদয় হইল। 'আমার স্বপ্ন বোধ হয় সত্য হইল। ইহাদিগের

দ্বারাই স্বকার্য্য উদ্ধার করিয়া লইব।” এইরূপ চিন্তা করিয়া তিনি একে একে সমস্ত দ্রব্যসামগ্রী পর্য্যবেক্ষণ করিতে লাগিলেন। সেই পাতালবাসী বীরপুরুষদিগের বুদ্ধি, কৌশল ও যুদ্ধসজ্জা দেখিয়া চমৎকৃত ও মোহিত হইলেন। এক স্থানে রাশি রাশি তণ্ডুল, গোধূম, ধান্য, বুট প্রভৃতি খাদ্যসামগ্রী সংগৃহীত দেখিয়া বলিয়া উঠিলেন, “এই সমস্ত খাদ্যসামগ্রীতে পঞ্চাশৎ সহস্র অশ্ব এবং এক লক্ষ পদাতি অনায়াসে এক বৎসর প্রতিপালিত হইতে পারে।”

“মহাশয়! ইহার বিশ গুণ খাদ্যসামগ্রী আমরা সংগ্রহ করিয়া রাখিয়াছি।” কোন ব্যক্তি তাঁহার পশ্চাৎ হইতে বলিল, “আর এই স্থানটাই আমাদের একমাত্র আশ্রয় নহে। ভারত-সাম্রাজ্যের সর্ব্বত্রই আমাদের এইরূপ আশ্রয় আছে।”

বাইরাম মুখ ফিরাইলেন; দেখিলেন, তাঁহার সেই পূর্ব্ব-পরিচিত দস্যু।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ।

সামন্তসিংহ।

বাইরাম খাঁ পাতালপুরে এই যুদ্ধোপকরণ দেখিয়া বিস্মিত হইলেন। কে এই সকল অস্ত্রশস্ত্র, খাদ্যসামগ্রী সংগৃহীত করিয়াছে, জানিবার জন্য তাঁহার অত্যন্ত কৌতূহল জন্মিল।

তস্কর জিজ্ঞাসা করিল, “আপনি সত্য সত্যই কি বাইরামের নাম বিস্মৃতি-সাগরে ডুবাইবেন?”

শুষ্কপ্রায় আশালতিকা বাইরাম খাঁর হৃদয়-ক্ষেত্রে অল্পে

অঙ্গে মঞ্জরিত হইতে লাগিল। তিনি প্রশান্ত ভাবে বলিলেন, "এ কথা তোমায় কে বলিল ? কিন্তু আপনি কে, আগে আমাকে বলুন।"

বাইরাম এতক্ষণ তুমি তুমি বলিয়া সম্বোধন করিতেছিলেন। এখন বুঝিলেন, এ সামান্য দস্যু নহে।

দস্যু। আমি কে অবশ্যই পরে জানিতে পারিবেন; আপাততঃ নির্ব্বিঘ্নে আমাকে মনের কথা বলিতে পারেন।

বাই। নাম বলিতে কি আপনার কোন বাধা আছে ?

দস্যু। নাম বলিতে বাধা নাই সত্য, কিন্তু নাম শুনিলে কি আপনি আর আমাকে বিশ্বাস করিবেন ?

বাই। নাম শুনিলে যদি বিশ্বাস করিব না, তবে এখন আপনাকে কিরূপে বিশ্বাস করিব ?

"বিশ্বাস করিবেন না ?" যুবা এরূপ ভাবে এরূপ স্বরে এই কথা বলিল যে, বাইরামের অটল চিত্তও একবার টলিল।

"আমি আপনার পরিচিত ;—এটী কি চিনিতে পারেন ?" বলিয়া দস্যু তাঁহার হস্তে একটী অঙ্গুরীয় প্রদান করিল।

অঙ্গুরীয় দেখিয়া বাইরাম বিস্মিত হইয়া জিজ্ঞাসিলেন, "আপনিই কি সেই রাজসিংহ ? আপনি কি আমাকে সাক্ষাৎ কৃতান্ত-মুখ হইতে রক্ষা করিয়াছিলেন ?"

"হাঁ, মহাশয় !" দস্যু উত্তর করিল, "আমি সেই দরিদ্র কৃষক —রাজসিংহ। ভরসা করি, আপনি স্বীয় প্রতিজ্ঞা বিস্মৃত হন নাই। আমি আপনাকে জীবন দান করিয়াছি, আপনি সেই উপকারের প্রত্যুপকার স্বরূপ আমার একটী উপকার করুন। এই সমস্ত অস্ত্র লইয়া পরস্ত্রীলোলুপ লম্পট সেলিমের হস্ত হইতে

ভারতসাম্রাজ্য রক্ষা করুন। কি ভাবিতেছেন? ভাল, আমি না হয় এই অঙ্গুরীয়টী চুরি করিয়াছি; এই পত্রখানি পাঠ করুন।”

বাইরাম পত্রখানি পড়িতে লাগিলেন:—

“আমি বাইরাম খাঁ আজ কালু নামে এক জন নিষাদের অনুগ্রহে দস্যু কর্তৃক আক্রান্ত হইয়া আসন্ন মৃত্যুমুখ হইতে রক্ষা পাইলাম। এই পত্র দ্বারা আমি, আমার পুত্র, পৌত্র—যে কেহ আমার বংশে থাকিবে, তাহাদিগকে এবং আমার বন্ধুবান্ধবদিগকে এই সবিনয় অনুরোধ করিতেছি, উক্ত কালু ব্যাধ, তাহার পুত্র, পৌত্র, বংশাবলীর যে কেহ বিপদে পড়িয়া সাহায্য প্রার্থনা করিবে, তাঁহারা তাহার উপকারের চেষ্টা করিবেন।

বাইরাম।”

বাইরাম খাঁ কহিলেন, “আপনিই কি সেই কালু ব্যাধ?”

“হাঁ মহাশয়!” দস্যু উত্তর করিল, “সে বিপদেও আমি আপনাকে রক্ষা করিয়াছিলাম। যে ব্যক্তি আকবর সাহের দুর্গরক্ষকদিগের চক্ষে ধূলি দিয়া দুষ্প্রবেশ্য দুর্গে প্রবেশ করিয়া অবলীলাক্রমে রাজকোষ শূন্য করিয়াছিল, যাহার ভীষণ নামে বাইরাম খাঁ, মহব্বত খাঁ, আজিম খাঁ প্রভৃতি প্রসিদ্ধ বীরপুরুষগণেরও মুখ শুকাইয়া যায় এবং স্বয়ং আকবরের হৃৎকম্প উপস্থিত হয়, প্রাণদণ্ডের আদেশ হইলেও যে তিন বার অনায়াসে সুরক্ষিত দুর্গ হইতে পলায়ন করিয়াছিল, এবং যাহার মস্তকের উপর লক্ষ মুদ্রা পুরস্কার নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে, আমিই সেই সামন্ত সিংহ।”

বাইরাম খাঁ গম্ভীর ভাবে সামন্তসিংহের এই পরিচয় শুনিলেন; বলিলেন, “আপনি কিজন্য এই দস্যুবৃত্তি অবলম্বন

করিয়াছেন আগে বলুন, তবে আমি আমার কর্ত্তব্য বিবেচনা করিব।”

সামন্তসিংহ উত্তর করিলেন, “দস্যুবৃত্তি আমার জীবিকা নহে; অবশ্যই কোন গভীর উদ্দেশ্য আছে। সেই উদ্দেশ্য ভারতসাম্রাজ্যের পুনরুদ্ধার।”

বাইরাম কহিলেন, “কিন্তু একা আমা দ্বারা সে উদ্দেশ্য-সিদ্ধির সম্ভাবনা কই?”

সামন্ত। মহারাজ মানসিংহের সহিত আপনার কিরূপ প্রণয়?—না, প্রথমে আপনি প্রতিজ্ঞা করুন, আমাদের এই ষড়যন্ত্র প্রকাশ করিবেন না।

বাই। আমি মুসলমান সত্য, কিন্তু আমার প্রকৃতি তত নীচ নহে। আমি প্রতিজ্ঞা করিলাম, আমা দ্বারা আপনাদের কোন কথাই প্রকাশ হইবে না।

সামন্ত। মহারাজ মানসিংহ আপনার সহায় হইলে আপনি দিল্লী জয় করিতে পারেন?

বাই। তাহাতে বিন্দুমাত্র সন্দেহ নাই। কিন্তু মহারাজ মানসিংহ আকবরের বিশ্বাসী ও পরম প্রিয় সেনাপতি, তিনি আমার সাপক্ষতা কিজন্য করিবেন?

সামন্ত। তিনি আকবরের বিরুদ্ধে অস্ত্র ধরিতে না পারেন, কিন্তু সেলিম সকলের অপ্রিয় আপনি জানেন। সেলিম রাজ-পদের নিতান্ত অযোগ্য; কাহারো ইচ্ছা নয় সেলিম দিল্লীশ্বর হয়। আমার দৃঢ় বিশ্বাস, আকবরের মৃত্যুর পর রাজ্যমধ্যে মহাগোলযোগ উপস্থিত হইবে। মানসিংহ আপনার পক্ষ হইলে, আপনি সেই সুযোগে আপনার মনোরথ সফল করিয়া

লইতে পারিবেন; তবে পুনর্ব্বার বলি, হিন্দু জাতির দুর্দ্দশা যেন তখন স্মরণ থাকে। আপনি দিল্লীশ্বর হইয়া তাহাদের দুঃখ দূর করুন, এই প্রার্থনা। এক্ষণে চলুন, বেলা অধিক হইয়াছে, আহারাদির পর অন্য অন্য কথা হইবে।

রজনী প্রভাত ও বেলা প্রায় দশটা হইয়াছে। বাইরাম খাঁর কিছুমাত্র জ্ঞান ছিল না। সূর্য্যোদয় নাই, কিরূপেই বা বুঝিবেন?

সপ্তম পরিচ্ছেদ।

পাতালপুরে।

আহারাদির পর সামন্তসিংহ বাইরাম খাঁকে কহিলেন,—"আমার যা কিছু দেখাইবার দেখাইলাম, যা কিছু বলিবার বলিলাম। মানসিংহ আপনার ন্যায় আমার নিকট একটী অঙ্গীকারে বদ্ধ আছেন, চেষ্টা করিলে তাঁহাকেও বশীভূত করিতে পারিব।"

বাইরাম খাঁ সামন্তসিংহের হস্ত ধরিয়া বলিলেন, "মিত্র! আমি তোমার নিকট ঋণজালে বদ্ধ আছি; তোমার উপকার কখন বিস্মৃত হইব না। আমার বেশ্ বোধ হইতেছে, তোমা হইতেই আমার হৃদয়ের প্রজ্বলিত হুতাশন নির্ব্বাণ হইবে।"

সামন্ত। ভরসা করি, আপনার বন্ধুবান্ধবগণ সকলেই আপনাকে পরিত্যাগ করেন নাই?

বাই। কে শত্রু, কে মিত্র, এত দিন জানিতাম না। যখন সৌভাগ্যশশী আমার মস্তক-মুকুটে শোভমান ছিল, তখন আমি

যাহাদিগকে আমার অকৃত্রিম সুহৃদ্ জ্ঞান করিতাম, এক্ষণে দেখিতেছি, তাহাদের অধিকাংশ আমার পরম শত্রু।

সামন্ত। কিন্তু আর আপনি নিশ্চিন্ত থাকিতে পারিতেছেন না। প্রাণপণে উদ্‌যোগ করিতে থাকুন, বন্ধুবান্ধবদিগকে উত্তেজিত করুন। আজ সায়ংকালে আপনাকে রাখিয়া আসিব। মধ্যে মধ্যে আবার দেখা হইবে। এখন একটু বিশ্রাম করুন।

এই বলিয়া সামন্তসিংহ উঠিয়া গিয়া একটী নিভৃত কক্ষে প্রবেশ করিলেন। একটী যুবতী সেই প্রকোষ্ঠের এক পার্শ্বে বসিয়া গালিচার উপর গোলাপ ফুলের কুঞ্জ রচনা করিতেছিল। সামন্তসিংহ তাহার নিকট উপস্থিত হইয়া, তাহার চিবুক ধরিয়া, ললাটের কেশগুচ্ছ সরাইয়া কত আদর করিলেন। কত বার সতৃষ্ণনয়নে কামিনীর মুখকমল নিরীক্ষণ করিলেন। একটী দীর্ঘনিশ্বাস ত্যজিলেন—যুবতীরও একটী নিশ্বাস পড়িল। যুবতী সামন্তসিংহের বিশ্বাসী দূতী।

সামন্তসিংহের বয়ঃক্রম পঞ্চবিংশতি বৎসর। দীর্ঘাকার, শরীর হৃষ্টপুষ্ট, বলিষ্ঠ। বিশাল বক্ষঃস্থল; মুখমণ্ডল আতপতাপিত; চক্ষুর্দ্বয় দীর্ঘ, উজ্জ্বল, তীক্ষ্ণবুদ্ধি ও চতুরতা-ভাবব্যঞ্জক এক রমণীয় ছটায় পরিপূর্ণ। ফল কথা, সামন্তসিংহ এক জন অতি সুন্দর পুরুষ।

"পাজি নেড়ে ঠিক বিশ্বাস করেছে, আমি ওর হাতে রাজত্ব তুলিয়া দিব।" সামন্তসিংহ আপনা আপনি বলিতে লাগিলেন, "একবার কার্য্য সিদ্ধ হলে হয়, পরে বোঝা পড়া। যাহা হউক, বেটাকে হাত করে বিলক্ষণ লাভের সম্ভাবনা আছে। মোগল-সৈন্যগণ বাইরামের ভারী বশীভূত, বাইরামের নামেও তাহার

মুগ্ধ হবে। যাহা হউক, এত দিনে বোধ হয় করুণানিধান ভগবান্ ধ্বংসপ্রায় পবিত্র আর্য্যবংশকে যবনের করাল কবল হইতে পরিত্রাণ করিলেন। দেবসিংহ! তুমি ক্লেশকে ক্লেশ, অসুখকে অসুখ, বিপদকে বিপদ জ্ঞান না করিয়া যে সমাধিসাধনের জন্য দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হইয়া, সংসার-শ্মশানে শবাসনে আসীন হইয়া গভীর তপে নিমগ্ন হইয়াছিলে, এত দিনে তোমার সেই কঠিন সঙ্কল্প সিদ্ধ হইল। বাইরাম! তুমিও মহামায়াজালে আবদ্ধ হইয়াছ! তোমাকে দিল্লীর সিংহাসন দান করিবার জন্যই আমি স্বীয় অমূল্য জীবনকে বিপদমুখে নিক্ষেপ করিতে কুণ্ঠিত হই নাই। দাদা মহাশয়কে এ সংবাদ এখনি দেওয়া কর্ত্তব্য। বাইরাম খাঁর জন্যই তিনি চিন্তিত আছেন।”

এইরূপ ভাবিয়া সামন্তসিংহ একখানি পত্র লিখিয়া সেই যুবতীর হস্তে দিয়া ইঙ্গিত করিলেন। যুবতী পত্র লইয়া চলিয়া যাইবার উপক্রম করিল;—পা কিন্তু উঠিল না, আবার দাঁড়াইল; একটু অধোবদনে থাকিয়া একটী দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিল; মস্তক তুলিল; আয়তলোচন ঈষৎ বিস্ফারিত করিয়া বিষণ্ণভাবে সামন্তসিংহের মুখ পানে চাহিল। দৃষ্টি সামন্তসিংহের নয়নে নিপতিত হইল; অমনি রমণীর চক্ষুর্দ্বয় সরমের দারুণ অত্যাচারে পীড়িত হইল; পল্লবযুগল পড়িয়া গেল। আর একটী দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া যুবতী চলিল—একটীও কথা কহিল না। রমণী কি বাক্‌শক্তিহীনা? দ্বারদেশে উপস্থিত হইয়া আবার দাঁড়াইল। সামন্তসিংহও একটী দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিলেন। ধীরে ধীরে উঠিয়া গিয়া রমণীকে বক্ষে ধরিয়া তাহার বিম্বাধর চুম্বন করিলেন। সরলা সরমে কুঞ্চিত হইল—একবার

পশ্চাতে ফিরিয়া দেখিল, আর একটী নিশ্বাস ফেলিয়া চলিয়া গেল।

সামন্তসিংহ বসিয়া ভাবিতে লাগিলেন, "বিরজা মূক না হলে আমি উহাকে বিবাহ করিতাম। উহাকে দেখিলে বড় দুঃখ হয়।"

ক্রমে সন্ধ্যা হইল। সামন্তসিংহ বাইরাম খাঁর নিকটে গিয়া দেখিলেন, সেই চতুর মোগল অর্দ্ধনিদ্রিতাবস্থায় সেই খানেই অবস্থিত। কহিলেন, "মহাশয়! রজনী সমাগত, চলুন, আপনাকে রাখিয়া আসি। আহারাদি প্রস্তুত, কিঞ্চিৎ আহার করিয়া লউন, নতুবা রাত্রি অনাহারে যাইবে।"

যৎকিঞ্চিৎ আহার করিয়া বাইরাম খাঁ জিজ্ঞাসিলেন, "সে বালিকাটী কোথা?" বিস্মিত হইয়া সামন্তসিংহ কহিলেন, "কোন্ বালিকা?"

বাইরাম অপ্রতিভ হইয়া কহিলেন, "না, তবে আমারই ভ্রম। আমি ভাবিয়াছিলাম, আপনিই তাহাকে পাঠাইয়াছিলেন।"

সামন্ত। আমি কোন বালিকাকে জানি না। এক্ষণে আসুন। কিন্তু এ ভাবে আপনাকে—

"আমি বুঝিয়াছি—" তাঁহার বাক্য সমাপ্ত না হইতেই বাই-রাম কহিলেন, "অনায়াসে আমার চোখ বাঁধিয়া দিতে পার।"

চোখ পূর্ব্বের মত বাঁধিয়া দেওয়া হইল। অর্দ্ধ ঘণ্টার মধ্যে তাঁহারা সেই বিজনারণ্যের প্রান্তভাগে উপস্থিত হইলেন। সামন্তসিংহ স্বহস্তে তাঁহার চক্ষের বন্ধন খুলিয়া দিয়া কহিলেন, "তবে যান, স্বীয় প্রতিজ্ঞাপালনের জন্য যত্নবান হউন। এই অসীম ভারত সাম্রাজ্য আপনারই হইবে।"

বাইরাম জিজ্ঞাসিলেন, "আবার কবে এবং কোথায় দেখা হইবে ?"

সামন্তসিংহ উত্তর করিলেন, "আপনি শীঘ্র আর আমার দেখা পাইবেন না। কোথায় দেখা হইবে, তাহাও এখন বলিতে পারি না ; কিন্তু আমি, আপনি যেখানেই থাকুন, আপনাকে খুঁজিয়া লইব। এক্ষণে আমি বিদায় হইতেছি।"

দ্বিতীয় খণ্ড

প্রথম পরিচ্ছেদ।

মরুভূমে।

জ্যৈষ্ঠ মাস। মধ্যাহ্ন কাল। প্রচণ্ডপ্রতাপ মার্ত্তণ্ডদেব মস্তকের উপর হইতে প্রজ্বলিত হুতাশনসদৃশ কিরণরাশি বিকীর্ণ করিয়া, ব্রহ্মাণ্ড দগ্ধ করিতেছেন। বসুমতী নীরব ও নিস্তব্ধ। সমীরণ ভয়ঙ্কর পাবক-প্লাবনে পৃথিবী প্লাবিত দেখিয়া অদৃশ্য হইয়াছেন। জীবের জীবন কণ্ঠাগত প্রায়। স্রোতস্বিনীর অগাধ সলিলে অবগাহন কর, শাখাপ্রশাখা ও ফুলপুষ্পোপশোভিত তরুচ্ছায়াতে উপবেশন কর, কি হৈম ভবনের অভ্যন্তরস্থিত প্রশান্ত সুস্নিগ্ধ কক্ষে কুসুম-শয্যায় শয়ন কর, নিদাঘের ভীষণ উত্তাপ হইতে কোথাও নিস্তার নাই।

যখন শত শত পুষ্পোদ্যান, তটিনী, তড়াগ, সরোবর, মনোহর তরু ও লতাসমাকীর্ণ এবং হেম-হর্ম্ম্যরাজিসুশোভিত নগর-নগরী অগ্নিময়, পাঠক! তৃণপরিশূন্য মরুভূমির কি ভীষণ ভাব একবার ভাবিয়া দেখ। এই ভয়ঙ্কর সময়ে আজমীরের মরুভূমির উপর দিয়া একটী অশ্বারোহী শ্রান্ত ও অবসন্ন হইয়া ধীরে ধীরে গমন করিতেছিলেন। সূর্য্যকিরণ-সম্পৃক্ত বালুকারাশি অগ্নিমূর্ত্তি ধরিয়া বিশ্বমণ্ডল ভস্ম করিবার জন্যই যেন অনন্ত চিতার ন্যায় ধূ ধূ করিতেছে। দূরস্থিত পর্ব্বতমালা অগ্নিময় মুকুটে মস্তক

মণ্ডিত এবং স্ফুলিঙ্গরাশিতে প্রকাণ্ড শরীর মার্জ্জিত করিয়া গভীর নীবর হাস্য হাসিতেছে। অশ্বারোহী আপনার মনেই চলিয়াছেন। তাঁহার সর্ব্বাঙ্গ লৌহনির্ম্মিত বর্ম্মচর্ম্মে এবং মস্তক শিরস্ত্রাণে আচ্ছাদিত; কটিতে কোষনিবদ্ধ তরবারি, একটী ভল্ল ও একটী পিস্তল। অশ্বারোহীর বয়ঃক্রম আনুমানিক পঞ্চবিংশতি বৎসর; দেহের গঠন দীর্ঘ ও বলিষ্ঠ।

যুবা আপনার মনে বহু দূর গমন করিয়া দেখিলেন, এক ব্যক্তি অশ্বারোহণে ভল্লহস্তে দ্রুতগতি উর্দ্ধশাসে তাঁহার দিকে ধাবমান হইয়াছে। দেখিলেন এই মাত্র, কিন্তু তাঁহার চিত্ত কিছুমাত্র বিচলিত হইল না। দ্বিতীয় অশ্বারোহী অবিলম্বে তাঁহার সম্মুখে আসিয়া তুরঙ্গের গতি সংবরণ করিয়া গম্ভীর কর্কশ স্বরে "অস্ত্রধারণ কর" বলিয়া স্বীয় শাণিত ভল্ল যুবকের হৃদয়ে প্রচণ্ড বেগে আঘাত করিল। কিন্তু তাহা সেই পাষাণসদৃশ কঠিন বিশাল বক্ষে লাগিবামাত্র চূর্ণ হইয়া গেল। নবাগত অশ্বারোহীর বয়ঃক্রম ৩৫ বৎসর। তাঁহারও মস্তকে উষ্ণীষ ও দেহ বর্ম্মচর্ম্মাবৃত। তাঁহার দেহে যে, সিংহের ন্যায় বলবিক্রম আছে, বাহ্যভাব দেখিলেই স্পষ্ট প্রতীতি জন্মে। তিনি লজ্জিত হইয়া কোষ হইতে তরবারি নিষ্কাশিত করিয়া আবার যুবককে আক্রমণ করিলেন।

যুবা এক চমৎকার ভঙ্গীসহকারে হাসিয়া, অথচ সেই অবকাশে আত্মরক্ষার্থ প্রস্তুত হইয়া কহিলেন, "কি অপূর্ব্ব তামাসা!"

দ্বিতীয় অশ্বারোহী অদ্বিতীয় বীরপুরুষ ও যোদ্ধা বলিয়া প্রসিদ্ধ। তাঁহার মনে মনেও ভয়ঙ্কর অভিমান। পৃথিবী তাঁহার চক্ষে তৃণবৎ! শুনিয়াছি, আকবর সাহের সম্মুখে তিনি

দুইটা প্রমত্ত মাতঙ্গের মধ্যস্থলে দাঁড়াইয়া তাহাদের করাকর্ষণ পূর্ব্বক এরূপ অমিত বলবিক্রম প্রদর্শন করিয়াছিলেন যে, সেই মদোন্মত্ত বারণদ্বয় একপদও অগ্রসর হইতে সমর্থ হয় নাই। যুবাকে তাচ্ছীল্য সহকারে হাসিতে দেখিয়া তিনি বিস্মিত হইয়া তাঁহার মুখপানে চাহিলেন।

"ভয় হইল না কি ?" যুবা হাসিতে হাসিতে জিজ্ঞাসিলেন। এই বার বীরপুরুষের মর্ম্মে আঘাত লাগিল। তিনি আপনার দক্ষিণ ভুজে স্বীয় বিপুল দেহের সমস্ত বল আকর্ষণ করিয়া এক আঘাতেই অশ্বসহ যুবাকে দ্বিখণ্ড করিব কল্পনা করিয়া, অসি উত্তোলন পূর্ব্বক যেমন আঘাত করিবেন, যুবা অমনি পশ্চাদ্‌গামী হইয়া, অসি শূন্যে উঠিয়া শূন্যে পতিত হইবামাত্রই একেবারে অনিবার্য্য বেগে অগ্রসর হইয়া শত্রুকে আক্রমণ করিলেন। দ্বিতীয় অশ্বারোহী স্বীয় তরবারি উঠাইয়া আত্মরক্ষা বা প্রহার করিবার অবসর পাইলেন না; কিন্তু তাঁহার প্রাণবধ করা আমাদের অশ্বারোহীর অভিপ্রায় ছিল না। সজোরে তাঁহার প্রতিদ্বন্দ্বীর বক্ষে এরূপ এক মুষ্ট্যাঘাত করিলেন, যেন তিনি অশ্ব হইতে তৎক্ষণাৎ ভূতলে পড়িয়া গেলেন। যুবাও অমনি স্বীয় অশ্ব হইতে নামিয়া তাঁহার বক্ষের উপর বসিয়া, "সের খাঁ!" বলিয়া সের খাঁর অস্ত্রশস্ত্রগুলি কাড়িয়া লইয়া তাঁহাকে ছাড়িয়া দিলেন।

সের খাঁ আকবরের এক সুপ্রসিদ্ধ সেনাপতি। ইনি পরিশেষে বঙ্গদেশের শাসনকর্ত্তার পদ প্রাপ্ত হন। সের খাঁ সেই যুবকের এতাদৃশ পরাক্রম দর্শনে প্রীত, চমৎকৃত ও মনে মনে লজ্জিত হইয়া ক্ষণকাল মৌনভাবে থাকিয়া কহিলেন, "আপনার

জন্যা ধন্য, যিনি আপনাকে গর্ভে ধারণ ও দুগ্ধদানে প্রতিপালন করিয়াছিলেন। সের খাঁর দ্বন্দ্বযুদ্ধে এই প্রথম পরাজয়।"

যুবা জিজ্ঞাসা করিলেন, "আমি আপনার নিকট কি দোষ করিয়াছিলাম, তাই আপনি আমার প্রাণ সংহার করিতে উদ্যত হইয়াছিলেন?"

সের খাঁ তাঁহার হস্ত ধরিয়া বলিলেন, "আমি ক্ষমা প্রার্থনা করিতেছি, ভ্রম বশতঃই আমি আপনাকে আক্রমণ করিয়াছিলাম। আমি যাহার অন্বেষণ করিতেছিলাম, আপনি যে সেই ব্যক্তি হইবেন, তাহাতে আমার সন্দেহ ছিল না। আপনার নাম কি?"

যুবা উত্তর করিলেন, "এ আশা পুরাইতে অক্ষম। এক্ষণে আপনি কারে ভাবিয়া আমার প্রাণ সংহার করিতে উদ্যত হইয়াছিলেন, শুনি?"

সের খাঁ কহিলেন, "তস্কর সামন্তসিংহ। পশ্চাতে মহম্মদ খাঁ ৩০ কোটী স্বর্ণমুদ্রা লইয়া আসিতেছেন; ঐ টাকা আগ্রা যাইবে। ইতিপূর্ব্বে আমরা সংবাদ পাই, দুরন্ত সামন্তসিংহ এই বিষয় জানিতে পারিয়া আপনার দস্যুদল লইয়া ঐ সমস্ত অর্থ লুণ্ঠন করিতে কল্পনা করিয়াছে। মহম্মদ খাঁর সঙ্গে অতি অল্পসংখ্যক লোক আছে; সেইজন্য আমি অগ্রসর হইয়া সামন্তসিংহের অভিপ্রায় জানিতে আসিয়াছি। আমরা যে সংবাদ পাইয়াছিলাম, তাহা সত্য কি না। দূর হইতে আপনাকেই সামন্তসিংহ মনে করিয়াছিলাম।"

যুবা এই কথা শুনিয়া একটু চিন্তা করিয়া কহিলেন, "বস্তুতঃ সামন্তসিংহের দৌরাত্ম্যে কাহারও নিশ্চিন্ত থাকিবার যো নাই।

আপনার অস্ত্রশস্ত্র গ্রহণ করুন, তবে আর বিলম্ব করিবেন না; চলুন, কি জানি, পশ্চাৎ হইতে যদ্যপি দুরাত্মা দস্যু মহম্মদ খাঁকে আক্রমণ করে। কিন্তু বোধ হয়, আপনারা যে সংবাদ পাইয়াছেন, তাহা সম্পূর্ণ অমূলক। দেখা পাইলে আজ সামন্ত-সিংহকে শৃগাল সাজাইয়া ছাড়িতাম।"

সের খাঁ ফিরিলেন। যুবা তাঁহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ চলিলেন। যাইতে যাইতে সামন্তসিংহসম্বন্ধে নানা কথা হইতে লাগিল। যুবা জিজ্ঞাসিলেন, "আমি যে সামন্তসিংহ নই, আপনি পরে কেমন করিয়া জানিতে পারিলেন?"

সের খাঁ ঈষৎ হাসিয়া বলিলেন, "ও কথা তুলিয়া আজ লজ্জা দিবেন না—এখনি আজ এক জন নিরপরাধী বীরের প্রাণ সংহার করিয়াছিলাম। আমি সামন্তসিংহকে বিলক্ষণ চিনি।"

যুবা বিস্মিত হইয়া জিজ্ঞাসিলেন, "তবে কি আপনি কখন সেই দুরাত্মার হস্তে পড়িয়াছিলেন না কি?"

সের খাঁ কহিলেন, "তার হাতেও পড়িয়াছিলাম সত্য, আর তারে বাঁধিয়া বাদসাহের কাছে লইয়াও গিয়াছিলাম সত্য। তাহার ফাঁসীর হুকুম হয়; কিন্তু সুরক্ষিত দুর্গ হইতে কঠিন লৌহ শৃঙ্খল ভাঙ্গিয়া কেমন করিয়া যে পলাইল, এ পর্য্যন্ত তাহা বুঝিতে পারি নাই।"

যুবা জিজ্ঞাসিলেন, "তাহার বয়স কত এবং গঠন ও আকৃতিই বা কিরূপ? আমি ভিন্ন ভিন্ন লোকের মুখে তাহার ভিন্ন ভিন্ন গল্প শুনিতে পাই।"

সের খাঁ উত্তর করিলেন, "সে সমস্ত গল্পমাত্র। সামন্তসিংহের বয়ঃক্রম ৪০।৪৫ বৎসর; কৃষ্ণবর্ণ; দীর্ঘ—প্রায় আপনার মত;

কিন্তু শ্মশ্রুজালে মুখ ও বক্ষঃস্থল আচ্ছাদিত। দেখিতে অত্যন্ত কুৎসিত, কিন্তু সাতিশয় বলবান্।

অবিলম্বে তাঁহারা সেই ভীষণ মরুভূমি অতিক্রম করিয়া একটী পর্ব্বতের উপত্যকা-ভূমিতে উপস্থিত হইয়া দেখিতে পাই-লেন, অদূরে মহম্মদ খাঁ এক তরুচ্ছায়ায় বসিয়া বিশ্রাম করিতে-ছেন। যুবা পশ্চাৎ হইতে একবার তূর্য্যনিনাদ করিলেন। অমনি সেই পর্ব্বতের চতুর্দ্দিক হইতে সেইরূপ ভয়ঙ্কর ধ্বনি উত্থিত হইল। দেখিতে দেখিতে প্রত্যেক গহ্বর, প্রত্যেক জঙ্গল, গিরিকন্দর ও শিলাখণ্ডের অন্তরাল হইতে অসংখ্য বীরপুরুষ প্রকাশিত হইয়া সের খাঁকে ঘেরিয়া বন্ধন করিয়া ফেলিল।

যুবা বিদ্রূপসহকারে কহিলেন, "সের খাঁ! আমিই সেই সামন্তসিংহ।"

সের খাঁকে বন্ধন করিয়া সামন্তসিংহ স্বীয় সৈন্যসঙ্গে অগ্রসর হইয়া মহম্মদ খাঁকে আক্রমণ করিলেন। তুমুল সংগ্রাম বাধিল। মোগলগণ একে একে সকলেই যমপুরে গমন করিল।

কার্য্য সমাপ্ত হইলে সামন্তসিংহ পুনর্ব্বার সেইরূপ তূর্য্যধ্বনি করিলেন। নিমেষমধ্যে সেই সমস্ত রাজপুত বীর অদৃশ্য হইল। বীরধাত্রী বসুমতী সেই বীরসন্তানগণকে যেন গ্রাস করিলেন। সেই সঙ্গে সেই বিপুল অর্থও অদৃশ্য হইল।

সের খাঁকে বন্দী করিয়া লইয়া সামন্তসিংহ চলিয়া গেলেন।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

সামন্তসিংহ কে ?

"আমি যবনের দাস ! ইহারি নাম কি দাসত্ব? আজ আমি ভারতের দ্বিতীয় সম্রাট্—কাল আমি দিল্লীশ্বর হইব—আমি কি যবনের দাস? জীবন পণ করিয়াছি—সত্যই কি সাধনা সিদ্ধ হইবে না? কমলাদেবি! হৃদয়েশ্বরি! আশা কি পূর্ণ হইবে না?"

মহারাজ মানসিংহ আপনার রাজধানী অম্বর নগরের দুর্গ-মধ্যস্থিত স্বীয় নিভৃতকক্ষে বসিয়া এইরূপ চিন্তা করিতেছেন। একটী যুবক সেই গৃহে প্রবেশিল।

"বঙ্কুলাল!" মানসিংহ যুবককে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, "আজ সন্ধ্যাকালে আমি দেবাদিদেব মহাদেবের মন্দিরে গমন করিব; পূজার আয়োজন করিও। সুবর্ণগ্রাম হইতে তুমি কখন্ আসিলে?"

যুবা তাঁহার হস্তে একখানি পত্র দিয়া কহিল, "মহারাজ! আমি এইমাত্র আসিতেছি।"

মানসিংহ পত্র খুলিয়া পড়িতে লাগিলেন;—"প্রাণেশ্বর! অধীনীকে আর কত কাল বন্দী করিয়া রাখিবেন? মনে করিবেন না, আমি কখন আপনার উপর অসন্তুষ্ট হইব। নাথ! তাহা অসম্ভব। এই হৃদয়মন্দিরে আপনি জীবনস্বরূপ, আপনি নিকটে না থাকিলে আমার বাঁচিয়া থাকা বিড়ম্বনা মাত্র। অধীনী আপনাতে জীবন মন সকলি সমর্পণ করিয়াছে, এক্ষণে আপনিই তাহার গতি।

"আপনি যে কোন মহৎ উদ্দেশ্য সাধনের জন্য এ দাসীকে নির্ব্বাসিত করিয়া রাখিয়াছেন, তাহা আমি বুঝিয়াছি; কিন্তু বুঝিয়া মনকে বুঝাইতে পারিতেছি না। আপনি আমাকে প্রকাশ্যে আপনার ভবনে লইয়া যান, তাহা হইলেই আমি সুখী হইব। আমি যে মানসিংহের মহিষী, লোকে জানুক, এই আমার প্রার্থনা। আপনি একবার স্বীয় অধীনীকে দেখা দিবেন। ইতি।

অভাগিনী হেমলতা।"

পত্রপাঠ সমাপ্ত হইলে মহারাজ মানসিংহ গৃহের ভিতর চিন্তাকুলিত-চিত্তে পদচারণ করিতে লাগিলেন। এই অবসরে তাঁহার বিস্তৃত ললাটদেশ কখন কুঞ্চিত, কখন প্রসারিত হইতে লাগিল; উজ্জ্বল নয়নযুগলে বিবিধ বর্ণের আভা শোভা পাইতে লাগিল; তিনি ক্ষণকাল পদচারণ করিয়া পুনর্ব্বার বসিলেন। দক্ষিণ হস্তের বৃদ্ধাঙ্গুলি ধীরে ধীরে দংশন করিতে করিতে কহিলেন, "দেখ বঙ্কুলাল! আমি কিছুই স্থির করিতে পারিতেছি না। এ দিকে হেমলতা আমাকে ব্যতিব্যস্ত করিয়া তুলিয়াছে;—আহা! এই অবলা সরলা আমার জন্য পাগলিনী! ইহাকেই বা অকূল সাগরে কিরূপে ভাসাই? কিন্তু তাহাকে বাঁচাইতে গেলে আমাকে মরিতে হয়, এ মহৎ উদ্দেশ্য সিদ্ধি হয় না। তুমি আমার বিপদের সময় একমাত্র ভরসা—আন্দোলিত সিন্ধুসলিলে সুদক্ষ কর্ণধার। এক্ষণে কিরূপে পরিত্রাণ পাইব, বল?"

বঙ্কুলাল মহারাজ মানসিংহের প্রিয় সহচর, উত্তর করিল, "মহারাজ! আপনি প্রসিদ্ধ বীরপুরুষ, আপনার ন্যায় লোকের একটী রমণীর জন্য কাতর হওয়া লজ্জার বিষয়। এই হেমলতা

যে আপনার সুখের পথে কণ্টকস্বরূপ, তাঁহা কি বলিয়া দিতে হইবে? আপনি বিজ্ঞ, বুদ্ধিমান; উপদেশ দেওয়া আমার অভি-প্রায় নহে, তথাপি বলিতেছি, এ সময় তাঁহার নাম অবধি মুখে না আনাই শ্রেয়ঃ।"

মহারাজ ক্ষণকাল নীরব থাকিয়া কহিলেন, "সে সত্য; কিন্তু হেমলতা সামান্য রমণী নহে। কোন্ প্রাণে আমি সেই হৃদয়-পুতলীকে বিসর্জ্জন দিব? হেম আমা ভিন্ন আর কিছুই জানে না; সে আমার জন্য পিতা মাতা, এমন কি সুরঞ্জনকেও পরিত্যাগ করিয়াছে। বন্ধু! হেমলতার তুল্য রূপে গুণে সকল বিষয়ের আদর্শস্বরূপ রমণী কি দ্বিতীয় আছে? এ বিবাহ প্রকাশ না করিলেই হল? আমি কমলাদেবীর নিকট অঙ্গীকার করি-য়াছি সত্য, কখন অন্য রমণীর মুখাবলোকন করিব না, কিন্তু সে প্রতিজ্ঞা কি কেবল কার্য্যসাধনের জন্য নহে?"

বঙ্কুলাল গম্ভীরভাবে উত্তর করিল, "মহারাজ! প্রণয়িগণ যে অন্ধ, এবং তাহাদের হিতাহিত জ্ঞান যে কিছুই থাকে না, আপনি তাহার প্রমাণ। দিল্লীর সম্রাট্ আকবর সাহের প্রেয়সী রমণী—জগদ্বিখ্যাত কমলাদেবী—আপনাকে মন প্রাণ সম-র্পণ করিয়াছেন; রূপে, গুণে, মানে তিনিই বা হেমলতা অপেক্ষা নিকৃষ্ট কিসে? তিনি যে কেবল আপনাতে অনুরাগিণী হইয়াছেন, এমন নয়; দিল্লীর সিংহাসনও আপনাকে দান করিতে উদ্যত। মহারাজ! এখন কাহার সাধনা আবশ্যক, তাহাও কি বলিয়া দিতে হইবে?

মহারাজ উত্তর করিলেন, "বঙ্কুলাল! তুমি বুদ্ধিমান হইয়া নির্ব্বোধের ন্যায় কথা কহিতেছ আশ্চর্য্যের বিষয়! যে কামিনী

বিশ্বাসঘাতিনী হইয়া নিজ পতিকে বিনাশ করিয়া অপরকে রাজসিংহাসন দিতে উদ্যত হইয়াছে, তাহাকে বিশ্বাস কি ?”

“তবে কি আপনি সেই ভয়ে এই মহৎ সঙ্কল্প পরিত্যাগ করিবেন ? তবে আমাকে বিদায় দিন।”

যুবাকে গমনোন্মুখ দেখিয়া মানসিংহ তাহার হস্ত ধরিয়া কহিলেন, “স্থির হও, রাগ করিও না। তোমাকে ডাকিয়াছি কিজন্য ? তুমি পার ত হেমলতাকে বুঝাইয়া রাখ, একবার সিংহাসনে বসিতে পারিলে আর আমার কাহাকে ভয় ?”

বন্ধু। এ পরামর্শ উত্তম। পুরুষ হইয়া যদি একটী স্ত্রী-লোককে বশে রাখিতে না পারিব, তবে পুরুষের পরিচ্ছদ পরিয়া ফল কি ?

মান। কিন্তু ভাই! দেখ, যেন আমার সেই প্রাণের পাখী ক্লেশ না পায়। হেমলতা মহারাজ মানসিংহের মহিষী ; বুঝিয়া কাজ করিবে।

বন্ধু। মহারাজ! আপনি স্বচ্ছন্দে থাকুন, তাঁহার কোন ক্লেশ হইবে না। আমি এরূপ ভাবে তাঁহাকে বুঝাইব যে, তিনি আপনার ইচ্ছাতেই তথায় থাকিবেন।

মান। দিবা অবসান হইয়া আসিতেছে, তুমি গিয়া পূজার আয়োজন কর।

বন্ধু চলিয়া গেল। মহারাজ পুনর্ব্বার চিন্তাসাগরে নিমগ্ন হইলেন। অবিলম্বে এক অসিচর্ম্মধারী বীরপুরুষের পদশব্দে তাঁহার সমাধিভঙ্গ হইল। মানসিংহ সহাস্যমুখে আগন্তককে পার্শ্বে বসাইয়া জিজ্ঞাসিলেন, “ভাই! সংবাদ মঙ্গল ত ?”

যুবা উত্তর করিলেন, “আপনার আশীর্ব্বাদে সমস্তই মঙ্গল।”

মান। রামগিরির উপত্যকাভূমিতে কাল যে লোমহর্ষণ ব্যাপার হইয়া গিয়াছে, তুমিই তাহার কারণ?

যুবা একটু হাসিলেন। মানসিংহ পুনর্ব্বার কহিলেন, "ভাই! ভাল সামন্তসিংহ নাম গ্রহণ করিয়া সাম্রাজ্যটা স্তব্ধ করিয়া রেখেছ। বাইরাম খাঁও তোমার আজ্ঞাবহ হইয়াছে; ইতিপূর্ব্বে সে সংবাদও পাইয়াছি। এক্ষণে আর কিসের অভাব, বল?"

যুবা হাসিয়া কহিলেন, "আর অভাব কিছুরই বড় নাই। কাল ৩০ কোটি স্বর্ণমুদ্রা লাভ ও মহাবীর সের খাঁ বন্দী হইয়াছে।"

"সের খাঁ বন্দী!" বিস্মিত হইয়া মানসিংহ জিজ্ঞাসিলেন, "দেবসিংহ! তুমি কি তাহাকে পরাস্ত করিয়াছ?"

বিনীতভাবে দেবসিংহ উত্তর করিলেন, "আর্য্য! আপনার আশীর্ব্বাদে এ দাস পরিশেষে সের খাঁকেও পরাস্ত করিয়াছে।"

পাঠক! বোধ হয় বুঝিয়াছ, দেবসিংহই সামন্তসিংহ। দেবসিংহ নানারূপ ছদ্মবেশ-ধারণে সুনিপুণ। কখন যোদ্ধা, কখন মুসলমান, কখন ব্রাহ্মণ, কখন কৃষক, কখন সন্ন্যাসী;—এইরূপ নানা ছদ্মবেশ ধরিয়া তিনি আপনার প্রিয় অনুচরবর্গ-সমেত প্রায় সর্ব্বত্র ভ্রমণ ও যুদ্ধোপকরণ-সামগ্রী সংগ্রহ এবং সম্রাটের সেনাপতি ও মন্ত্রিগণের কার্য্যপরম্পরা পর্য্যবেক্ষণ করিয়া বেড়াইতেন। কি রাজভবন, কি ভীষণ দুর্গ, কি দরিদ্রের পর্ণকুটীর সর্ব্বত্রই হয় স্বয়ং দেবসিংহ, নয় তাঁহার দূত বিদ্যমান। দেবসিংহ তিন বার ধৃত হন, তিন বার তাঁহার প্রাণদণ্ডের আদেশ হয়;—কিন্তু সেই ঘাতকই হয় ত ইহাঁর এক জন বিশ্বাসী ছদ্মবেশধারী দূত; সুতরাং তিন চারি বার তিনি নিরাপদে পলা-

য়ন করেন। দশ বৎসর ধরিয়া সম্রাটের রত্নাগার ও দুর্গ লুণ্ঠন ও সৈন্যদিগের খাদ্যসামগ্রী সংগ্রহ করিয়া আসিতেছিলেন। আকবর তাঁহাকে ধৃত করিবার জন্য চেষ্টার ত্রুটী করেন নাই, কিন্তু সমস্তই বিফল হয়। পরিশেষে ইহাঁর মস্তকের উপর এক লক্ষ টাকা পুরস্কার ধার্য্য করিয়া ঘোষণা করিয়া দিয়াছেন।

মানসিংহ কনিষ্ঠকে বক্ষে ধরিয়া কহিলেন, "ভাই! তুমি আমার জন্য কি ক্লেশই না সহিয়াছ?"

দেবসিংহ উত্তর করিলেন, "আপনি এখন কেবল সেলিম ও মহব্বতের পতনের চেষ্টা করুন, তাহা হইলেই জানিব, সমস্ত ক্লেশ সার্থক হইল।"

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

শিবপূজা।

আজ সূর্য্যদেবের যেন অস্ত যাইবার ইচ্ছা নাই; সময় তাঁহাকে জোর করিয়া পশ্চিম দিকে ঠেলিয়া দিতেছে। কিন্তু কালের সঙ্গে কে কত কাল যুঝিতে পারে? দিনমণি পরিশেষে পরাস্ত হইলেন। এই যে এতক্ষণ সুনীল গগনমণ্ডলে প্রদীপ্ত পাবকের ন্যায় বিশাল জ্যোতির্ম্মণ্ডল শোভা পাইতেছিল, তা কোথায় গেল? সূর্য্য-কিরণসম্পৃক্ত—দুই এক খণ্ড ক্ষুদ্র মেঘ দিনমণির যশঃকণিকার ন্যায় আকাশমণ্ডলের স্থানে স্থানে পতিত রহিয়াছে;—কদাচিৎ বা মন্দ-সমীরণ-ভরে বিচরণ করিতেছে। এই সময়ের যে যে পুষ্প, এক একটী করিয়া ফুটিতে

লাগিল। বিহঙ্গগণ এতক্ষণ আহারান্বেষণে দিগ্দিগান্তরে গমন করিয়াছিল, বেলা অবসান, রজনী সমাগত দেখিয়া, ঝাঁকে ঝাঁকে নীলাম্বর সুশোভিত করিয়া স্বস্থানাভিমুখে ধাবিত হইয়াছে। যথাসময়ে সন্ধ্যাদেবী শ্যামাঙ্গী যামিনীর অভ্যর্থনার্থে বসু-মতীকে এক সুস্নিগ্ধ মনোহর ভাবে সাজাইয়া রাখিলেন। দুই একটী নবযৌবনা দেবকন্যা স্বর্গ হইতে উঁকি মারিয়া দেখিতে আরম্ভ করিলেন, মর্ত্ত্যলোকে সন্ধ্যা হইয়াছে কি না।

অম্বর নগরের পূর্ব্ব প্রান্তে হিরণ্যকানন নামে একটী বিস্তীর্ণ অরণ্য। এই গহন কাননের অভ্যন্তরে বিল্লাচল নামে একটী মনোহর শৈল। এই গিরিশিখরে শ্বেতপ্রস্তরনির্ম্মিত মন্দিরে দেবাদিদেব মহাদেবের প্রতিমূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত ছিল। বামদেব অতি জাগ্রত এবং মানসিংহের কুলদেবতা। ভক্তিসহকারে মানসিংহ তাঁহার আরাধনা করিয়া অনেক সময় ভীষণ বিপদা-র্ণব হইতে নিস্তার পাইয়াছিলেন। এই শিবমন্দিরের পাদদেশ হইতে একটী নির্ঝরের উৎপত্তি হইয়াছে। কোন স্থানে প্রস্তর-খণ্ডের ভিতর দিয়া, কোথায় বা প্রকাশ্যভাবে সেই সলিল-প্রবাহ নিরন্তর মধুর ঝর ঝর নিনাদে ঝরিয়া পড়িতেছে। মন্দিরমধ্যে পূজার উপকরণ সকল স্বর্ণপাত্রে স্তরে স্তরে সজ্জিত। দীপদানে দীপ জ্বলিতেছে; পুষ্পপাত্রে বিবিধ বিকসিত কুসুম, স্বর্গ পর্য্যন্ত তাহার সৌরভ ধাবিত হইতেছে; ধূপ ধূনা প্রভৃতি নানাবিধ গন্ধদ্রব্য পুড়িয়া মনোহর স্নিগ্ধ গন্ধে দিঙ্মণ্ডল আমোদিত করিতেছে। ঐ দেখ, মহারাজ মানসিংহ একাকী এই নিভৃত স্থানে—এই স্তব্ধ গম্ভীর দেবমন্দিরে কুশাসনে বসিয়া কুসুমাঞ্জলি দিতেছেন; কখন বা গলবস্ত্রে সাষ্টাঙ্গে দেবাদিদেব ভগবান

ভবানীপতিকে ভক্তিভাবে প্রণাম করিতেছেন; কখন বা নয়ন মুদিত করিয়া নিবিষ্টচিত্তে মানসপটে মহেশের সেই মহা-রুদ্রমূর্ত্তি ধ্যান করিতেছেন; কখন বা একমনে স্তবপাঠ করিতে-ছেন।

পূজা সাঙ্গ হইল। মানসিংহ দণ্ডায়মান হইয়া বিনয়-নম্র-কাতর-বাক্যে কহিলেন, "দেব! আপনি আমাদের কুলদেবতা। আমার পিতৃপুরুষগণ আপনার আরাধনাবলে যশঃ-সৌরভে বসুমতী বিমোহিত করিয়া পরিশেষে মোক্ষলাভ করিয়াছেন। এ দাসও আশৈশব কায়মনোবাক্যে বিশুদ্ধচিত্তে আপনার পূজা করিয়া আসিতেছে। আপনার অপার করুণাবলে কিঙ্কর হৃত-রাজ্য প্রাপ্ত হইয়াছে। বাহুবলে ভুবনবিজয়ী—তাহারও অঁক-লঙ্ক-কীর্ত্তিচন্দ্র শারদ-গগনে শোভমান। আপনি তাহাকে সকলি দিয়াছেন; কিন্তু দেব! এ দুর্নাম কি দূর হবে? ভগবন্! শত্রুদিগের এই কঠোর বাক্য আর তাহার সহ্য হয় না; প্রসন্ন হইয়া দাসের এ কলঙ্ক প্রক্ষালন করুন। পিতঃ! আর কত কাল সে জাতিভ্রষ্ট হইয়া বনে বনে রোদন করিবে?" বলিতে বলিতে মানসিংহের বিস্ফারিত নয়নযুগল হইতে বারিধারা বিগলিত হইতে লাগিল। তিনি ক্ষণকাল নীরবে দণ্ডায়-মান থাকিয়া বলিলেন, "দেব! আজি কিঙ্করের প্রতি কিজন্য বিমুখ? আজ্ঞা করুন, সে এখনি শাণিত কৃপাণের আঘাতে বক্ষঃ বিদীর্ণ করিয়া, বীর-শোণিতের খরোষ্ণ ধারায় আপনার পদার-বিন্দ প্রক্ষালন করিবে; বলুন, স্বহস্তে স্বীয় মুণ্ড ছেদন করিয়া আপনার পাদপদ্মে অর্পণ করিতেও প্রস্তুত আছে। ভক্তবৎসল! ভক্তের প্রতি প্রসন্ন হউন; যাহাতে আমি এ সঙ্কটসঙ্কুল দুস্তর

আশা-সমুদ্র নির্ব্বিঘ্নে উত্তীর্ণ হইতে পারি, কৃপাবলোকন করিয়া আমাকে সেই শক্তি, সেই বুদ্ধি প্রদান করুন।”

মহারাজ এইরূপে অনেকক্ষণ ভগবান্‌ ভবানীপতির আরাধনা করিয়া পুনর্ব্বার নয়ন মুদিয়া ধ্যানে নিমগ্ন হইলেন। প্রায় অর্দ্ধ ঘণ্টা এই ভাবে অবস্থিত আছেন,এমন সময়ে “মানসিংহ!” এই কথা তাঁহার কর্ণকুহরে প্রবেশিল। সভয়ে মানসিংহ নয়ন উন্মীলন করিলেন। দেখিলেন, ভীমাকৃতি রক্তবস্ত্রপরিধৃতা বর্ম্ম-চর্ম্মঅসিধারিণী নৃমুণ্ডমালিনী এক রমণী সম্মুখে দণ্ডায়মানা। ভীমার দুই কস দিয়া রুধিরধারা নির্গত হইতেছে; চক্ষে এক প্রকার অভিনব ভয়ঙ্কর নীললোহিত ছটা ফুটিয়া পড়িতেছে; সূর্য্যকিরণবিভূষিত রক্তপদ্মের ন্যায় গণ্ডদেশে অগ্নিময় আভা জ্বলিতেছে; সুনিবিড় কেশকলাপ পৃষ্ঠদেশে ঝুলিতেছে। অকস্মাৎ সম্মুখে এই ভীমা মূর্ত্তি দেখিয়া মানসিংহ স্তম্ভিত হইয়া রহিলেন।

“মানসিংহ!” দেবী তাঁহাকে বিচলিতচিত্ত দেখিয়া গম্ভীর-ভাবে কহিলেন, “মানসিংহ! কিজন্য ভীত হইতেছ? তোমার আরাধনা-বলে আজ আমি এখানে উপস্থিত। ভূতভাবন ভগ-বান রুদ্রদেব সম্প্রতি যোগাচলশৃঙ্গে মহাতপে নিমগ্ন। তুমি ত তুমি, সহস্র বৎসর ধরিয়া দেবতাগণ আরাধনা করিলেও এক্ষণে সে যোগ ভাঙ্গিবে না। অকালে কিজন্য তাঁহার আরাধনা করিতেছ? জান না, এ বিশ্বসংসার তাহা হইলে প্রলয়-সলিলে নিমগ্ন হইবে? তুমি আমার মহাদেবের পরম ভক্ত— যোগেশ্বর তোমার প্রতি প্রসন্ন;—সুতরাং তোমার কাতর চীৎকার আমার হৃদয়ে আঘাত করিল। মানসিংহ! তোমার ভয় কি?

উদ্যমশীলতা, অধ্যবসায় ও চেষ্টা, এই তিনটি বীজমন্ত্র; একমনে এই মন্ত্রত্রয়ের সাধন কর, অবশ্য সিদ্ধ হইবে। সুযোগ পরিত্যাগ করিও না। অতঃপর তোমার ভাগ্যপটে যে কয়টী সামান্য অমঙ্গল-লক্ষণ আছে, কোন বিজ্ঞ আচার্য্য দ্বারা তাহা খণ্ডন করিয়া লইবে।”

দেবী নীরব হইলেন। এখনকার বঙ্গীয় যুবক ইংরাজী পড়িয়াছেন, দেবদেবীর অস্তিত্বে তাঁহার বিশ্বাস নাই। কিন্তু মানসিংহ প্রাচীনকালের লোক; প্রকৃত হিন্দু; দেবদেবীতে তাঁহার প্রগাঢ় বিশ্বাস। সাধনপ্রভাবে ইষ্টদেবের সাক্ষাৎ পাওয়া যায়, ইহা তিনি অসম্ভব বোধ করিতেন না। আজ ভগবতী ভবানী সশরীরে তাঁহার সম্মুখে;—পাঠক! ভাবিয়া দেখ, মানসিংহের হৃদয়কন্দর কি অভিনব আনন্দরসে উচ্ছলিত হইল! মানসিংহ গলবস্ত্রে সাষ্টাঙ্গে তাঁহাকে প্রণাম করিয়া উঠিয়া দেখিলেন, দেবমন্দির শূন্য! সম্মুখে কেবল শ্বেতপ্রস্তর-খোদিত মহাদেবের প্রতিমূর্ত্তি! ভয়ে বিস্ময়ে তাঁহার অন্তঃকরণ কাঁপিয়া উঠিল।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

চিন্তা।

অপার চিন্তা-সাগরে আজ মানসিংহ সন্তরণ করিতেছেন। ত্রিযামা যামিনী তাঁহার পঞ্চযামা বোধ হইতে লাগিল। নিদ্রার সঙ্গে নয়নযুগলের ক্ষণকালের জন্যও একবার সাক্ষাৎ হইল না। মানসিংহ স্থির করিলেন, এখন তিনি নিশ্চয় দিল্লীর সম্রাট্।

ক্রমে শর্ব্বরী প্রভাত হইয়া আসিল। তাঁহার শয়নকক্ষের পার্শ্বস্থিত কুঞ্জকাননে বিহঙ্গগণ কূজনস্বরে কলরব আরম্ভ করিল। গবাক্ষদ্বারে দৃষ্টি নিক্ষেপিয়া, দেখিলেন, সুধাময়ী ঊষাদেবী তাঁহার পানে চাহিয়া মৃদু মৃদু হাসিতেছেন; তাঁহার সর্ব্বাঙ্গে হিরণ্ময় লাবণ্যরাশি ঝরিয়া পড়িতেছে। প্রদোষকালীন সুশীতল সুগন্ধ গন্ধবহ গন্ধামোদে বসুমতী আনন্দিত করিয়া মন্দ মন্দ ভাবে সঞ্চারিত হইতেছে। শ্যামল বিটপিশ্রেণীর শাখা প্রশাখা, নব কিসলয়রাজি, ললিত পুষ্প ও বন-লতিকাগুলি মৃদু মৃদু আন্দোলিত হইয়া নৃত্য করিতেছে; প্রস্ফুটিত অভিনব কুসুম সকল হেলিতেছে, দুলিতেছে ও হাসিতেছে;—প্রতি পদে পবিত্র পিযূষধারা বিগলিত হইতেছে। বিশ্ব জাগরিত; জীবজন্তুগণ নবজীবনে সঞ্জীবিত; বিভাবরী অবসান—নব দিবস সমাগত; উচ্চরবে সকলে আনন্দে সেই সচ্চিদানন্দ পরম ব্রহ্মের গুণগান আরম্ভ করিল।

শয্যা হইতে উঠিয়া হস্তমুখাদি প্রক্ষালন ও প্রাতঃক্রিয়াদি সম্পন্ন করিয়া মহারাজ মানসিংহ একাগ্রচিত্তে শ্যামা পূজা আরম্ভ করিলেন। মঙ্গলবাদ্যের মধুর গম্ভীর নিনাদ দিঙ্‌মণ্ডল পুলকিত করিল। ধূপ ধুনা প্রভৃতি গন্ধদ্রব্যের সুগন্ধে পুরী পরিপূরিত হইল। শত শত ছাগ, মেষ ও মহিষাদি বলি হইল। হোমের নিবিড় স্তূপাকার ধূমপুঞ্জ এবং পুরোহিতের উচ্চ বেদোচ্চারণ গগন স্পর্শ করিতে লাগিল। সমগ্র অম্বর নগর নীরব ও গম্ভীর ভাব ধারণ করিল।

পূজা সাঙ্গ হইলে দিল্লীপতির দিগ্বিজয়ী সেনাপতি স্বীয় নিভৃত মন্ত্রণাগৃহে পর্য্যঙ্কোপরি উপবেশন করিলেন। প্রকোষ্ঠটী সুচারু-

রূপে সজ্জিত। প্রাচীরের গায় বিবিধ মনোহর চিত্রপট বিলম্বিত; অপূর্ব্ব কারুকার্য্য-বিভূষিত বহুমূল্য মখমলে গৃহতল মণ্ডিত। মধ্যস্থলে একখানি বৃহৎ দর্পণ; তাহার সম্মুখে দাঁড়াইলে মস্তক হইতে চরণ পর্য্যন্ত শরীর দেখা যায়। এই মুকুরের ঠিক সম্মুখে শ্বেতপ্রস্তরনির্ম্মিত একখানি বৃহৎ টেবিল; তাহার উপর লিখিবার দ্রব্যসামগ্রী ও কতকগুলি পুস্তক সজ্জিত। মানসিংহ একবার এ পুস্তকখানি একবার ও পুস্তকখানি, আবার এ কাগজ-খানি, কখন ও কাগজখানি নাড়িতে লাগিলেন; পড়িতে লাগি-লেন বলা যায় না, যেহেতু তাঁহার চক্ষুর্দ্বয় তৎকালে সেই মুকু-রের উপর পতিত হইয়াছিল। হস্তে পুস্তক রহিয়াছে বটে, কিন্তু তিনি আপনার মুখমণ্ডলের গাম্ভীর্য্য দৃষ্টি করিতেছিলেন—ভাবিতেছিলেন, এই আমি ভাবী দিল্লীশ্বর!

তাঁহার দক্ষিণ পার্শ্বে অথচ কিছু দূরে একটী যুবতী বসিয়া মখমলের উপর কুঞ্জকাননের চিত্র তুলিতেছিল। মানসিংহ বিরজার পানে চাহিয়া ইঙ্গিতে নিকটে ডাকিলেন। বিরজা তাঁহার পার্শ্বে আসিয়া দাঁড়াইল। মানসিংহ তাহার হস্তে এক খানি পত্র দিয়া আবার সেইরূপ ইসারায় বুঝাইয়া দিলেন কাহাকে দিতে হইবে। বিরজা উজ্জ্বল শ্যামাঙ্গী; চক্ষু দুটী উজ্জ্বল, দীর্ঘ ও অতি সুন্দর; অধরের গঠন মনোহর; মস্তকের কৃষ্ণ কেশকলাপ অল্প অল্প কুঞ্চিত; বাহুযুগল সুগোল ও সুচারু। হৃদয়ের গঠন যার-পর-নাই রমণীয়; বয়স প্রায় পঞ্চদশ বর্ষ; নব-মুকুলিত পয়োধরযুগল তাহা অলঙ্কৃত করিয়া রাখিয়াছে। শ্যামবর্ণা হইলে কি হয়,—বিরজা একটী পরমা সুন্দরী রমণী। কালতে যে কত মধুরতা—কালতে যে হৃদয় কত আলো করে,

প্রেমিক ভিন্ন অন্যে তাহা অনুভব করিতে পারে না। কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে বিরজা বাক্‌শক্তিহীনা। তবে সে বড় চতুরা ও বুদ্ধিমতী—তাই মানসিংহ ও দেবসিংহের বিশ্বাসী দূতী। বিরজা চলিয়া গেল। মানসিংহ সিস্ দিতেছেন ও পদচারণ করিতেছেন, বঙ্কুলাল গৃহমধ্যে প্রবেশিল।

"বঙ্কুলাল!" মহারাজ তাহাকে দেখিয়া কহিলেন, "অদৃষ্ট আমার প্রতি প্রসন্ন। আর আমার কোন ভয় নাই। গত যামিনীতে শিবপূজা সমাধা হইলে দৈববাণীচ্ছলে ভগবান্ ভবানীপতি বলিলেন, 'বৎস! মানসিংহ! তোর কিছুমাত্র ভয় নাই শীঘ্র মনোরথ পূর্ণ হইবে।' এখন হেমলতাকে আর কিছু দিন ভুলাইয়া রাখিতে পারিলেই হল। এই পত্রখানি তাহাকে দিও; বলিও, আমি ত্বরায় প্রকাশ্যে তাহাকে আমার ভবনে লইয়া আসিব। কমলাদেবী সম্পূর্ণরূপে আমার করায়ত্ত হইয়াছেন। এক্ষণে সেলিম ও মহব্বতের পতন হইলেই নিশ্চিন্ত হই।"

বঙ্কুলাল উত্তর করিল, "আমি কল্যই সুবর্ণগ্রামে যাইব; তবে আপনিও ইহার মধ্যে একবার সেখানে যাইবেন। আপনাকে দেখিলে মহারাণী আবার কিছু দিন স্থির থাকিবেন, সন্দেহ নাই।"

মান। সে কথা সত্য; ভাল, তুমি সদাশিবের কাছে গিয়াছিলে?

বঙ্কু। তিনি আজ সন্ধ্যাকালে এখানে আসিবেন। তাঁহার গণনা একপ্রকার শেষ হইয়াছে।

মান। তুমি তবে এক্ষণে সুবর্ণগ্রামে যাইবার উদ্‌যোগ

কর। কল্য প্রাতেই প্রস্থান করিবে; বলিও, আমিও তথায় শীঘ্র যাইব।

বঙ্কুলাল চলিয়া গেল। মহারাজ পুনর্ব্বার চিন্তাসাগরে অঙ্গ ঢালিয়া দিলেন। দৃষ্টি গবাক্ষদ্বারে পড়িল; দেখিলেন, সহস্রাংশু দিনমণি মস্তকের উপর থাকিয়া অগ্নিময় ময়ূখমালা বিকীর্ণ করিয়া দিঙ মণ্ডল উত্তাপিত করিতেছেন। মানসিংহ অস্ফুটস্বরে কহিতে লাগিলেন, "সূর্য্যদেব! এ দাস কোন্ বংশোদ্ভব, বোধ হয় আপনি বিস্মৃত হন নাই। কোন্ অংশে বা সেই বংশের উৎপত্তি, তাহাও বোধ হয় স্মরণ আছে। অংশুমালিন্! আপনি হিরণ্ময় অংশুমালা দ্বারা অন্ধকারময় বসুমতী অলঙ্কৃত করেন। আপনি এই জড়জগতের জীবনস্বরূপ। ভগবন্! এ দাসের কি এমন পুণ্য আছে, আপনি তাহার অন্ধকারময় হৃদয় মন্দিরকে অপূর্ব্ব আলোকে আলোকিত করিবেন?—অথবা এ মিনতি কিজন্য? সূর্য্যবংশের অবমাননায় সূর্য্যের কি গৌরব বৃদ্ধি হইবে?"

মহারাজ এইরূপ চিন্তানিমগ্ন আছেন, তাঁহার বোধ হইল, সুচঞ্চল বিদ্যুৎরেখার ন্যায় এক মনোহর জ্যোতিঃ সূর্য্যমণ্ডল হইতে নিঃসৃত হইয়া অতি দ্রুতগমনে তাঁহার অভিমুখে আসিতেছে। তিনি, সূর্য্যদেব তাঁহার প্রতি প্রসন্ন জানিয়া, বিস্ময়স্তিমিতনেত্রে বিকসিতহৃদয়ে সেই জ্যোতির্ম্মণ্ডলের পানে চাহিয়া আছেন; দেখিতে দেখিতে অপূর্ব্ব প্রজ্বলিত অথচ সুস্নিগ্ধ লাবণ্যশিখা অভিনব পারিজাতমালার ন্যায় তাঁহার কণ্ঠ, কপোল, ও মস্তকের মণিময় মুকুটে বিজড়িত হইয়া সমস্ত গৃহ সুশোভিত করিল। মানসিংহ ইহা শুভলক্ষণ কল্পনা

করিয়া দাসদাসীদিগকে পূজার আয়োজন করিতে অনুমতি করিলেন। পূজার আয়োজন হইলে পুনর্ব্বার অবগাহনপূর্ব্বক স্নান করিয়া বিশুদ্ধান্তঃকরণে সূর্য্যার্চ্চনায় বসিলেন। রক্তজবার রক্তময় বর্ণে পূজাগৃহে সূর্য্যদেব সহস্রমূর্ত্তিতে অবতীর্ণ হইলেন।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ।

দৈবজ্ঞ—গণনা।

দিনমণি অংশুমালী অদৃশ্য হইয়াছেন। কিন্তু অত্যুচ্চ গিরি ও পাদপশিখরে এখনো সুস্নিগ্ধ কিরণমালা মণিমুকুটের ন্যায় শোভা পাইতেছে। সন্ধ্যা আগতপ্রায়; গোধূলি গোধূলিতে আবরিত হইয়া অতি শান্তভাবে তাঁহার আগমনবার্ত্তা বসুমতীকে জানাইবার জন্য উপস্থিত। প্রকৃতির রাজ্যে আজ রাজবিপ্লব। যাহারা নিত্য নূতন চায়, তাহারা আমোদে আটখানা হইয়া হাসিতেছে—নাচিতেছে। জ্ঞানিগণ বিপ্লবের পরিণাম-ফল অনুভব করিয়া বিষণ্ণচিত্ত। গ্রহে গ্রহে আজ গৃহবিবাদ। কালে কুমুদিনীকান্তই দুর্দ্দান্ত হইয়া উঠিলেন—তাঁহারই জয়লাভ হইল। দিনমণির মঙ্গলাকাঙ্ক্ষিগণ শোকে বিহ্বল। শিশিরচ্ছলে বসুমতী কাঁদিয়া আকুল। কিন্তু তিনি সকলেরই দাসী,—নূতন রাজার অভ্যর্থনা করাও চাই; সুতরাং প্রিয়-সহচরী প্রকৃতিকে নবভূপতির সমাদরজন্য আয়োজন করিতে বলিলেন। মনে কিন্তু সুখ নাই; আপনি তিমিরমণ্ডলে মুখমণ্ডল অবগুণ্ঠিত করিয়া বিষাদিনী-বেশে সূর্য্যদেবের রূপ ধ্যান করিতে লাগিলেন। সূর্য্যমুখী অধোমুখী হইল। আদ-

রিণী কমলিনী এইমাত্র আদরে গলিয়া ঢলিয়া পড়িতেছিলেন, মুখে হাসি ধরিতেছিল না; তাঁহার সে হাসি—সে আহ্লাদ্ ফুরাইল। ফুরাইল!—না, কমলিনী ত বঙ্গবিধবা নহে? সে ত প্রভাতে পুনর্ব্বার প্রাণপতিকে পাইয়া গৌরবে নাচিতে থাকিবে?

সূর্য্যদেবের প্রচণ্ড প্রভাবে এতক্ষণ যাহারা নয়নগোচর হইতেছিল না, সময় পাইয়া তাহারাও ক্রমে ক্রমে দেখা দিতে লাগিল। সময় মন্দ হইলে বস্তুতঃ চতুর্দ্দিক হইতে শত্রুদল নাচিয়া উঠে।

প্রকৃতিরাজ্যের এই বিপ্লব দেখিয়া কত লোকের মনে কত প্রকার ভাবের আবির্ভাব হইতেছে। কেহ পরসম্পত্তি অপহরণ, কেহ পরস্ত্রীহরণ, কেহ শত্রুর প্রাণসংহার, প্রণয়িপ্রণয়িনীর সমাগম, আবার কেহ বা গভীর গহনে নির্জ্জন নির্ম্মল পর্ণকুটীরে বসিয়া জগতের মঙ্গল কল্পনা করিতেছেন। প্রকৃতির যখন এই বিচিত্র ভাব, সেই সময়ে মহারাজ মানসিংহের আবাস-ভবনের সন্নিকটস্থ একটী উদ্যানে দুইটী লোক ভ্রমণ করিতেছিলেন; একটী যুবা, অপরটী বৃদ্ধ।

"এ কথা কি আর বলিয়া দিতে হবে?" বৃদ্ধ তাঁহার সঙ্গীর পানে চাহিয়া ঈষৎ হাসিয়া বলিলেন, "হরিবোল! হরিবোল! আমার নিকট কোন বিদ্যাই ছাপা নাই। ভায়া!—

আমি বাসর-ঘরে নবীন যুবা রসিক শিরোমণি।
রসরঙ্গে ফুটাই কত কুল-কমলিনী॥
ব্রজপুরে কৃষ্ণ আমি গোধন চরাই।
নয়ন-বাণে বাঁশীর গানে গোপিনী মজাই॥

ভস্ম মেখে অঙ্গ ঢেকে ভ্রমি পাগল প্রায়।
কভু প্রভু হরিভক্ত হরিনাম গায়॥
ঘরে ঘরে ফিরি কভু হয়ে গণৎকার।
বন্ধ্যার সন্তান দিই পতি বিধবার॥
কত ফন্দী জানি, রে ভাই, কত ফন্দী জানি।
বহুরূপে ফিরি ধরা বহুরূপী মানি॥"

"বাহবা সদাশিব ঠাকুর!" যুবা হাসিতে হাসিতে বলিল, "তুমি কেবল গণৎকার নও, এক জন সুকবিও দেখ্‌চি! কিন্তু বাবা! দেখ, যেন ভেঙ্গে ফেল না। আমি সমস্ত আয়োজন করে রেখে এসেছি, তুমি কেবল উল্‌য়ে নেবে।"

সদাশিব ঠাকুরের বয়ঃক্রম ৫০।৫৫ বৎসর। বেশ্ সুপুরুষ। মস্তকে একগাছিও কৃষ্ণবর্ণ কেশ নাই। গঠন গোলগাল—দোহারা; প্রকাণ্ড ভুঁড়ি; বর্ণটী টুকটুকে; চক্ষু দুটী দীর্ঘ, ভাসা ভাসা—উজ্জ্বল। চুলগুলি সব পাকিয়াছে, কিন্তু একটীও দাঁত পড়ে নাই। সদাশিব ঠাকুরকে দেখিলে গণেশ দাদাকে মনে পড়ে; তবে তাঁহার মস্তকটী ঐরাবতের ন্যায় নয় এবং বাহনটীও মূষিক নহে। শাদা ধফ্‌ধফে পৈতার গোছা স্কন্ধের উপর দিয়া ভুঁড়ির উপর পড়িয়াছে; মস্তকে সুদীর্ঘ শিখা। ইনি ভারী হরি-ভক্ত, সর্ব্বাঙ্গে হরিনামের ছাপ, কণ্ঠে তুলসীমালা, নাসিকায় দীর্ঘ তিলক, তসর কাপড় নাভির নীচে দিয়ে পরা, গায় নামা-বলী। হস্তে একটী ঝুলি, এবং তাহার ভিতর হরিনামের মালা অনবরত চক্রের ন্যায় ঘূরিতেছে। প্রভুর বদনে সর্ব্বদা হরিনাম লাগিয়া আছে।

"হা! হা! হা! হরিবোল! হরিবোল! বন্ধু!" সদাশিব

উচ্চানন্দে হাসিয়া কহিলেন, "তুমি কি পাগল হয়েছ? এই যে জালখানি পাতিয়াছি—হরিবোল!—এতে কি শিকার ফস্কাইবার যো আছে? কাল রাত্রে কেমন কালী সেজেছিলাম?"

"তাতে তোমার খুব বাহাদুরী ছিল সন্দেহ নাই। ভাল কথা—" যুবা উত্তর করিল, "মহারাজ তাহা সত্য মনে করেছেন! আজ প্রাতঃকালে শ্যামাপূজার ধূম কি? কিন্তু তিনি আবার চোরের উপর বাটপাড়ি করিবার ইচ্ছায় প্রকৃত ঘটনা গোপন করিয়া কল্পিত-বাক্যে আমাকে উৎসাহান্বিত করিতে বিশেষ প্রয়াস পাইয়াছেন। যাহা হউক, তুমি যাও, আর বিলম্ব করিও না; কিন্তু সাবধান, তিনি কাঁচা ছেলে নন।"

মহারাজ মানসিংহ নিজ কক্ষে উপবিষ্ট আছেন। সম্মুখে সুবর্ণ-দীপদানে দীপ জ্বলিতেছে। সদাশিব ঠাকুর নির্ভয়ে গম্ভীর-পদ-বিক্ষেপে সেই গৃহে প্রবেশিলেন। মহারাজ সমাদরে তাঁহারি অভ্যর্থনা করিয়া বসিতে বলিয়া, "আপনার এত বিলম্ব হইল কেন?" জিজ্ঞাসিলেন।

"সন্ধ্যাকালে একটী নির্দ্দিষ্ট গ্রহের কিরূপ সংযোগ হয়, এবং আমার গণনার সঙ্গে তাহা কিরূপ মিলে, প্রত্যক্ষ পরীক্ষা দ্বারা সেইটী জানিবার প্রয়োজন ছিল। হরিবোল! হরিবোল!—আপনি ভাগ্যবান পুরুষ, সমস্ত গ্রহগুলিরই শুভস্থানে সংযোগ। এই দেখুন—" বলিয়া, সদাশিব ঠাকুর একটী দপ্তর হইতে একখানি হরিদ্রাবর্ণের সুদীর্ঘ কাগজ বাহির করিলেন। "এই দেখুন, হেথায় শনির ঘরে দশা উপস্থিত; শুভগ্রহ মঙ্গল কিরূপ আধিপত্য বিস্তার করিয়াছে! রবির সঙ্গে রাহুর সংযোগ হইলে সর্ব্বত্রই মনোরথ সিদ্ধ হয়, আয়ুঃ বৃদ্ধি হয়, যশঃ এবং ধন

সঞ্চয় হয়। দেখুন, এ স্থলে কিরূপ আশ্চর্য্য ভাবে এই শুভগ্রহ দুইটী আপনার ভাগ্যপটের শুভস্থানে শুভলগ্নে পরস্পরে সংলগ্ন হইয়াছে। চন্দ্র মধ্যে এবং রোহিণী উর্দ্ধে থাকিলে সাম্রাজ্যের অধিপতি এবং রাজাধিরাজচক্রবর্ত্তী হয়। মহারাজ! এই দেখুন, পূর্ব্ব হইতে চন্দ্র ঢলিয়া পড়িতেছেন, এ দিকে পশ্চিম হইতে রোহিণী হাসিতে হাসিতে হৃদয়বল্লভকে হৃদয়পদ্মে ধারণ করিতেছেন। মহারাজ!—"

তাঁহার বাক্য শেষ না হইতেই মানসিংহ কহিলেন,"এ সকল সত্য, স্বীকার করিলাম। কিন্তু জিজ্ঞাসা করি, আপনি কি নিশ্চয়-রূপে বলিতে পারেন, এই সকল শুভগ্রহের শুভস্থানে স্থিতি হইলে মঙ্গল বই অমঙ্গল ঘটিবে না?"

"অমঙ্গল ঘটিবার কিছু মাত্র সম্ভাবনা নাই।" তৎক্ষণাৎ সদা-শিব ঠাকুর নির্ভয়ে উত্তর করিলেন, "হরিবোল! হরিবোল!—তবে আপনি এ প্রশ্ন করিতে পারেন, যেহেতু জ্যোতিষশাস্ত্রে আপনার দৃষ্টি নাই। মহারাজ! ঈশ্বর একটী আনুমানিক বিন্দু; সেই নিরাকার বিন্দুর উপর এক অপূর্ব্ব নিয়মে বদ্ধ হইয়া এই বিশ্বসংসার স্থাপিত আছে; সেই নিয়মের বিন্দুমাত্র ব্যতিক্রম ঘটিলে জগন্মণ্ডল কি প্রলয়-পয়োধিজলে নিমগ্ন হইবে না? হরিবোল! হরিবোল!—পাঁচে পাঁচে যোগ করিলে দশ হয়, আর কিছুই হয় না। সেইরূপ একটী নির্দ্দিষ্ট গ্রহ একটী নির্দ্দিষ্ট গ্রহের সঙ্গে মিলিত বা নির্দ্দিষ্ট স্থানে সংলগ্ন হইলে, একটী নির্দ্দিষ্ট ফল উৎপন্ন হইবে, কোন মতে তাহার অন্যথা হইবে না। তবে অর্থের লোভে দৈবজ্ঞ উপাধিধারী প্রবঞ্চকগণ মিথ্যাকে সত্য বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়া থাকে; তাহাদের দৌরা-

ন্যেই জ্যোতিষশাস্ত্রের উপর লোকের সম্প্রতি কিছু অবিশ্বাস জন্মিয়াছে ; আমার যেন সেরূপ মতি না হয়।”

মহারাজ মানসিংহ একটু অপ্রতিভ হইয়া কহিলেন, “আমি আপনাকে অবিশ্বাস করিতেছি না ; তবে সন্দেহ-ভঞ্জনার্থ আব-শ্যকমত আপনাকে দুই একটী প্রশ্ন করিব।”

দৈবজ্ঞ উত্তর করিলেন,“আপনার কি কি প্রশ্ন আছে, বলুন ? যথাসাধ্য সন্দেহ ভঞ্জন করিব।—বাবাধন ! এ বড় শক্ত ঘানি !”

মান।—সমস্ত লক্ষণগুলিই কি আমার সাপক্ষ ?

সদা। তা নয়; কিন্তু দুর্গতিনাশিনী দুর্গা যাঁহার প্রতি সদয়া, দুই একটী ক্ষুদ্র তারা বিপক্ষ হইলে তাঁহার অশিব ঘট-নার সম্ভাবনা কি ? মহারাজ !—

অর্ঘ্য দিয়া মানস-ঘটে।
খড়ি পাতি হৃদয়-পটে ॥
একে একে অঙ্ক রেখে।
সাধন-মন্ত্রে গগন ঢেকে ॥
রাহু কেতু শনি রবি।
তারাই তুলে দিবে ছবি ॥
কোন্ ঘরে কার মিলন হয়।
ভাগ্যপটের কোথায় রয় ॥
বিধি বসে নিগূঢ় ধামে।
কি লিখিলা কাহার নামে ॥
কার কপালে কলম টানা।
আপ্নি সব জাবে জানা ॥

অতএব মহারাজ! আমাদের এ বিদ্যার কাছে কিছুই ছাপা থাকে না।

মহারাজ তীব্রদৃষ্টিতে একবার দৈবজ্ঞের পানে চাহিলেন; ভাবিলেন, "এ কি প্রতারক? কিংবা তাই বা কিরূপে সম্ভব? এ ত সংসারত্যাগী সন্ন্যাসী। ইহাকে দেখিলে হৃদয় ভক্তিরসে অভিষিক্ত হয়। কালী আমার প্রতি প্রসন্ন, এ কিরূপে জানিল? এ প্রতারক নহে।" এইরূপ চিন্তা করিয়া মানসিংহ আর একবার সদাশিবের উপর একটী জলন্ত কটাক্ষ নিক্ষেপ করিলেন। তাহাতে দৈবজ্ঞের হৃদয় যদিও ঈষৎ টলিল, কিন্তু মুখমণ্ডলের গম্ভীর উদার ভাবের কিছুমাত্র বৈলক্ষণ্য ঘটিল না। মহারাজ একটু গম্ভীরস্বরে কহিলেন,

"আমি কে, আপনি জানেন?"

"আপনি ভাবী দিল্লীশ্বর।" সদাশিব নির্ভয়ে অবিচলিতচিত্তে উত্তর করিলেন, "হরিবোল! হরিবোল! আপনি আমাকে এখনো সন্দেহ করিতেছেন? হরিবোল! হরিবোল!—"

"আপনি এখন হরিবোল রাখুন।" মহারাজ কহিলেন, "আমি যাহা জিজ্ঞাসা করিব, নির্ভয়চিত্তে সত্য করিয়া আমাকে বলিবেন। যদ্যপি মিথ্যা বলেন, আপনার এই শুভ্রকেশ মানসিংহকে ভুলাইতে পারিবে না। আমি কি দিল্লীশ্বর হইব?

সদাশিব ঠাকুর একটু নীরব থাকিয়া কহিলেন, "আপনি নিশ্চয়ই দিল্লীশ্বর হইবেন। জ্যোতিষশাস্ত্রের এক স্থানে আছে—

আদি অন্তে তারা রয়।
রোহিণী তার মধ্যে নয়॥

রাহু কেতু শনৈশ্চর।
দূরে থাকি করে কর ॥
বিষ্ণুচক্র জ্যোতিষ্মান।
মধ্যে মঘা ঘূর্ণমান ॥
সঙ্গে রবি শশী রয়।
সার্ব্বভৌম সে জন হয় ॥
যোগাসনে থাকেন হর।
সেই ভুবনে ভাগ্যধর ॥

মহারাজ! প্রত্যক্ষ দৃষ্টি করুন। এই দেখুন বিষ্ণুচক্র; তাহার চতুর্দ্দিকে তারামণ্ডল; ঐ সুদূর বিমানে রাহু, কেতু এবং শনি অবস্থিত; মধ্যে মঘা ঘূর্ণিত হইতেছে; সঙ্গে রবি শশী বিরাজমান। এ দিকে এই দেখুন যোগাচল—যোগিরাজ ব্যোমকেশ মহাযোগে নিমগ্ন;—কৈলাসে থাকিয়া কালী আপনাকে অভয় প্রদান করিতেছেন,—মহারাজ! আপনি সম্বৎসর মধ্যে দিল্লীশ্বর হইবেন। এই আমার গণনা। মিথ্যা বিবেচনা করেন, দণ্ডাজ্ঞা হয়। তবে—

সদর দ্বারে কাটি পড়ে।
শনির শিরে টনক নড়ে ॥
গগনতলে বৃষের সেতু।
গজের স্কন্ধে চড়ে কেতু ॥
ভরণী ভোর ভাবের পটে।
অশিব তায় বরং ঘটে ॥

আপনার এই যে সামান্য মাত্র অমঙ্গলচিহ্ন, ভবানীর অনুগ্রহে তাহা খণ্ডন হইবে!"

ধূর্ত্তচূড়ামণি সদাশিব ঠাকুর এরূপ ভাবে এই সকল কথা বলিলেন যে, মানসিংহ তাহা কোনক্রমেই অসত্য বিবেচনা করিতে পারিলেন না। আহ্লাদিত হইয়া তাঁহাকে এক ছড়া মণিময় হার এবং এক তোড়া স্বর্ণমুদ্রা দিয়া বলিলেন, "আপনার পরিশ্রমের এই যৎকিঞ্চিৎ পুরস্কার গ্রহণ করুন, আশা সফল হইলে আপনাকে সন্তুষ্ট করিব।"

তৃতীয় খণ্ড।

প্রথম পরিচ্ছেদ।

কমলাদেবী।

এক দিন প্রাতঃকালে সমস্ত আগ্রানগর আন্দোলিত। যমুনাকূলে এক নবীনা ভৈরবী আসিয়াছে। ভৈরবীর বয়স চতুর্দ্দশ বৎসর। একটী ভৈরবী আসিয়াছে, তাহাতে আগ্রা সহরে হুলস্থূল কেন? ভৈরবীর সৌন্দর্য্য লইয়া। ভৈরবী বালিকা কি পূর্ণযৌবনা,—ভৈরবী মানবী, কি দেবী,—ভৈরবীর এত অসামান্ত সৌন্দর্য্যরাশি,—সেই সৌন্দর্য্যের এত স্বর্গীয় লাবণ্য,—দেহের গঠনের এরূপ মনোহর সৌষ্ঠব,—কেহই স্থির করিতে পারিল না। তেমন রূপ কেহ কখন দেখে নাই। রূপে যমুনা-কূল আলো করিয়া বসিয়া আছে। ভৈরবী কে? কোথা হইতে আসিল, কেহই জানে না। ভৈরবী কাহারো সহিত কথা কহে না—গম্ভীরভাবে মুদ্রিতনয়নে এক অশ্বত্থ-বৃক্ষমূলে উপবিষ্টা। সকলেই বিস্মিত, মোহিত ও চমৎকৃত হইতে লাগিল। চতুর্দ্দিক হইতে নিত্য অসংখ্য লোকের সমাগম।

আকবরের কর্ণে এ সংবাদ পৌঁছিল। তখন তাঁহার বয়স ৪৪ বৎসর। ভৈরবী দেখিতে সম্রাটের মহাকৌতূহল জন্মিল। দেখিতে আসিলেন। বিশ্ব বিচলিত; আকবরও মনুষ্য, তাঁহারও মনে বিচলিত হইবে, অসম্ভব নহে। আকবর উন্মত্ত হইয়া উঠিলেন। কথা কহিলেন ভৈরবী কথা কহিল

না; কিন্তু তাঁহার বোধ হইল, ভৈরবী অধর ফুলাইয়া যেন ঈষৎ হাসিল। প্রাণ অস্থির হইয়া উঠিল।

পাছে ভৈরবীর উপর অত্যাচার হয়, এজন্য সম্রাট পাহারা নিযুক্ত করাইলেন। স্বয়ং অতি গোপনে অতি গভীর রজনীতে একাকী প্রত্যহ ভৈরবীর নিকট আসেন, ভৈরবীর হস্তে সাম্রাজ্য ধরিয়া দেন, কিন্তু ভৈরবী কথা কহে না। এইরূপে এক মাস গত হইল। আকবরের হৃদয়ানল যেন ক্রমশঃই জ্বলিতেছে। ভৈরবী কথা কহিল—হাসিল। সেই স্বর, সেই হাসি আগে বরং ভাল ছিল; এখন আকবর উন্মত্ত! চতুর্থ মাসে ভৈরবী দিল্লীর অধীশ্বরী—কমলাদেবী।

কমলাদেবী! ভৈরবীর পূর্ব্বনাম কি ছিল, কেহই জানে না। আকবরকে বিবাহ করিলেন—কোন্ শাস্ত্রমতে তাহা আমরা অবগত নহি; কিন্তু মুসলমান নাম গ্রহণে স্বীকৃত হইলেন না। ভৈরবী কমলাদেবী নামে দিল্লীশ্বরী হইলেন।

এই রূপসীর অপরূপ রূপরাশি, শশিমুখের মৃদু হাসি এবং স্বভাবের সুস্নিগ্ধতা সম্রাটকে এরূপ মুগ্ধ করে যে, তিনি রাজকার্য্য বিস্মৃত হইয়া সর্ব্বদা প্রণয়িনীয় প্রণয়-হ্রদে নিমগ্ন থাকিতেন। দেখিতে দেখিতে কমলাদেবীই সমগ্র মোগল-সাম্রাজ্যের অধীশ্বরী হইয়া উঠিলেন। তাঁহার ভ্রূভঙ্গীতে হিমাদ্রিও মস্তক অবনত করে। কমলাদেবীর বিষনয়নে পড়িয়া কত আমির, ওমরা ও উজীর বিবিধ প্রকারে লাঞ্ছিত হইতে লাগিল।

কমলাদেবীর যেরূপ অসামান্য রূপলাবণ্য, তাঁহার প্রকৃতির গাম্ভীর্য্য, চিত্তের স্বাধীনতা, প্রণয়ের গভীরতাও তদনুরূপ ছিল। এই প্রণয়-সাগর অতি গভীর, অতি প্রগাঢ় এবং অতি

বেগবান্। এই রমণী তরল নয়ন-কমলের চঞ্চল কটাক্ষে মোহিত করিয়া, যৌবন-সাগরের প্রবল তরঙ্গে দিল্লীশ্বরকে ভাসাইয়া রূপলাবণ্যের মধুর হিল্লোলে নাচাইতে লাগিলেন।

কমলাদেবী দিল্লীশ্বরী হইলেন সত্য, কিন্তু তিনি যুবতী, পরমা রূপসী, তাঁহার প্রণয়-পারাবারের পার নাই; প্রণয়-পিপাসার শান্তি হইবার সম্ভাবনা কই? পাঠক! ঐ দেখ, অন্তঃপুর-মধ্যস্থিত কক্ষে কমলাদেবী একাকিনী আপনার অলৌকিক সৌন্দর্য্যে বিভূষিত হইয়া গজদন্ত-নির্ম্মিত পর্য্যঙ্কে উপবিষ্ট। রূপের এমনি অদ্ভুত মহিমা, প্রকৃতির এরূপ আশ্চর্য্য গাম্ভীর্য্য, —কমলাদেবী একাকিনী, কিন্তু বোধ হইতেছে, পৃথিবীর সমস্ত রূপবতী রমণীগণে পরিবেষ্টিতা আছেন! মণিমুক্তা প্রভৃতি রত্নরাজি, সুচারু চিত্রপট এবং মহামূল্য বসন ভূষণ দ্বারা সেই গৃহটী সুসজ্জিত। সংক্ষেপতঃ যাহা কিছু সুন্দর, দুর্লভ, আশ্চর্য্য সামগ্রী আকবর পাইয়াছিলেন, সমস্তই প্রাণপ্রেয়সীর চিত্ত-বিনোদনার্থ তথায় রক্ষিত হইয়াছে। তৎকালে শিল্পকরগণ যা কিছু কৌশল জানিত, সমস্তই সেই গৃহ সাজাইতে প্রকাশ করিয়াছে। কিন্তু পাঠক! এই সকল রত্নরাজি কি তোমার চিত্তকে আকর্ষিত করিয়াছে?—না ঐ নবীনা কামিনীর কমনীয় কনক-কান্তি—বদনের মদালস্য-বিভঙ্গিমা দেখিয়া তুমি চিত্র-পটের ন্যায় দাঁড়াইয়া আছ? নয়নের পলক যে পড়ে না? বলি, হৃদয়স্পন্দন এত দ্রুত হইল কেন? উনি কে জান? উনি দিল্লীশ্বরী। একদৃষ্টে যে উহাঁর মুখ পানে চাহিয়া আছ, এ তোমার কেমন রীতি? অথবা চোখের দেখা দেখিবে, আমিই বা তাহাতে বিবাদী হই কেন? নয়ন সার্থক করিয়া লও।

কমলাদেবী এখন পূর্ণযৌবনা,—আজ তাঁহার বয়স বিংশতি বৎসর। বয়সের সঙ্গে সেই রূপের কি গাম্ভীর্য্য কি গাঢ়তা, গঠনের কি লাবণ্য কি সৌষ্ঠব জন্মিয়াছে! আজ যেন পূর্ণ-চাঁদখানির রূপের পসরা প্রসারিত করিয়া বসিয়া আছেন! আপনার রূপে আপনি গলিয়া গিয়া হাসিতেছেন! ঢলিয়া পড়িতেছেন! কে বলিবে, আজ কমলা সেই ভৈরবী? সম্মুখে স্থির হইয়া দাঁড়ায় কার সাধ্য? চতুর্দ্দিক নীরব; সেই নীরব গৃহে এই অপূর্ব্ব রূপের নীরব—উজ্জ্বল প্রতিমা! সৌদামিনী যেন স্থিরভাবে অবস্থিত! পাঠক! কেমন করিয়া আমি সেই সৌন্দর্য্য বর্ণন করিব? তোমাকে তাহার কণামাত্রের আভাস দিব? কমলার সৌন্দর্য্যে কেবল কমলা নয়, জগৎ অলঙ্কৃত হই-য়াছে। প্রেমে কমলা পাগলিনী! পাঠক! তুমিও যে লজ্জা শরমের মাথা খাইয়া, হাঁ করিয়া তাঁহার পানে একদৃষ্টে চাহিয়া থাকিবে—পাগল হইবে—বিচিত্র নয়।

কিন্তু রূপবর্ণনা না করিলে গ্রন্থে দোষস্পর্শ হইবে;—বিশে-ষতঃ গ্রন্থকলেবরও বাড়িবে না। বঙ্কিম তিলোত্তমার রূপবর্ণনায় ভারতের শিরোভক্ষণ করিয়াছেন;—আমি কার মাথা খাইব? না, তা আমি পারিব না। আমার না উদর তত বড়, না অগ্নির তত জোর; এক আধটা ছোট খাঁট নেড়া মাথা পেলে খাই,— চুল আমার পেটে হজম হয় না। শাদাসিধে দুটা কথা বলাই ভাল। পাঠক! কমলাদেবী যত বড়টী হইলে তোমার মনের মত হয়, তুমি সুখী হও, যেমনটীতে তোমার মন মজিয়া যায়, যেমনটী পাইলে আর তুমি দু দিন পরে নূতন চাও না,— তোমার সৌভাগ্যক্রমে, কমলা—কি আশ্চর্য্য!—ঠিক সেইরূপ

চিরযৌবনী,—নিত্য নূতন! তাঁহার শরীরের এত মধুরতা, এত কমনীয়তা, যে, তাহাতে দৃষ্টি পড়িলে, নয়ন তুলিয়া আনা যায় না; চিত্ত উন্মাদিত হইয়া উঠে। সেই সরস উরসদেশে কঠিন কুচযুগল। সেই পীনোন্নত পয়োধরদ্বয় শৈলশিখর, কমল-কোরক, তাল, বেল, দাড়িম্ব অথবা কবিকল্পিত অন্য কোন স্বর্ণময় পদার্থ নহে। সেই স্তনদ্বয়ের মধুর মাধুরীর উপমা নাই—তাহা এক অভূতপূর্ব্ব অভিনব সামগ্রী। বাহুযুগল সূক্ষ্ম কণ্টকা-কীর্ণ পদ্মের মৃণাল নয়—তাহা সুগোল, সুকোমল, মসৃণ ও অতি মনোহর। কণ্ঠদেশ কঠিন কম্বু নয়, তাহা শ্বেতোজ্জ্বল, সুললিত এবং অনুপম ভঙ্গিমাপ্রকাশক। নবপল্লবের ন্যায় অধরপল্লব আরক্তিম স্নিগ্ধ ছটাবিশিষ্ট। দন্তপাঁতি সিন্দূরে মার্জ্জিত মুক্তাফল বা দাড়িম্ব-বীজ নয়; অথবা তাহার কি অনির্ব্বচনীয় শোভা—যে ব্যক্তি না সে মুখের মধুর হাসি দেখিয়াছে, সে কখনও তাহা অনুভব করিতে পারিবে না। মুখমণ্ডল শরৎকালীন পূর্ণশশধরের ন্যায় গোল এবং কলঙ্কময় নয়, অথচ পরম সুন্দর, পরম রমণীয়। নাসিকা শ্রীকৃষ্ণের বংশীও নহে, অথবা তাহাকে তিলফুল বা পক্ষিবিশেষের চঞ্চুও বলা যায় না; কিন্তু সে নাসিকার ভাব ও গঠন দেখিলে ভাবুকের চিত্ত উচ্ছ্বলিত হইয়া উঠে। নয়নযুগল নীলপদ্মের ন্যায় গোলাকার, সফরীর ন্যায় শ্বেত বা অন্য কোন দ্রব্য নয়; তাহা নীলোজ্জ্বল, দীর্ঘ,অনুপম, চঞ্চল ও উন্মাদকারী গুণবিশিষ্ট। ললাট নিটোল, উজ্জ্বল ও অপূর্ব্ব ভাবব্যঞ্জক। ভ্রূযুগল কন্দর্পের শরাসন নহে,—অথচ তাহার ভঙ্গিমা দেখে কে? কেশগুচ্ছ নিবিড় দলিতাঞ্জনের ন্যায় কৃষ্ণবর্ণ, কুঞ্চিত ও তরঙ্গিত; কটি

কেশর্ন্যায় সূক্ষ্ম নহে, অথচ তাহার ভাব অতি চমৎকার। অধরবিম্বে প্রেমভরা হাসি লাগিয়া রহিয়াছে। ফলতঃ কমলা-দেবীর উপমা নাই—তিনি আপনিই আপনার উপমা। তবে তাঁহার রূপ জ্বলন্ত অগ্নিশিখার ন্যায়।

কমলাদেবী বামহস্তে কপোল বিন্যাস করিয়া অধোবদনে উপবিষ্ট আছেন। নয়নে দুই এক বিন্দু জল, হৃদয় ঘন ঘন স্পন্দিত হইতেছে। ওকি কমলাদেবি! তুমি কাঁদিতেছ? কমলা কাঁদিতেছে;—কমলা! কোন্ ব্যক্তি তাহা দেখিতে সক্ষম? কমলাদেবি! তুমি না ভারত সাম্রাজ্যের একাধিশ্বরী! এ অমঙ্গল-লক্ষণ কেন? কোন্ দুঃখে—কিসের অভাবে তোমার ঐ নয়ন-পঙ্কজে জলধারা?—বুঝেছি, বুঝেছি—তোমার কাঁদিবার কারণ আছে। অথবা এখন আর কাঁদিলে কি হইবে? প্রণয় আজ তোমাকে কাঁদাইয়াছে। কমলা! কাঁদ কাঁদ,—তোমার এ কাঁদ কাঁদ রূপ অতি রমণীয়!

কমলাদেবী এই ভাবে বসিয়া আছেন, একটী রমণী সেই গৃহে ধীরে ধীরে প্রবেশিলেন। কমলাদেবী তাঁহাকে দেখিয়া আহ্লাদে উঠিয়া তাঁহার হস্ত ধরিয়া পার্শ্বে বসাইয়া কহিলেন, "এতক্ষণে কি অধীনীকে মনে পড়েছে? কমলা আপনার জন্য পাগলিনী, মহারাজ! তাহার প্রতি এত নিদয় কেন? যবনী ভাবিয়া কি আপনি আমাকে ঘৃণা করেন?"

রমণী উত্তর করিল, "কমলে! আর আমার মর্ম্মে আঘাত দিও না। মানসিংহের হৃদয়মন্দিরে তুমিই জীবন-স্বরূপ; তোমায় না দেখিলে, যে বিশ্বসংসার মলিন দেখে, সেও কি তোমায় অবজ্ঞা করিতে পারে? তুমি দিগ্‌ভ্রান্ত

পাস্থের দীপশিখা; হৃদয়েশ্বরি! তুমিও এ হৃদয়-ব্যথা শীতল করিবে না?"

পাঠক বুঝিয়াছেন, সেই রমণী আর কেহই নহে, মহারাজ মানসিংহ। কমলাদেবী দিল্লীশ্বরী হইলেন সত্য, কিন্তু বৃদ্ধ আকবরের সহবাসে তাঁহার গভীর প্রণয়ের সাধ মিটিল কই? মানসিংহ তাঁহার নয়নে পড়িলেন। বিশেষতঃ কমলাদেবী দ্বারা অনেক কাজ হইতে পারিবে। তিনি সময়ে সময়ে সাবধানে স্ত্রীলোকের পরিচ্ছদ পরিয়া কমলার নিকট যাতায়াত করিতে লাগিলেন।

আমিনা কহিলেন, "কিন্তু মহারাজ! কমলাদেবী ধর্ম্মজ্ঞান-শূন্য নয়। যত দিন না কমলা আপনার পরিণীতা মহিষী হই-তেছে, তত দিন তাহার নিকট প্রণয়ের কথা তুলিবেন না। আমাকে বিবাহ করিতে দোষ কি? রমণী কি এত অপবিত্র? কমলাদেবী আপনার হস্তে জীবন, যৌবন, মন—সকলি সমর্পণ করিতেছে,—কমলা আপনারই, আপনিই কমলার পতি, আপ-নার রূপধ্যানই কমলার চিন্তা। আপনি উদ্দেশ্যসাধনে অসমর্থ—প্রতিজ্ঞাপালনে পরাঙ্মুখ হইলেও কমলা আপনার; কিন্তু আপ-নার সহিত মিলন হইবে না।"

"কমলাদেবি! তুমি কি আমাকে এত কাপুরুষ ভাবিয়াছ?" মানসিংহ উত্তর করিলেন, "তোমার কাছে প্রতিজ্ঞা করিয়াছি, আজ আবার শতবার প্রতিজ্ঞা করিতেছি—প্রাণময়ি! তুমি আমার হও; তুমি আমার হলে এ জীবনে অন্য রমণীর মুখাব-লোকন করিব না। কমলা! আমার কথা কি তোমার বিশ্বাস হয় না? আমি কি এই সামান্য প্রতিজ্ঞাটী রক্ষা করিতে পারিব

না? আর পৃথিবীতে এমন কি বস্তু আছে, যাহা তোমা হইতে মানসিংহের মন কাড়িয়া লইবে? তাই বলি, এস, একবার তোমাকে আদরে হৃদয়ে ধরিয়া হৃদয় শীতল করি।"

এই বলিয়া মানসিংহ কমলাদেবীকে বক্ষে ধরিয়া ধীরে ধীরে তাঁহার বিম্বাধর চুম্বন করিলেন। উভয়ের বদনে বদনে, হৃদয়ে হৃদয়ে, নয়নে নয়নে এক মুহূর্ত্তের জন্য মিলিয়া রহিল।

"ক্ষান্ত হউন, মহারাজ!" যুবতী একটী দীর্ঘনিশ্বাস ত্যজিয়া আস্তে আস্তে আপনাকে মানসিংহের প্রেমালিঙ্গন হইতে মুক্ত করিতে করিতে কহিলেন, "আমি রমণী—হৃদয়-বেগ সকল সময় সংবরণ করিতে সক্ষম নহি। আমার চিত্ত অস্থির হইয়া উঠিয়াছে। কিছু দিন অপেক্ষা করুন—আমি আপনারই আছি।"

মহারাজ একটু অপ্রতিভ হইয়া কমলাদেবীকে ছাড়িয়া দিয়া বলিলেন, "প্রাণাধিকে! সেলিম আমাদের সুখের পথের কণ্টকস্বরূপ; এ কণ্টকটী অপসারিত করিতে না পারিলে মনোরথ সিদ্ধির সম্ভাবনা কোথায়?"

কমলাদেবী গম্ভীরভাবে উত্তর করিলেন, "তাহাকে অপসারিত করুন। কষ্ট বিনা সুখলাভ হয় না, জানেন ত! কমলাদেবীকে সহজে লাভ করিতে পারিবেন না। কমলাদেবী আশা এবং প্রণয়ের পাগলিনী—তাহার আশা পূর্ণ এবং প্রণয়-পিপাসা নির্ব্বাণ করা চাই। আপনি দিল্লীর সম্রাট হউন—কমলাদেবী আপনারই হইবে। কিন্তু স্বীয় প্রতিজ্ঞা বিস্মৃত হইবেন না—কমলা ভিন্ন এ জন্মে আপনি অন্য নারীর মুখাবলোকন করিতে পাইবেন না। যে দিন আপনি এই প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ করিবেন,

সেই দিনই আপনার পতন হইবে। আজ হইতেই আমি তোমার; মানসিংহ! আজ চারি বৎসর তোমাকে ভালবাসিয়া আসিতেছি—আজ চারি বৎসর মনের ভালবাসা মনেতেই রেখেছি। তুমিও চারি বৎসর সমভাবে আমাকে ভালবাসিয়া আসিয়াছ। এই তাহার পুরস্কার—মানসিংহ! কমলাদেবী আজ তোমার হইল।”

মানসিংহ প্রেমভরে প্রেমময়ী কামিনীকে হৃদয়ে ধরিয়া বার বার তাহার মুখচুম্বন করিলেন। মোগলবংশ-ধ্বংস-প্রতিজ্ঞা বিস্মৃত হইয়া বিশ্ব কমলাময় দেখিতে লাগিলেন। কমলাদেবী তাঁহার গায় ঢলিয়া পড়িলেন। কমলা! তোমার সে অভিমান, সে অহঙ্কার কোথা রহিল?

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

অধরে অধরে।

আজ কি আনন্দের দিন! দুজনে আজ মনের মত ধন পাইয়াছে! প্রবাহিণী আজ সাগরে মিলিত হইয়াছে! কোথা বা রাজ্য—কোথা সেই বৈরনির্যাতন; ক্ষণকাল দুজনে সমস্তই ভুলিয়া গেলেন।

কতক্ষণ পরে যুবতী প্রেমভরা চক্ষে মানসিংহের পানে চাহিয়া কহিলেন, “মানসিংহ! তোমাকে কত বার দেখিয়াছি—কত দিন কত বার এই ঘরে এই শয্যায় দুজনে একত্র বসিয়া প্রেমের কথা কহিয়াছি; ভালবাসায় মজিয়া ভালবাসিয়াছি; কিন্তু তোমাকে এত সুন্দর কখনও দেখি নাই! আজ তোমার রূপে আমার

মন মোহিত হইয়াছে। যাও, আমা দ্বারা যত দূর সম্ভব তোমার সাহায্য হইবে; যাও, দিল্লীশ্বর হইয়া আমার দিল্লীশ্বরী-পদ বজায় রাখিবার চেষ্টা কর।"

মহারাজ মানসিংহ কমলাদেবীকে পার্শ্বে বসাইয়া বামহস্ত দ্বারা তাঁহার কণ্ঠদেশ জড়াইয়া ধরিয়া প্রণয়প্রফুল্লনেত্রে মুখ পানে চাহিয়া কহিলেন, "আদরিণি! আজ যেন আমার দেহে নূতন জীবন সঞ্চার হইল। আজ ধমনীতে প্রবল প্রবাহে শোণিত-স্রোত প্রবাহিত হইতেছে। হৃদয় উৎসাহভরে নাচিয়া উঠিতেছে—জানিলাম, মনোবাঞ্ছা নিশ্চয়ই পূর্ণ হইবে। কমলে! তুমি আমার তিমিরময় হৃদয়-আকাশে সুখতারা; ভীষণ শ্মশানে সুশীতল বটচ্ছায়া; মানস-সরোবরে প্রফুল্ল সুবর্ণ-নলিনী। হৃদয়েশ্বরি! তোমাকে লক্ষ্য করিয়া এখন যে আমি অনায়াসে ভীষণ আবর্ত্তসঙ্কুল মানসসিন্ধু পার হইব, তাহাতে সন্দেহ নাই। এখন একবার তুমি ভুবনমোহিনী-সাজে আমার হৃদয়-সরোজে বস, দেখিয়া নয়ন সার্থক করি! কমলে! তোমায় কে সৃষ্টি করিল? সুধাময় সুধাকর কি আপনার অমৃত-কিরণে তোমায় গড়িয়াছেন? অথবা স্বয়ং কন্দর্পদেব স্বীয় চিত্তবিনোদনার্থ এক অপূর্ব্ব সামগ্রী করিয়া তোমায় সৃষ্টি করিয়াছেন? যোগ-নিরত সংসারত্যাগী বৃদ্ধ যোগী ব্রহ্মার মনে যে তোমার ন্যায় রমণীয় প্রতিমা উদয় হইবে, ইহা নিতান্ত অসম্ভব! কমলে! এস, একবার তোমাকে হৃদয়ে ধরিয়া প্রাণ শীতল করি।" বলিয়া মানসিংহ পুনর্ব্বার কমলার বদনকমল প্রেমভরে চুম্বন করিলেন।

এইরূপে দুজনে প্রণয়-হ্রদে ভাসিয়া আনন্দ-কোকনদ আহ-

রণ করিতেছেন, কমলার এক জন প্রিয়সহচরী আসিয়া চুপি চুপি বলিল, "দিল্লীশ্বরি! সম্রাট আপনার সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসিতেছেন।"

মানসিংহ সত্বর একটী পার্শ্বস্থ কক্ষে লুক্কায়িত হইলেন। কমলাদেবী রূপের ডালি বিস্তার করিয়া গম্ভীরভাবে শয্যার উপর বসিয়া রহিলেন। আকবর গৃহে প্রবেশিলেন। কমলাদেবী সহাস্যমুখে উঠিয়া বাদসাহের হস্ত ধরিয়া পার্শ্বে বসাইলেন। হরগৌরীরূপে গৃহ আলোকিত হইল।

কমলাদেবী আকবরের অঙ্গে হেলিয়া পড়িয়া মৃদুমধুরস্বরে জিজ্ঞাসিলেন, "নাথ! আজ তোমাকে এরূপ চিন্তাকুল দেখি-তেছি কেন?"

সম্রাট সোহাগে সোহাগিনীর চিবুক ধরিয়া কহিলেন, "চিন্তাকুল!—তোমায় দেখিলে আর কি অন্য চিন্তা হৃদয়ে স্থান পায়? সূর্য্যোদয়ে অন্ধকারের সম্ভাবনা কোথা?"

যুবতীর মুখ প্রফুল্ল হইল—অধরে মৃদুহাসি ফুটিয়া উঠিল। নয়ন তুলিয়া নীরবে একবার বাদসাহের পানে চাহিলেন। সেই নীরব দৃষ্টির কি বিষম শক্তি—কি অপূর্ব্ব মাধুরী! সহস্র বদনে সহস্র ভাবে যেন তাহা মনের নিগূঢ় ভাব প্রকাশ করিয়া দিল। সম্রাট মোহিত হইয়া গেলেন।

"দেখ, কমলা!" সম্রাট প্রাণ ভরিয়া প্রেমময়ীর বিমল বদন-সুধা পান করিয়া কহিলেন, "একটী চিন্তা বাস্তবিকই আমাকে বড় কষ্ট দিতেছে। সেলিমের অবাধ্যতা দেখিয়া আমার মনে কিছুমাত্র সুখ নাই। মেহেরউন্নিসা তোমার প্রিয়সহচরী—তুমি তারে বুঝাইয়া বল, সেলিমের সহিত তাহার কখনও বিবাহ

হইতে পারে না। আমি স্থির করিয়াছি, সত্বর তাহাকে স্থানান্তরিত করিব।”

কমলাদেবী উত্তর করিলেন, “আমি মেহেরউন্নিসাকে বুঝাইতে ত্রুটী করি নাই। কিন্তু বুঝাইয়া আর কিছু হইবে না, স্থানান্তর করাই কর্ত্তব্য। আমিও ইহার এক পরামর্শ স্থির করিয়াছি। সামন্তসিংহ সের খাঁ কর্ত্তৃক ধৃত ও তোমার নিকট আনীত হইলে তুমি তাহার প্রাণদণ্ডের আজ্ঞা দাও; কিন্তু সামন্তসিংহ কোনরূপ কৌশলে পলায়ন করে। সেই অবধি সের খাঁর উপর তাহার মর্ম্মান্তিক আক্রোশ থাকে। সম্প্রতি সের খাঁ সামন্তসিংহ কর্ত্তৃক ধৃত হয়, তুমি অবগত আছ। সামন্তসিংহের অনুচরগণ তাহার প্রাণবধ করিতে উদ্যত হইলে, দস্যুপতি তাহাদিগকে নিবারণ করিয়া সের খাঁকে এ দেশ পরিত্যাগ করিয়া যাইতে বলে। সামন্তসিংহ অগত্যা তাহাতে স্বীকৃত হইয়া রক্ষা পায়। আপনি সের খাঁর সহিত মেহেরউন্নিসার বিবাহ দিয়া, তাঁহাকে বঙ্গদেশের শাসনকর্ত্তা করিয়া পাঠান। বিবাহ হইলে, এবং নয়নের অন্তরালে থাকিলে সেলিম অচিরেই মেহেরউন্নিসাকে ভুলিয়া যাইবেন। এক্ষণে যাহাতে এই বিবাহ অবিলম্বে সম্পন্ন হয়, আপনি তাহাই করুন।”

কমলাদেবী মানসিংহের অভিপ্রায়ানুসারে সম্রাটকে বুঝাইলেন। সের খাঁ মেহেরউন্নিসাকে ভালবাসিত আকবর পূর্ব্বেই জানিতেন; সুতরাং এ প্রস্তাব তাঁহার বিলক্ষণ যুক্তিসঙ্গত বোধ হইল। যুক্তিসঙ্গত না হইলেও কমলাদেবীর কথা ঠেলিতে কখনই পারিতেন না। তিনি তখনি তাহাতে সম্মতি দিয়া কহিলেন, “তুমি ঠিক বলিয়াছ। সের খাঁর সঙ্গেই মেহের-

উন্নিসার বিবাহ দিব। বিলম্বেরই বা প্রয়োজন কি? দুই এক দিনের মধ্যেই বিবাহ হইবে। আর সের খাঁকে বাঙ্গালার শাসনকর্ত্তা করিতেও আমার আপত্তি নাই। তুমি একবার মেহেরউন্নিসাকে ডাক—আমার একটী কথা আছে।"

কমলাদেবী তাঁহাকে ডাকিয়া পাঠাইলেন। মেহেরউন্নিসা তথায় উপস্থিত হইল। চাঁদের পার্শ্বে যেন নূতন একটী চাঁদের উদয় হইল! সেই নবযৌবনা সর্ব্বাঙ্গসুন্দরী মেহেরউন্নিসার সৌন্দর্য্যরাশি কমলাদেবীর স্বর্গীয় সৌন্দর্য্যরাশি ঢাকিয়া ফেলিল না, বরং সেই সৌন্দর্য্যকে অধিকতর মনোহর ও লাবণ্যময় করিয়া তুলিল। কমলাদেবীর সৌন্দর্য্য ইন্দ্রাণীর সৌন্দর্য্য—গম্ভীর ও তেজোশালী; জাহাঙ্গীরের নুরজাহান, শচীর প্রিয়-সহচরী তিলোত্তমা!

সম্রাট মেহেরউন্নিসাকে আপাদমস্তক নিরীক্ষণ করিয়া বলিলেন, "সেলিম তোমাকে দেখিয়া ভুলিবে, ইহা বিচিত্র কি? সাধ্য থাকিলে আমি আহ্লাদ পূর্ব্বকই সেলিমের সহিত তোমার বিবাহ দিতাম। এরূপ পুত্রবধূ কার না প্রার্থনীয়? কিন্তু যাহার সহিত আমি তোমার বিবাহ দিতেছি, তিনি কোন বিষয়েই সেলিম অপেক্ষা নিকৃষ্ট নহেন। অতএব, মেহের! তুমি সেলিমকে ভুলিয়া যাও।"

"দিল্লীশ্বর!" বিনীতভাবে মেহেরউন্নিসা উত্তর করিল, "আমার ত এখন বিবাহ করিবার কিছুমাত্র ইচ্ছা নাই?"

আকবর গম্ভীরভাবে কহিলেন, "মেহেরউন্নিসা! তোমার সম্রাট তোমাকে আজ্ঞা করিতেছেন—তাঁহার আজ্ঞা অবশ্য পালন করিবে। সের খাঁ কিসে সেলিম অপেক্ষা নিকৃষ্টবল?—

সের খাঁ তোমার পতি হইবে। প্রতিজ্ঞা কর, আর কখন সেলিমের সঙ্গে সাক্ষাৎ করিবে না—তাহাকে পত্র লিখিবে না। সেলিমকে একেবারে ভুলিয়া যাও।”

মেহেরউন্নিসা পুনর্ব্বার বিনীতভাবে বলিল,“দিল্লীশ্বর! আমি অবশ্যই আপনার আজ্ঞা পালন করিব; যদিও আমার মনের উপর আপনার আধিপত্য নাই, তথাপি——”

কমলাদেবী তাহাকে নিরস্ত করিয়া বলিলেন, “মেহের! সম্রাট যাহা বলিতেছেন, শোন। উহাঁর কথায় কথা কহা কি তোমার উচিত?—আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন, মেহেরউন্নিসা সের খাঁকে বিবাহ করিবে।”

বাদসাহ চলিয়া গেলেন। কমলাদেবী মেহেরউন্নিসাকে বিদায় করিয়া পুনর্ব্বার মানসিংহের সহিত মোগলবংশ-ধ্বংসের মন্ত্রণা করিতে লাগিলেন।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

প্রেমিক প্রেমিকা।

“কি, সের খাঁ!” সেলিম আপনার কক্ষে বসিয়া একখানি পত্র পাঠ করিতেছিলেন, সহসা বলিয়া উঠিলেন, “কি, সের খাঁ! তার এত দূর সাহস! এত বড় স্পর্দ্ধা!”

সেলিমের মুখ রক্তবর্ণ হইল; চক্ষু দিয়া অগ্নি নির্গত হইতে লাগিল; ললাট কুঞ্চিত হইল। বারুদে অগ্নিস্পর্শ হইয়াছে—একেবারে সমস্ত জ্বলিয়া উঠিল। ক্রোধে সর্ব্বাঙ্গ কাঁপিতে লাগিল। কহিলেন, “দেখিব, আজ কি মহব্বত, কি আকবর—আজ কে আমাকে নিবারণ করিতে পারে? সের খাঁ আমার

মেহেরউন্নিসাকে লইবে ?—এত বড় স্পর্দ্ধা !—আমি কাপুরুষের ন্যায় বসিয়া দেখিব ? আমাকে শত বার ধিক্ ! আমি না সে দিন সেই প্রাণপ্রতিমার নিকট অঙ্গীকার করিয়াছি—'মেহের ! যে যতই কেন বাদ সাধুক না, তুমি আমার !' ”

বায়ুবলে সিন্ধুসলিল যেমন আন্দোলিত হইয়া উঠে, সেলিমের হৃদয়সাগরও সেইরূপ অস্থির হইল। বসিয়া থাকিতে পারিলেন না। গৃহমধ্যে একবার এ দিক একবার ও দিক করিয়া বেড়াইতে লাগিলেন। কত ভ্রূকুটী-কুঞ্চন, অধর-দংশন—ক্রোধ যেন স্বয়ং তাঁহার বদনে বসিয়া কুটিল হাসি হাসিতেছে !—হৃদয়ের গূঢ় ভাব সকল ফুটিয়া উঠিতেছে। তাহাতে স্নেহ, মমতা, সৌজন্য কিছুমাত্র নাই ; হৃদয় যেন শঠতা,নৃশংসতা ও অভিমানে পরিপূর্ণ ! তখন সেলিমের সেই পিশাচমূর্ত্তি দেখিলে আত্মা কাঁপিয়া উঠে।

সেলিম ক্ষণকাল এইরূপে পদচারণ করিয়া পুনর্ব্বার স্বস্থানে আসিয়া বসিলেন। বলিতে লাগিলেন, “কেবল সের খাঁ কেন ?—এ কমলাদেবী, আকবর ও মহব্বতের চক্র। দেখিব, এই চক্রেই বা তাঁহাদের কি হয় ? আমি পুনর্ব্বার—এখনো এই প্রতিজ্ঞা করিতেছি, মেহেরউন্নিসা আমার—আমার ভিন্ন অপরের হইবে না।”

এই বলিয়া তিনি পত্রখানি পুনর্ব্বার পড়িতে লাগিলেন ঃ—

“প্রাণেশ্বর !

প্রাণে প্রাণে তোমায় প্রাণমন সমর্পণ করিয়াছি—সুতরাং এখনো সাহস করিয়া প্রাণনাথ বলিতে পারি, আর যাহারই হই না কেন, প্রাণেশ্বর তোমাকেই চিরকাল বলিব।

সেলিম ! আর কেন, সব ফুরাইল ! তুমি আমার আশা পরিত্যাগ কর। কাল আমি সের খাঁর হইব !

উঃ ! এ প্রণয়, এ ভালবাসা, এ আশা কেন বা দুজনে এত দিন মনে মনে পুষিয়াছিলাম ? কিন্তু তোমার দোষ কি ? আমিই ত দিগ্‌বিদিক্‌জ্ঞানশূন্য হইয়া এই দুরাশাকে হৃদয়ে স্থান দিয়াছিলাম ! অথবা সে সব কথা এখন আর তুলিয়া ফল কি ? তুমি আমার হলে না—আমি তোমায় পাব না। সেলিম ! মন যে প্রবোধ মানে না ! এ কথা মনে হলে প্রাণ কাঁদিয়া উঠে।

আমি লিখিতেছি, অশ্রুজলে বুক ভাসিয়া যাইতেছে ; কি লিখিতেছি, কিছুই জানি না। এখন আমার মনই বা কোথা ?

সেলিম ! কেন বল বৃথা সে রাত্রে আমায় ধরিলে ? সেই দিনই ত তা হলে সব যন্ত্রণা ফুরাইত। আর ত তবে আজীবন পুড়িয়া হৃদয় ভস্ম হইত না ! সেলিম ! তুমি বড় অন্যায় কর্ম্ম করিয়াছ।

এখন তোমার সে প্রতিজ্ঞা কোথা ? রাত পোহাইলেই ত আমি সের খাঁর হইব !

সম্রাটের নিকট সত্য করিয়াছি, আর তোমাকে দেখিব না—পত্র লিখিব না ; কিন্তু সে প্রতিজ্ঞা রাখিতে পারিলাম না। একবার তোমাকে দেখিতে বড় সাধ হইল—একবার সাধ পূরাইয়া তোমাকে জন্মের শোধ দেখিয়া লইব। তুমি যমুনার কূলে সন্ধ্যাকালে একবার সেই স্থানে আসিবে।

আর কি লিখিব ? একবার আসিও, এই প্রার্থনা।

অভাগিনী

মেহেরউন্নিসা।”

পত্রপাঠ শেষ হইল। সেলিম যত্নপূর্ব্বক পত্রখানিকে রাখিয়া দিলেন। ক্ষণকাল চিন্তা করিয়া একখানি পত্র লিখিয়া একজন ভৃত্যের হস্তে দিয়া কহিলেন, "তুমি সত্বর গিয়া এই পত্রখানি সের খাঁকে দাও।"

ভৃত্য চলিয়া গেল। সেলিম কোষ হইতে স্বীয় তরবারি-খানি নিষ্কাশিত করিয়া অতি আগ্রহসহকারে দেখিতে লাগি-লেন। "তরবারি! তুই মোগলের একমাত্র বন্ধু। তুই আমাকে অনেক বিপদে রক্ষা করিয়াছিস্; কেমন, আজ রক্ষা করিতে পারিবি ত?"

এইরূপ চিন্তা করিয়া তরবারিখানি কত বার নাড়িলেন, কত বার কোষমধ্যে বন্ধ করিলেন; বাহির করিয়া আবার দেখিলেন। "হাঁ, তুই আমাকে রক্ষা করিতে পারিবি।" এই বলিয়া পুনর্ব্বার তাহা কোষমধ্যে রাখিলেন।

রাত্রি সাতটা। যমুনাকূলে সেই নির্জ্জন সুরম্য স্থানে একটী কামিনী ধীরে ধীরে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। বিষাদে যেন তাঁহার মুখখানি ঢাকিয়া রাখিয়াছে; চিন্তায় যেন হৃদয় পুড়িয়া যাইতেছে। যুবতী একটী দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া তথায় একখানি শিলাখণ্ডের উপর উপবেশন করিলেন।

অনতিবিলম্বে অপর দিক হইতে এক জন অশ্বারোহী আসিয়া তথায় উপস্থিত হইলেন। যুবতী তাঁহাকে দেখিয়া উঠিলেন। অশ্বারোহী অশ্ব হইতে নামিয়া বরাবর যুবতীর নিকট আসি-লেন।

"সেলিম! আসিয়াছ!" বলিয়া যুবতী তাঁহার হস্ত ধরিলেন। অবিরলধারে নয়নযুগলে জলধারা বিগলিত হইতে লাগিল।

সেলিম আদরে প্রেমভরে সেই প্রেমময়ী কামিনীকে বক্ষে ধরিয়া কহিলেন, "মেহের! আর রোদন কেন? তোমার চক্ষে জলধারা দেখিলে হৃদয় যে ফাটিয়া যায়! বিধাতা ত ও নয়ন কাঁদিবার জন্য স্বষ্টি করেন নাই।"

"সেলিম!" যুবতী মৃদুমধুর অথচ বিষাদভরা বাক্যে অঞ্চল-প্রান্তে চক্ষের জল মুছিয়া কহিলেন, "কাঁদিবার জন্য নহে ত কিজন্য এ চক্ষের স্বষ্টি হইয়াছে? আজ অবধি যত কাল বাঁচিব, উহাকে ত দিনরাত্রি কাঁদিতে হবে? তখন তুমি কোথা থাকিবে? —তখন, সেলিম! আদর করিয়া কে ঐ চক্ষের জল মুছাইয়া দিবে?"

সেলিমেরও চক্ষে জল আসিল,—সেই কঠিন বীরের হৃদয় দ্রব হইল। তিনি প্রাণপ্রতিমাকে হৃদয়ে চাপিয়া ধরিয়া প্রগাঢ় প্রেম-ভরে তাঁহাকে আলিঙ্গন করিলেন—ভাবিলেন, দুজনে এই প্রেমালিঙ্গনে চিরজীবন বাঁধা থাকিবেন। কেহই এ বন্ধন ছিন্ন করিতে পারিবে না। কত বার অধরবিম্ব চুম্বন করিলেন। বিচ্ছেদ বিরহ, সের খাঁ কিছুই মনে রহিল না।

এইরূপে অর্দ্ধ ঘণ্টা অতিবাহিত হইল। পৃথিবী ভুলিয়া গিয়াছেন। তাঁহারা প্রেমরাজ্যে প্রণয়হ্রদে ফুল্ল শতদলে নিদ্রিত। সময়ের সঙ্গে তাঁহাদের সম্বন্ধ কি?

গভীর নিশীথকালে জগৎ নিদ্রিত; সেই সময়ে ঘোর ঘন-ঘটা গগনমণ্ডল আচ্ছন্ন করিয়া ভীমনাদে ডাকিয়া উঠিলে লোক যেরূপ চমকিত হইয়া অকস্মাৎ জাগিয়া উঠে—সুখনিদ্রা ভাঙ্গিয়া যায়, সেইরূপ সহসা তাঁহাদের চমক হইল। তাঁহারা সমস্তই ভীষণ শ্মশান সদৃশ দেখিতে লাগিলেন। হৃদয় কাঁপিয়া উঠিল।

মেহেরউন্নিসা বামহস্তে সেলিমের গলা জড়াইয়া ধরিয়া কহিলেন, "সেলিম! তুমি একবার আমার পাশে বস! আজ নয়ন ভরিয়া, সাধ মিটাইয়া জন্মের শোধ তোমাকে দেখিব। সেলিম! আমি তোমা ভিন্ন জানি না; আমার জীবন সেলিমময় হইয়া উঠিয়াছে। আজ কোন্ প্রাণে কেমন করিয়া তোমাকে বিদায় দিব—হাতে পাইয়া তোমাকে ছাড়িয়া দিব?

"প্রাণময়ি!" সেলিম উত্তর করিলেন, "আমিই বা কোন্ মুখে বলিব, 'মেহের! তুমি সের খাঁর হও।' তুমি আমাকে যে কঠিন প্রণয়শৃঙ্খলে বাঁধিয়াছ, তাহা কি কখন ছিন্ন হইবে? তুমি বিলাপ করিও না, হতাশ হইও না। এই দেখ, আমি এখনো বলিতেছি, মেহের! তুমি আমার! আমার কথায় কি তোমার বিশ্বাস হয় না? আমার প্রতিজ্ঞায় কি তুমি নির্ভর করিতে পার না? তুমি আমার সঙ্গে অবশ্যই দিল্লীর সিংহাসনে বসিবে!"

মেহেরউন্নিসা সেলিমের পানে চাহিয়া ঈষৎ কম্পিতস্বরে কহিলেন, "এ আশা কি দুরাশা মাত্র নহে? সেলিম! এ সাধ করিতে আমার সাহস হয় না।"

"কেন, প্রিয়ে?" সেলিম পুনর্ব্বার কামিনীর মুখচুম্বন করিয়া কহিলেন, "কেন,—এ সাধ করিতে তোমার সাহস হয় না কেন? তুমি সাধ কর—অবশ্য সেলিম তোমার সাধ পূর্ণ করিবে।"

কামিনী চমকিয়া উঠিয়া কহিলেন, "না, না, না—সুখ-স্বপ্ন কেন? আশার এ মোহন হিল্লোল কেন? সেলিম! তোমায় দেখিয়া সাধ মিটিতে পারে না—তবে আর কেন, যথেষ্ট হইয়াছে। এক্ষণে বিদায় দাও। ঈশ্বর তোমাকে সুস্থ রাখুন,

দিল্লীশ্বর হইয়া সুখে থাক। সেলিম! অভাগীর সমস্ত দোষ ক্ষমা করিও।”

চক্ষু জলভারপূর্ণ হইল—বাক্যরোধ হইল। রমণী এক-দৃষ্টে সেলিমের পানে চাহিয়া রহিলেন।

সেলিম আবার তাঁহাকে বক্ষে ধরিয়া, আবার সেই মুখবিম্ব চুম্বন করিয়া বলিলেন, “প্রাণাধিকে! চল, রাজ্যধন কিছুরই প্রয়োজন নাই। চল, আমরা লোকালয় পরিত্যাগ করিয়া কোন নির্জ্জন স্থানে থাকিব। তখন আর কে বাদ সাধিবে? আমি সেলিম এ নাম পর্য্যন্ত পরিত্যাগ করিতে প্রস্তুত; চল, আর বিলম্ব করিও না। সেলিম জীবিত থাকিতে মেহেরউন্নিসাকে ত্যাগ করিতে পারিবে না।—অথবা আমি কি পাগল! উষাকে কে ঢাকিয়া রাখিবে?”

“না, সেলিম!” মেহেরউন্নিসা উত্তর করিলেন, “আমি তা কখন পারিব না। আমার জন্যে তুমি এই সাম্রাজ্য পরিত্যাগ করিবে—তা কখন হবে না। আমি তাহাতে সুখী হইব না। বরং এস, দুজনে দুজনকে ভুলিয়া যাই। আর বিলম্ব করিতে পারি না, আমাকে বিদায় দাও।”

রমণী চলিয়া যাইবার উপক্রম করিলেন। সেলিম তাঁহার হস্ত ধরিয়া বলিলেন, “না, মেহের! আমি তোমাকে ছাড়িয়া দিতে পারিব না। তুমি আমার সঙ্গে চল—আগ্রা পরিত্যাগ করিয়া এখনি চলিয়া যাইব।”

মেহেরউন্নিসা সে কথায় কর্ণপাত না করিয়া সহসা হস্ত ছাড়াইয়া দ্রুতবেগে চলিয়া গেলেন। সেলিম হতবুদ্ধি হইয়া সাক্ষাৎ হতাশা মূর্ত্তির ন্যায় তথায় দাঁড়াইয়া রহিলেন।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

খড়্গো খড়্গো।

মেহেরউন্নিসা চলিয়া গেলে সেলিম কতক্ষণ সেই স্থানে দাঁড়াইয়া রহিলেন। জগৎ মেহেরময় বোধ হইল। মেহের চলিয়া গেছে—কিন্তু মনের ভিতর এক মেহের সহস্র মূর্ত্তিতে বিরাজমান! তিনি কহিলেন, "মেহের! তুমি অবশ্যই আমার! তুমি চলিয়া গেছ, ভালই হয়েছে। হতাশা হৃদয়কে উত্তেজিত করিয়া তুলিয়াছে। এখন আর তোমার সেলিম কাপুরুষ নয়। তুমি আমার প্রাণের সহিত মিশিয়াছ,- তোমাকে কে ছিঁড়িয়া লইবে? কাল প্রভাতে তুমি আমার। সেলিম জীবিত থাকিতে সের খাঁ তোমার পবিত্র অঙ্গ স্পর্শ করিবে, কি লজ্জার কথা! তা কখনও হবে না। প্রভাত কাল আর সের খাকে দেখিবে না।"

এইরূপ চিন্তা করিয়া সেলিম অশ্বে আরোহণ করিয়া চলিয়া গেলেন।

আকবর কমলাদেবীর নিকট হইতে বিদায় লইয়া স্বয়ং একাকী সের খাঁর বাটীতে গমন করিলেন। সের খাঁ মেহেরউন্নিসাকে অত্যন্ত ভালবাসিতেন। কিন্তু সেলিমের ভয়ে সেই প্রণয়রাশি মনেতেই গোপন করিয়া রাখিয়াছিলেন। আজ সম্রাটের মুখে শুভ সংবাদ শুনিয়া তাঁহার সুখ-সিন্ধু উচ্ছলিত হইল। তিনি যুদ্ধ বিগ্রহ সমস্ত ভুলিয়া গেলেন, হৃদয় প্রেম ও আনন্দময় হইল। কহিলেন, "দিল্লীশ্বর! আপনি কৃপা করিয়া যদ্যপি নিজমুখে আজ এ কথা না বলিতেন, আমি কখন আমার এ ভালবাসা

প্রকাশ করিতাম না। মেহেরউন্নিসার প্রতি সেলিমের প্রগাঢ় অনুরাগ—আমি তাহাতে বিবাদী হইতে পারি না।”

বাদসাহ গম্ভীরভাবে বলিলেন, “সের খাঁ! সেলিমের জন্য তোমার কিছুমাত্র চিন্তা নাই। সেলিমের সহিত মেহের-উন্নিসার বিবাহ হইতে পারে না। আমার তাহাতে মত নাই। আমি স্বয়ং উপস্থিত থাকিয়া বিবাহ দিব। তৎপরে তোমাকে বঙ্গদেশে আমার প্রতিনিধি নিযুক্ত করিতেছি। বিবাহের পর যত শীঘ্র পার, তুমি তথায় গমন করিবে।”

বাদসাহ চলিয়া গেলেন। সের খাঁ আজ আর সে বীর নহেন—আজ তিনি বালক! বালকের ন্যায় কত কি কল্পনা করিতে লাগিলেন।

যখন তিনি বাহ্যজ্ঞানশূন্য হইয়া অনন্যচিত্তে ভুবনমোহিনী মেহেরউন্নিসার সুচারু চিত্রখানি ধ্যান করিতেছিলেন, সেলিমের ভৃত্য আসিয়া তাঁহাকে একখানি পত্র দিল। পত্রপাঠ সমাপ্ত হইলে সের খাঁ একটু হাসিলেন; সেই হাসির কি গাঢ়তা—তাহাতে কত ভাষাই পরিব্যক্ত হইল! সেই হাসি যেন জগৎকে ধূলামুষ্টি করিয়া ফুৎকারে উড়াইয়া দিল।

“আকবরের ঔরসে কেবল আমার জন্ম নয়, এইমাত্র প্রভেদ; নতুবা সেলিম আমার পদসেবার অযোগ্য।” বলিয়া পত্রখানি কুটী কুটী করিয়া ছিঁড়িয়া ফেলিলেন। শরচ্চন্দ্র যেরূপ রজনীর অন্ধকার নাশ করিয়া ক্রমে ক্রমে পৃথিবী জ্যোৎস্নাময় করে, সেইরূপ মেহেরউন্নিসার রূপরাশি তাঁহার হৃদয়-গগন পুনর্ব্বার আলোকিত করিল। সেলিমকে আর তাঁহার মনেও রহিল না।

ক্রমে রাত্রি হইল। তখন তাঁহার যেন নিদ্রা ভাঙ্গিল। তিনি উঠিয়া পরিচ্ছদ পরিবর্ত্তন পূর্ব্বক কটিতে একখানি সুশাণিত অসি লম্বিত করিয়া একাকী কাহাকেও কিছু না বলিয়া বাটী হইতে বহির্গত হইলেন।

আগ্রানগরের প্রান্তভাগে প্রায় এক ক্রোশ দূরে একটী প্রাচীন ভগ্ন অট্টালিকা ছিল। একাকী সেই রজনীতে তিনি তন্মধ্যে প্রবেশ করিলেন। জনপ্রাণীর সংস্রব নাই; কেবল একটা শৃগাল মনুষ্যের পদশব্দ পাইয়া পলায়ন করিল। চতুর্দ্দিকে ঝিল্লীরব হইতেছে—নচেৎ সমস্ত নীরব ও গম্ভীর।

অট্টালিকার চতুর্দ্দিক জঙ্গলে পূর্ণ; ছাদের উপর প্রাচীরের গায় নানাবিধ বৃক্ষলতা জন্মিয়া সমস্ত ঢাকিয়া রাখিয়াছে। তাহাতে চন্দ্রের শুভ্ররশ্মি পতিত হইয়াছে। সের খাঁ দাঁড়াইয়া সেই নৈশ নীরব শোভা দেখিতেছেন, আর একটী অশ্বারোহী তথায় উপস্থিত হইল।

সের খাঁকে দেখিয়া নবাগত অশ্বারোহী বিদ্রূপচ্ছলে কহিল, "কিছু কাল পরে আর ঐ শোভা দেখিতে পাবে না তাই কি দেখিয়া লইতেছ? তুমি যেরূপ কাপুরুষ, ভাবিয়াছিলাম এখানে আসিতে তোমার সাহস হবে না।"

সের খাঁ সহাস্যবদনে কহিলেন, "সাহাজাদা! এখন বিদ্রূপ রাখিয়া কিজন্য এখানে আসিতে অনুমতি করিয়াছেন, বলুন? অথবা কিসেই বা আপনি আমাকে কাপুরুষ দেখিলেন, বলুন?"

ক্রোধকম্পিতস্বরে সেলিম উত্তর করিলেন, "আমি কি বিদ্রূপ করিতেছি? তোমার সহিত বিদ্রূপ করিব—এ হতে

আর লজ্জার কথা কি আছে? তুমি অতি নীচ, তুমি অতি কাপুরুষ।”

সের খাঁ বিনীতভাবে বলিলেন, “সাহাজাদা! এরূপ কটূক্তি দ্বারা লঘুতা প্রকাশ করিয়া ফল কি? আমি আপনাদের ভৃত্য—আজ্ঞাধীন, যদি কোন অপরাধ করিয়া থাকি, ক্ষমা চাহিতেছি, আপনি ক্রোধ নিবারণ করুন।”

“নির্লজ্জ!” সেলিম জলদ-গম্ভীর-কম্পিত-স্বরে কহিলেন, “তোর যত দূর স্পর্দ্ধা, তুই সেইরূপ কথা কহিতেছিস্! আমি কে জানিস্? তুই যেরূপ দুরাত্মা, আজ তোরে সেইরূপ দণ্ড দিবার জন্যই এখানে ডাকিয়াছি।”

সের খাঁর ধৈর্য্য গাম্ভীর্য্য ক্রমে লোপ পাইতে লাগিল। তাঁহার মুখমণ্ডল রক্তবর্ণ হইয়া উঠিল, চক্ষুর্দ্বয় দিয়া জ্বলন্ত আগুনের ন্যায় শিখা নির্গত হইল। কিন্তু সেলিম তখনও জানিতে পারিলেন না, তিনি নিদ্রিত সিংহকে জাগাইয়াছেন। সের খাঁ ক্ষণকাল নীরব থাকিয়া ধীরে ধীরে একটী একটী করিয়া কহিলেন, “আপনি যেরূপ রাগান্ধ হইয়াছেন, আজ আর আপনার সহিত কোন কথা কহিতে পারি না, যদ্যপি কিছু বক্তব্য থাকে, কাল বলিবেন।”

সের খাঁ যাইবার উপক্রম করিলেন। সেলিম পথ রুদ্ধ করিয়া মেঘগর্জ্জনের ন্যায় কম্পিতাধরে কহিলেন, “ভীরু! তুই না মহাবীর বলিয়া অহঙ্কার করিয়া থাকিস্? প্রাণভয়ে পলাইতে লজ্জা হইতেছে না?”

সের খাঁ দাঁড়াইলেন। তাঁহার শরীর ঈষৎ কম্পিত হইল। কহিলেন, “সেলিম! তুমি কি পাগল হলে না কি? আমি না হয়

ভীরুই হলাম, কাপুরুষই হলাম—আমি বীরত্ব দেখাইতেও আসি নাই. আপনিও বোধ হয় দেখিতে সাধ করিবেন না। কিন্তু এ ক্রোধ কিজন্য, শুনিতে পাই না?"

"শঠ! তা কি তুমি জান না?" সেলিম উত্তর করিলেন, "মরি মরি! কি অমায়িকতা! পাজি! তোর কি সাধ্য আমার প্রাণপ্রতিমা মেহেরউন্নিসার পবিত্র দেহ স্পর্শ করিবি? তুই কোন্ সাহসে আমার অসাক্ষাতে সম্রাটের সম্মুখে মেহেরের কথা তুলিলি? তুই আমাকে ফাঁকি দিয়া মেহেরউন্নিসাকে লইবি?"

সের খাঁ কহিলেন "সেলিম! তুমি আমার কনিষ্ঠ ভ্রাতা তুল্য। আমি তোমার অনিষ্ট করিব এরূপ মনেও করিও না। তোমার মহাভ্রম হইয়াছে। এখন তোমার যেরূপ রাগ দেখিতেছি, কোন কথাই তুমি শুনিবে না। কাল তোমাকে সমস্ত কথা বলিব। চল, আজ বাড়ী যাই চল।"

সেলিম গর্জ্জন করিয়া কহিলেন, "পাজি! বাড়ী যাব? মানুষ হস্ ত তরবারি ধর্।"

সেলিম তরবারি নিষ্কাশিত করিলেন। আত্মরক্ষার্থে কাজে কাজে সের খাঁকেও তরবারি গ্রহণ করিতে হইল।

"এখনো আমার রাগ হয় নাই।" প্রকাণ্ড শরীর পর্ব্বতশৃঙ্গের ন্যায় উন্নত করিয়া দাঁড়াইয়া সের খাঁ কহিলেন, "তাই বলিতেছি, চল, বাড়ী যাই। তুমি জান, সের খাঁ রাগিলে তাহার সম্মুখে দাঁড়াইতে পারে, জগতে এখন তেমন লোক নাই। আমি মেহেরউন্নিসাকে ভালবাসিতাম সত্য; কিন্তু তাঁহার প্রতি তোমার অনুরাগ দেখিয়া মনের কথা মনেই রাখিয়াছিলাম। আজ প্রভাতেও যে আমি কখন মেহেরউন্নিসাকে

পাইব, এ কথা আমি জানিতাম না, আমার মনে উদয়ও হয় নাই। স্বয়ং বাদসাহ আমাকে এ সংবাদ দিয়াছেন; তিনিই স্বয়ং সমস্ত স্থির করিয়াছেন। এই সত্য কথা।”

সেলিম উত্তর করিলেন, “আমি তোমার কোন কথাই শুনিতে চাই না। তবে একান্তই যদি তুমি প্রাণের ভয়ে কাতর, তবে এই রাত্রেই এ স্থান হইতে প্রস্থান কর। আর কখন আগ্রায় প্রবেশ করিতে পারিবে না। মেহেরউন্নিসা আমার—সে আমার ভিন্ন আর কাহারো হবে না।”

সের খাঁ গম্ভীরভাবে বলিলেন, “আপনার বিবাহ যদি মেহের-উন্নিসার সহিত হবার কোনও সম্ভাবনা থাকিত, তাহা হইলে অপমান স্বীকার করিয়াও আমি মেহেরউন্নিসাকে পরিত্যাগ করিতাম। কিন্তু সম্রাটের নিকট স্বীকৃত হইয়াছি; এখন আর উপায় নাই। সেলিমের কথায় আমি নির্ব্বাসিত হইতে পারি না।”

এই কথায় সেলিমের সর্ব্বাঙ্গে যেন অগ্নিস্ফুলিঙ্গ নির্গত হইল। “তবে অস্ত্র ধর্।” বলিয়া তিনি সের খাঁকে আক্রমণ করিলেন।

“তোমার অঙ্গে আঘাত করিতে হৃদয়ে ব্যথা লাগে। কিন্তু সে দোষ তোমার। এ নিদ্রিত সিংহকে জাগাইয়া ভাল করিলে না। যাহা হউক, তোমার প্রাণবধ করিব না।” বলিয়া সের খাঁ তরবারি ঘূর্ণিত ও চালিত করিয়া সেলিমের আক্রমণ ব্যর্থ করিতে লাগিলেন। সেলিম রাগান্ধ হইয়া দিগ্বিদিক্‌জ্ঞানশূন্য হইয়া-ছিলেন; অস্ত্রবিদ্যায় উত্তমরূপ নৈপুণ্য থাকিলেও, চিত্তের চাঞ্চল্যবশতঃ সে শিক্ষায় কোন ফল হইল না। সের খাঁ কেবল

সুযোগ অন্বেষণ করিতেছিলেন। সেলিমকে সহসা অন্যমনস্ক দেখিয়া সজোরে তাঁহার বক্ষে কোষবদ্ধ তরবারি দ্বারা এরূপ আঘাত করিলেন যে, সেলিম অশ্বপৃষ্ঠে স্থির থাকিতে পারিলেন না, ভূতলে পতিত হইলেন।

সেলিমের চৈতন্য নাই। সের খাঁ তৎক্ষণাৎ অশ্ব হইতে নামিয়া আঘাত পরীক্ষা করিলেন। প্রাণের ভয় নাই দেখিয়া ঈশ্বরকে ধন্যবাদ দিলেন। অনেক পরে সেলিমের জ্ঞান হইল— তিনি নয়ন উন্মীলন করিলেন।

সের খাঁ বিনীতভাবে বলিলেন, "সেলিম! আপনার দোষে তোমার আজ এই বিপদ ঘটিয়াছে। আমার দোষ নাই। আঘাত গুরুতর নহে, প্রাণের ভয় করিও না। আমায় ক্ষমা করিবে।"

সেলিম কোন কথা কহিলেন না। লজ্জায় অধোমুখে কিয়ৎকাল বসিয়া থাকিয়া স্বীয় অশ্বে পুনর্ব্বার আরোহণ করিয়া চলিয়া গেলেন। একবারও পশ্চাতে ফিরিয়া দেখিলেন না।

পরদিন সের খাঁর সহিত মেহেরউন্নিসার বিবাহ হইল। সের খাঁ বিবাহের তিন দিন পরে বঙ্গদেশে প্রস্থান করিলেন।

এই সময়ে পঞ্জাবে একটী বিদ্রোহ উপস্থিত হয়। সেলিম তন্নিবারণার্থ সেনাপতিপদে নিযুক্ত হইয়া লাহোর-যাত্রা করিলেন।

চতুর্থ খণ্ড।

প্রথম পরিচ্ছেদ।

শৈশবে—যৌবনে।

সুবর্ণগ্রাম অম্বর নগরের ত্রিশ ক্রোশ দক্ষিণে। এই গ্রামের পূর্ব্বপ্রান্তে সুরম্য উদ্যান মধ্যে একটী বৃহৎ অট্টালিকা। উদ্যানের চতুষ্পার্শ্বে অত্যোচ্চ ইষ্টকপ্রাচীর; মধ্যে মধ্যে বিবিধ সুস্বাদু ফলের বৃক্ষ। কোথায় বা রমণীয় উপবন; কুসুমলতিকায় বিবিধ কুসুম সর্ব্বদা বিকসিত। ভ্রমরের মধুর ঝঙ্কার ও বনবিহঙ্গের ললিত কাকলী সুরভি সৌরভে মিশিয়া দিঙ্মণ্ডল নিরন্তর আমোদিত করিয়া রাখিয়াছে। একদা প্রভাতে একটী নবযৌবনা পরমাসুন্দরী কামিনী একাকিনী এই পুষ্পোদ্যানে ভ্রমণ করিতেছিলেন। তাঁহার অলোকসামান্য সৌন্দর্য্যরাশিতে সমস্ত উদ্যান পরিশোভিত হইয়াছিল।

"রমণীগণ নিতান্তই পরাধীনা!" যুবতী আপনা আপনি বলিতে লাগিলেন, "নতুবা অজয়সিংহের কন্যা—মহারাজাধিরাজ মানসিংহের মহিষী, এই আমি আজ এরূপ বন্দিদশায় কালযাপন করিব কেন? প্রাণেশ্বরের ইচ্ছাই আমার সুখ; আমাকে বন্দী করিয়া রাখা তাঁহার ইচ্ছা; সুতরাং ইহাতে আমি কাতর নহি, কিন্তু এই পামরদিগের অত্যাচার আর আমার সহ্য হয় না। তিনি যদি এক এক বার দুঃখিনী মনে করিয়া দেখা দেন, তা হলে আর এ কষ্ট ভোগ করিতে হয় না।"

রমণী এইরূপ চিন্তাসাগরে নিমগ্ন আছেন, সহসা একটী পঞ্চবিংশতিবর্ষীয় যুবা তাঁহার সম্মুখে উপস্থিত হইলেন। তাঁহাকে দেখিবামাত্র যুবতীর মুখমণ্ডল বিবর্ণ হইল—অকলঙ্ক

পূর্ণচন্দ্রকে যেন এক খণ্ড মেঘ গ্রাস করিল। নয়নপল্লব অমনি পড়িয়া গেল। তিনি পলাইবার উপক্রম করিলেন।

যুবা, তাঁহাকে পলাইবার উপক্রম করিতে দেখিয়া, দ্রুতপদে রমণীর নিকটে আসিয়া অতি কাতরভাবে কহিলেন, "হেমলতা! ভয় নাই। তুমি কি আমাকে চিনিতে পার নাই?"

হেমলতা কথা কহিলেন না,—আর পলাইলেনও না। চিত্র-পুত্তলিকার ন্যায় অধোবদনে দাঁড়াইয়া রহিলেন।

"হেমলতা! তোমার মনে কি এই ছিল?" যুবা পুনর্ব্বার কহিলেন, "বিধাতা যে অপূর্ব্ব পারিজাত অমৃতময় করিয়া নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন, তাহাতে কিরূপে গরল উৎপন্ন হইল? অথবা, হেমলতে! তোমাকে আমি বৃথা দোষী করিতেছি, যে দুরাত্মা তোমাকে কলঙ্কিত করিয়াছে, বল সে কোথায়? এখনি তার পাপের সমুচিত পুরস্কার দিয়া এই প্রজ্বলিত জ্বালা শীতল করিব। আমি তোমার অন্বেষণ করি নাই, এমন স্থান নাই। হেমলতা! কোন্ ইন্দ্রজালে মুগ্ধ হইয়া তুমি পিতৃহত্যা করিতে উদ্যত হইয়াছ? কোন্ পাষাণে হৃদয় বাঁধিয়া তুমি তোমার শৈশবসহচর অভাগা সুরঞ্জনকেই বা পরিত্যাগ করিলে? হেমলতা! কোন্ গুণে—কোন্ মহামায়াময় মন্ত্রে পাপাত্মা বঙ্কুলাল তোমাকে এরূপ বশীভূত করিল? তুমি যে আপনার ইচ্ছায় আইস নাই, অসহায় পাইয়া পাপিষ্ঠ তোমাকে বলপূর্ব্বক আনিয়াছে, তাহাতে সন্দেহ নাই। অতএব, হেমলতা! আর তোমার ভয় নাই। আর তোমাকে এই বন্দিদশায় দিন যাপন করিতে হইবে না। চল, বাড়ী চল। মুহূর্ত্ত মাত্রও আর

এখানে বিলম্ব করিও না; তোমার বৃদ্ধ পিতাকে যদি দেখিবার ইচ্ছা থাকে, শীঘ্র চল।”

ইন্দুবদনী এতক্ষণ নীরবে, অনন্যমনে সুরঞ্জনের কথাগুলি শুনিলেন। হৃদয় ভেদিয়া একটী দীর্ঘ গভীর নিশ্বাস বাহির হইল। নয়নেও দুই এক বিন্দু জল দেখা দিল; কহিলেন, “পিতা কি সত্য সত্যই পীড়িত?”

“হাঁ, হেমলতা! তিনি যে এ যাত্রা রক্ষা পাইবেন, সে সম্ভাবনাও নাই। তুমিই এই পিতৃহত্যা-পাপের ভাগী। যদি তাঁহাকে বাঁচাইবার ইচ্ছা থাকে, শীঘ্র আমার সঙ্গে চল।”

“যাইব, কিন্তু——” হেমলতা ক্ষণকাল চিন্তা করিয়া কহিলেন, “এখনি যাইতে পারি না। তাঁহার অনুমতি না লইয়া কিরূপে যাইব?”

“তাঁহার অনুমতি! কাহার অনুমতি, হেম?” সুরঞ্জন অত্যন্ত আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া জিজ্ঞাসিলেন; “সেই পাপিষ্ঠ নরাধম প্রতারক বিশ্বাসঘাতকের অনুমতি লইয়া তুমি বাড়ী যাইবে? হেম! এ কথা বলিতে কি তোমার লজ্জা হইল না?”

একটু ক্রুদ্ধ হইয়া রমণী উত্তর করিলেন, “সুরঞ্জন! তুমি আমার সম্মুখে ওরূপ কথা বলিও না। তুমি ঘোর অন্ধকারে ভ্রমণ করিতেছ। হেমলতার চিত্ত কখন নীচ নহে—আমি যাঁহাকে আত্মসমর্পণ করিয়াছি, তিনি তোমার চেয়ে সহস্রগুণে মাননীয়। সুরঞ্জন! তুমি এখন যাও, পিতাকে গিয়া বল, আমি ভাল আছি। শীঘ্র পতিসহ সমারোহে তাঁহার নিকট যাইব।”

সুরঞ্জন একটী দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিলেন। তাঁহার বিষন্ন

বদনমণ্ডল কুজ্‌ঝটিকাজালে আছন্ন হইল। অধোবদনে ক্ষণকাল দণ্ডায়মান থাকিয়া ধীরে ধীরে বলিলেন, "ইন্দ্রজাল—এ নিশ্চয়ই ইন্দ্রজাল! যাহাকে আমি শৈশব হইতে বুদ্ধিমতী জানিতাম, তাহার মুখে আজ এ প্রলাপবাক্য শুনিয়া হৃদয় কি কাতর হয় না? হেমলতা! আমি স্পষ্ট দেখিতেছি, তুমি চৈতন্যশূন্যা হইয়াছ—আত্মজ্ঞান বিস্মৃত হইয়াছ। তুমি——"

"না, সুরঞ্জন!" রমণী গম্ভীরভাবে কহিলেন, "আমি পাগল হই নাই, তুমি বরং পাগল হইয়াছ। আমার জন্য তোমাকে চিন্তিত হইতে হইবে না। আমি সুখে আছি—যাও, পিতাকে গিয়া বল, হেমলতা ভাল আছে, তাহার মানসম্ভ্রমও বিপুল।"

"আমি কি স্বপ্ন দেখিতেছি?" সুরঞ্জন বলিয়া উঠিলেন, "তুমি যাহাকে আমা অপেক্ষা উচ্চকুলোদ্ভব ভাবিতেছ, হেম! সে অতি অধম—পশু। আমি দরিদ্র সত্য। বিধাতা যদ্যপি তোমাকে মনোমত পতি দিয়া থাকেন, মনে ভাবিও না, সুরঞ্জন শুনিলে অসুখী হইবে। তুমি সুখে থাকিলে আমার সুখ। তবে আমি নিশ্চয় জানি, তুমি প্রতারিত হইয়াছ। বঙ্কুলালের ছলনায়, বাক্‌চাতুর্য্যে মুগ্ধ হইয়া তুমি তাহাকে উচ্চকুলোদ্ভব এবং সাধু ভাবিতেছ। আমি সেই পাপিষ্ঠকে সমুচিত শাস্তি না দিয়া কখন ক্ষান্ত হইব না। আমি আবার বলিতেছি, বিনয় করিতেছি, ভাবিয়া দেখ, তুমি মহামায়াজালে আবদ্ধ হইয়াছ! আর এখানে থাকিও না, তোমার পিতা আমাকে ক্ষমতা দিয়াছেন, চল, আমার সঙ্গে চল।"

প্রমদা স্থিরভাবে কহিলেন, "তুমিই প্রতারিত হইয়াছ। আমি বঙ্কুলালের ছলনায় মুগ্ধ হই নাই। আমার আশা পরি-

ত্যাগ কর। তুমি আমার শৈশবসহচর—তুমি আমার হিতা-কাঙ্ক্ষী বন্ধু, তাহা আমি জানি। আমি তোমাকে ভালবাসিতাম,—আমি তোমাকে বিবাহ করিতাম; কিন্তু——অথবা সে কথায় কাজ নাই। এইমাত্র জানিও, আমি সামান্য লোকের বনিতা নহি; দুঃখ করিও না, পিতার নিকট ফিরিয়া যাও।"

"না, হেমলতা! আমি তোমার কথা শুনিব না। তুমি এখন জ্ঞানহারা হইয়াছ। তুমি না গেলে আমি তোমায় জোর করিয়া লইয়া যাইব।" বলিয়া সুরঞ্জন যেমন হেমলতাকে ধরিবেন, তিনি উচ্চৈঃস্বরে চীৎকার করিয়া উঠিলেন। তাঁহার চীৎকার শুনিয়া কাপালিক শশব্যস্ত হইয়া ভৃত্যসঙ্গে তথায় উপস্থিত হইল। সুরঞ্জন দ্রুতবেগে তথা হইতে পলাইলেন। উদ্যানের বাহির হইবেন, সম্মুখে একটী অশ্বারোহীকে দেখিয়া যুগপৎ "বঙ্কুলাল!" এবং বঙ্কুলালও "সুরঞ্জন!" বলিয়া উঠিল। কাহারো মুখে আর কথা নাই। বঙ্কু চলিয়া যাইবার উপক্রম করিল; কিন্তু সুরঞ্জন কর্কশগম্ভীরবাক্যে কহিলেন, "আমি এত দিন যাহার অন্বেষণ করিতেছিলাম, আজ তাহাকে বিধাতা আমার হাতে আনিয়া দিলেন। বঙ্কু! তুমি ঘোর পাপিষ্ঠ, পামর; আজ তোমার নিস্তার নাই। দেখ, আমি পদব্রজে; তুমি অশ্ব হইতে অবতরণ কর, অসি নিষ্কোষিত কর।"

বঙ্কুলাল ঈষৎ হাসিয়া অথচ সেই সঙ্গে ভ্রূযুগল কুঞ্চিত করিয়া কহিল, "আমি তোমার সঙ্গে বিবাদ করিতে চাহি না।"

"রে কাপুরুষ! তোর কি কিছুমাত্র মানাপমান-জ্ঞান নাই? শত্রু অসিহস্তে তোরে আহ্বান করিতেছে, তুই প্রাণভয়ে

ভীত হইয়া পলাইয়া যাইতেছিস্! আমি আজ তোরে ছাড়িব না। নে অসি ধর্।”

বলিয়া সুরঞ্জন শাণিত তরবারি নিষ্কোষিত করিয়া অশ্বপৃষ্ঠেই বঙ্কুলালকে আক্রমণ করিলেন। বঙ্কুও অসি লইয়া আত্মরক্ষার্থ নিযুক্ত হইল। এইরূপে প্রায় এক দণ্ড কাল অসি ঘূর্ণিত ও চালিত হইল; কিন্তু কেহই কাহাকে পরাস্ত করিতে পারিল না। সুরঞ্জন এতক্ষণ কেবল সুযোগ অন্বেষণ করিতেছিলেন, সহসা একবার তাহাকে অন্যমনস্ক দেখিয়া অশ্বস্কন্ধে সবলে এরূপ আঘাত করিলেন যে, মুণ্ড তৎক্ষণাৎ দেহ হইতে ভিন্ন হইয়া গেল। অশ্বের সহিত বঙ্কুও অমনি ভূতলশায়ী হইল। সুরঞ্জন তৎক্ষণাৎ বঙ্কুর বুকের উপর জানু পাতিয়া বসিলেন, এবং তাহার তরবারি করায়ত্ত করিয়া কহিলেন, “পামর! এখন তোরে আর কে রক্ষা করিবে? আত্মপাপ স্বীকার কর্, চল্, এখনি হেমলতাকে তাহার পিতার নিকট লইয়া চল্; নতুবা তোর নিস্তার নাই।”

ক্ষুধার্ত্ত শার্দ্দূল হরিণশাবক করায়ত্ত করিয়া এইরূপে আরক্ত-নয়নে গর্জ্জন করিতে থাকে ও হরিণকে দেখিতে থাকে।

“সুরঞ্জন!” বঙ্কু ধীরে ধীরে কহিল, “তুমি আমাকে মিথ্যা দোষী করিতেছ। আমি হেমলতার ধর্ম্ম নষ্ট করি নাই।”

“নরাধম!” সুরঞ্জন ক্রোধকম্পিত-কলেবরে কহিলেন, “এ কথা মুখে আনিতে তোর লজ্জা বোধ হয় না? আজ তোর শোণিতে হেমলতার কলঙ্ক এবং আমার মনের কালি প্রক্ষালন করিব।”

কিন্তু তাঁহার মনস্কামনা পূর্ণ হইল না। কাপালিকের ভৃত্য

পশ্চাৎ হইতে আসিয়া সুরঞ্জনের হস্ত ধরিয়া ফেলিল; বলিল, "তপস্বীর আশ্রমে শোণিতপাত ?"

সুরঞ্জন মর্ম্মাহত হইয়া তাহার এই অবিমৃষ্যকারিতার প্রতি-ফল দিবার জন্য অসি উত্তোলন করিলেন। ভৃত্য হস্ত ধরিয়া বলিল, "গোলে কাজ নাই বাড়ী যাও—আর বিবাদে কাজ নাই।

বঙ্কু উঠিয়া তরবারি কাড়িয়া লইয়া ভৃত্যসঙ্গে চলিয়া গেল। সুরঞ্জনও বিষণ্ণচিত্তে স্বস্থানাভিমুখে গমন করিলেন।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

তপস্বিকুটীরে।

অজয়সিংহ এক জন সমৃদ্ধিশালী জমীদার। হেমলতা তাঁহার একমাত্র কন্যা। সুরঞ্জন কোন বন্ধুর পুত্র। পিতার মৃত্যু হইলে অজয়সিংহ তাঁহাকে আপনার বাটীতে আনিয়া প্রতিপালন করেন। অজয়সিংহ তাঁহাকে অত্যন্ত ভালবাসিতেন, এবং সেই স্নেহ দৃঢ়ীভূত করিবার জন্য স্বীয় কন্যা ও সমুদয় ধন-সম্পত্তি তাঁহাকে দান করিবার মানস করেন—কেবল মানস নহে, সমস্ত স্থি করিয়াছিলেন।

বাল্যকালাবধি সুরঞ্জন ও হেমলতা একত্রে থাকিতেন। উভ-য়ে প্রতি উভয়ের এক প্রকার অনুরাগও জন্মিয়াছিল। বিবাহের কথায় দুজনেই পরম আনন্দিত হইতেন। কিন্তু বিধাতা এ মিলন লিখেন নাই। বঙ্কুলাল অজয়সিংহের এক দূর আত্মীয়ের পুত্র। বঙ্কুলাল মানসিংহের প্রিয় সহচর। এ ব্যক্তি যেমন চতুর, তেমনি সবক্তা, তেমনি ধূর্ত্ত। স্বার্থসাধন তাহার জীবনের এক

মাত্র উদ্দেশ্য। মানসিংহ হেমলতার অসামান্য রূপলাবণ্যের কথা শুনিয়া মোহিত হন। কিরূপে তাহাকে দেখিবেন, এই ভাবনা হৃদয়ে প্রবল হইয়া উঠে। না দেখা বরং ভাল ছিল, দেখিয়া তিনি মহাবিপদে পড়িলেন। সেই নিরুপম রূপলাবণ্য-বতী কামিনীর জন্য তাঁহার চিত্ত উন্মত্ত হইয়া উঠিল। 'একে চায় আরে পায়।' বঙ্কুলাল প্রভুর চিত্তবিনোদনার্থ কৃতসঙ্কল্প হইয়া আত্মীয়তা প্রদর্শন করিয়া অজয়সিংহের বাটীতে উপস্থিত হইল। বৃদ্ধ অজয়সিংহ সমাদরে তাহার অভ্যর্থনা করিলেন। কিন্তু বঙ্কুলাল আর যাইতে চায় না। ক্রমে হেমলতার সঙ্গে তাহার ঘনিষ্ঠতা জন্মিলে সে তাহাকে ফুস্লাইতে আরম্ভ করিল। অব-সর পাইলেই মানসিংহের রূপ গুণ, বীরত্ব বিক্রম, গৌরব-গরিমা, ধনসম্পত্তির কথা তাহার নিকট বর্ণন করিত। সুরঞ্জনের সঙ্গে হেমলতার বিবাহের স্থির হইয়াছিল, আজ কাল করিয়া এ শুভ সম্মিলন ঘটিয়া উঠে নাই। কিন্তু তাঁহার উপর হেমলতার অনুরাগ দিন দিন কমিয়া যাইতে লাগিল। সূর্য্যালোকে খদ্যোতিকার ক্ষীণালোক মলিন হইল। রমণী-হৃদয়—'জলবৎ-তরলং!'—হেমলতার মন ভুলিয়া গেল। বিশেষতঃ সোণার উপর সোহাগা হইল। মানসিংহ ছদ্মবেশে গোপনে গোপনে মধ্যে মধ্যে তাঁহার সঙ্গে সাক্ষাৎ করিতে লাগিলেন। উচ্চাশয়তা সেই রমণী-হৃদয় আচ্ছন্ন করিল। একদা রজনীযোগে হেম[illegible] বঙ্কুলালের সঙ্গে পলায়ন করিলেন। তাহাদের ঘনিষ্ঠতা দর্শনে সরলচিত্ত সুরঞ্জনের হৃদয়ে ক্রমে ক্রমে ঈর্ষানল প্রজ্বলিত হইতে-ছিল। সুরঞ্জন দরিদ্রের সন্তান; কিন্তু তিনি এক জন সুশিক্ষিত বুদ্ধিমান যুবক ছিলেন। হেমলতা যে তাঁহাকে প্রতারিত

করিবে—পিত্রালয় পরিত্যাগ করিয়া বঙ্কুলালের সঙ্গে পলাইয়া যাইবে, তাঁহার সরলান্তঃকরণে এ সন্দেহ কিন্তু কখন উদয় হয় নাই। তিনি নিশ্চয় জানিতেন, এ বিবাহসম্বন্ধ কখন ভঙ্গ হইবে না—অজয়সিংহ কখন বঙ্কুলালকে কন্যা সমর্পণ করিবেন না। মহারাজ মানসিংহ যে ইহার ভিতরে আছেন, জানিতে পারিলে তিনি পূর্ব্বেই সাবধান হইতেন। যাহা হউক, হেমলতার শঠতা তাঁহার সরলতাকে প্রবঞ্চিত করিল—সুরঞ্জনের আশালতা ছিন্ন হইল।

হেমলতা লাভ হইল বটে, কিন্তু তাহাকে লইয়া মানসিংহ বিষম সঙ্কটে পড়িলেন। তিনি মোগলবংশের উচ্ছেদসাধনের জন্য মহাষড়যন্ত্রে লিপ্ত। আকবর সাহের প্রধানা মহিষী কমলাদেবী তাঁহার অনুরাগিণী; কমলাদেবী মনোরথসিদ্ধির প্রধান সহায়। তাহার নিকট শপথ করিয়াছেন, প্রাণান্তেও অন্য রমণীর মুখাবলোকন করিবেন না। হেমলতার কথা প্রকাশ হইলে তিনি সর্ব্বস্বান্ত হইবেন—এবং তাঁহার প্রাণান্ত হই·বারও সম্পূর্ণ সম্ভাবনা। যাহা হউক, গোপনে হেমলতাকে বিবাহ করিলেন; কিন্তু তাহাকে স্বীয় ভবনে লইয়া যাইতে পারিলেন না। বঙ্কুলাল দ্বারা সুবর্ণগ্রামে এক অট্টালিকা ক্রয় করিয়া প্রাণাধিকাকে তথায় রাখিয়া দিলেন। সকল বিষয়েই প্রায় বঙ্কুর অনুরূপ একটী ভণ্ড কাপালিক হেমলতার রক্ষক নিযুক্ত হইল। মানসিংহ মধ্যে মধ্যে দুই চারি জন অনুচর সঙ্গে তথায় গুপ্তভাবে আসিয়া প্রাণপ্রণয়িনী কামিনীর প্রেমা· লিঙ্গনে চিত্তকে প্রমোদিত করিতেন। সংক্ষেপতঃ কেবল লোকে জানিল, কাপালিকের কপাল ফিরিল; কিন্তু কে এই

অট্টালিকায় বাস করে, বা তাহার ভিতর কি হইতেছে, তাহা কেহই জানিত না। ঐ বাটীতে প্রবেশ করিবার কাহারও অধিকার ছিল না।

এ দিকে আপনার ঐশ্বর্য্যপ্রদর্শনার্থও বটে এবং হেমলতার সুখসম্বর্দ্ধনার্থও বটে, মানসিংহ গোপনে সেই পুরাতন অট্টালিকার সংস্করণ আরম্ভ করিলেন। রজনীযোগে রাজমিস্ত্রী আনাইয়া কয়েকটী নূতন গৃহও তাহার মধ্যে নির্ম্মাণ করাইয়া মণিমুক্তাপ্রবালাদি বিবিধ অমূল্য রত্নালঙ্কারে অতি রমণীয়রূপে সুশোভিত করিলেন। হেমলতা এ সকল বিষয় কিছুমাত্র অবগত ছিলেন না। গৃহগুলি শেষ হইলে মানসিংহ তাঁকে পত্র লিখিলেন, "আমি সত্বর তোমার সঙ্গে সাক্ষাৎ করিব।" তপস্বিতনয়া শৈলবালা সর্ব্বদা হেমলতার সঙ্গে থাকিত।

আজ মহারাজ মানসিংহের আসিবার দিন। হেমলতার হৃদয়-কন্দরে আনন্দ ধরিতেছে না। তিনি শৈলবালাকে কহিলেন,"সখি! আজ তুমি আমাকে মনোমত করিয়া অমূল্য বস্ত্রালঙ্কারে সাজাইয়া দাও।" শৈলবালা পিতার ইঙ্গিতক্রমে রূপসীগণের অগ্রগণ্যা ধরাধন্যা এই কামিনীকে সেই নূতন-নির্ম্মিত বিলাসগৃহ নামে একটী প্রকোষ্ঠে লইয়া গেল। হেমলতা সেই গৃহে প্রবেশ করিয়া একেবারে চমকিত হইয়া উঠিলেন। মহারাজ মানসিংহ এই গৃহটী সাজাইতে অসংখ্য অর্থ ব্যয় করিয়াছিলেন। তাঁহার সুরুচির উজ্জ্বল প্রমাণ সর্ব্বত্র জাজ্বল্যমান। হেমলতা সেকেলে বৃদ্ধ অজয়সিংহের কন্যা, এরূপ অমূল্য বস্ত্রালঙ্কার, সুচারু দ্রব্যসামগ্রী, প্রবালাদি মণিমুক্তা তিনি কখন

দেখেন নাই। বিশেষতঃ শৈশবেই মাতৃহীনা; থাকিলেই বা কে তাঁহাকে দেখায়, কে তাঁহাকে সাজায়? আজ তাঁহার চিত্ত উন্মাদিত হইয়া উঠিল। ভাবিলেন, যেন তিনি কোন মায়া-কাননে উপস্থিত হইয়াছেন। হেমলতা শৈশব অবধিই নির্জ্জন পিত্রালয়ে, বৃদ্ধ-সমাজে প্রতিপালিত হইয়া আসিয়াছিলেম। সুরঞ্জন একমাত্র সহচর। ফলতঃ হাবভাবাদির বিষয় কিছুই অবগত ছিলেন না। সামাজিক সমস্ত বিষয়ে সম্পূর্ণ অনভিজ্ঞ; তাহাতে তিনি নবযুবতী—চিত্ত নিত্য পরিবর্ত্তনশীল—চঞ্চল ও বিলাসী; তিনি আপনার সেই মধুময় সৌন্দর্য্যরাশির বিষয়ে অনভিজ্ঞ ছিলেন না। তাঁহার সেই পীনোন্নত বক্ষঃস্থল ফুলিয়া উঠিতে লাগিল; তিনি পাগলিনীর ন্যায় এ প্রকোষ্ঠ হইতে ও প্রকোষ্ঠ এবং সে প্রকোষ্ঠ হইতে অন্য প্রকোষ্ঠে ছুটিয়া বেড়াইতে লাগিলেন। এই সময়ে তাঁহার রূপমাধুরী যে অপূর্ব্ব শোভা ধারণ করিল, তাহা বর্ণন করা যায় না। তাঁহার সেই ক্ষীণ অথচ কমনীয় দেহখানি অনুপম কারুকার্য্যবিভূষিত মণিমুক্তাদি-রত্নখচিত নীল পট্টাম্বরে শিথিলভাবে পরিরক্ষিত। পাঠক! ঐ দেখ, কি ভুবনমোহিনী মধুর মূর্ত্তি! অঞ্চল ধরায় লুণ্ঠিত হইতেছে; কুঞ্চিত কৃষ্ণ কুন্তলদল অংসে গণ্ডে ঝুলিতেছে; মুখমণ্ডলে মধুর লাবণ্য ভাসিয়া পড়িতেছে! সরস অধরবিম্ব ঢল ঢল করিতেছে—সুধারস যেন তাহাতে ধরিতেছে না। রূপের লাবণ্যলহরী উছলিয়া উঠিতেছে। মস্তকে বস্ত্র নাই। উন্নত স্তনযুগল বেষ্টন করিয়া সুচিক্কণ গজমতিহার ঝলমল করিতেছে! পাঠক! ঐ দেখ, মেঘখণ্ডের ন্যায় নীলাম্বর ধীরে ধীরে হৃদয়াম্বর হইতে সরিয়া যাইতেছে; তাহাতে একটী পয়োধরের ঈষৎ

অথচ মধুর হেমাভা প্রকাশ হইয়া পড়িতেছে! ভাবুক হও ত পাঠক! এ ভাব এক বার মনে মনে ভাবিয়া লও।

রমণী কৌতূহলাক্রান্ত হইয়া কতক্ষণ এ দিক ও দিক ভ্রমণ করিলেন। পরিশেষে ক্লান্ত হইয়া একখানি কুসুমদাম-শোভিত রমণীয় সুকোমল পর্য্যঙ্কোপরি সুস্নিগ্ধ শয্যায় উপবেশন করি- লেন। শৈলবালা ধীরে ধীরে ব্যজনে বায়ু সঞ্চালন করিতে লাগিল। "সখি!" হেমলতা ক্ষণকাল নীরবে বসিয়া থাকিয়া কহিলেন, "শৈল! এই রাজপুরীসদৃশ সুন্দর অট্টালিকা, এই রত্ন- রাজি, এই সকল বহুমূল্য বস্ত্রালঙ্কার—আমিই এই সমুদয়ের অধীশ্বরী! সখি! আমার ন্যায় সৌভাগ্যবতী কি আর পৃথিবীতে আছে? আজ জানিলাম, আমি মহারাজ মানসিংহের মহিষী। ভাল শৈল! তুমি এত দিন এ সকল আমায় দেখাও নাই কেন? আহা! না জানি মহারাজের রাজভবন কতই মনোহর! না জানি তাঁহার কতই ঐশ্বর্য্য!"

শৈলবালা ধীরে ধীরে কহিল, "রাজমহিষি! আসুন, আজ আপনাকে মনের মত করিয়া সাজাইয়া দি।"

"সখি!" হেমলতা উত্তর করিলেন, "আমি মণিমুক্তা ও সুচারু বসন ভূষণ বড় ভালবাসি। তুমি বেশ্ করিয়া আমার বেশভূষা করিয়া দাও; যেন প্রাণেশ্বর না ভাবেন, আমি তাঁহার প্রণয়ের উপযুক্ত নই।"

হেমলতা সুশীতল সুবাসিত তৈলে তাঁহার নিবিড় জলদ- নিন্দি কেশগুচ্ছ মার্জ্জিত করিয়া বেণী বিনাইয়া কবরী বাঁধি- লেন। সেই বিনোদ-কবরীতে থরে থরে মণিমুক্তা ও প্রফুল্ল ফুলদল বসাইয়া দিলেন। শিরীষকুসুম-কমনীয় শরীর সুগন্ধি

সলিলে ধৌত করিয়া দিলেন। এক অপূর্ব্ব-মণিমাণিক্য-রত্ন-বিজড়িত বস্ত্র পরাইয়া সুবর্ণ কাঁচলীতে উচ্চ কুচযুগল আঁটিয়া দিলেন। তাড়, বলয়, হার প্রভৃতি বিবিধ অলঙ্কার একে একে যথাস্থানে পরাইলেন। আতর, গোলাপ আদি গন্ধদ্রব্যের সৌগন্ধে সমস্ত গৃহ আমোদিত হইল। বেশ-বিন্যাস শেষ হইলে শৈলবালা তাঁহাকে আর একটী কক্ষে লইয়া গেলেন। এই প্রকোষ্ঠের মধ্যস্থলে গজদন্তনির্ম্মিত ময়ূরপুচ্ছোপ-শোভিত রত্নখচিত এক অপূর্ব্ব রাজসিংহাসন; মস্তকের উপর সেইরূপ রত্নরাজির চন্দ্র-মণ্ডল-মালা-বিমণ্ডিত চন্দ্রাতপ এবং তাহার অধোভাগে রাজছত্র। ঝালরে গজমুক্তা সকল ঝলমল করিতেছে। সেই সিংহাসনের দুই পার্শ্বে দুইটী চামর; সম্মুখে দুইটী রাজমুকুট। তাহাতে শ্বেত রক্ত নীল পীত প্রভৃতি নানা বর্ণের অমূল্য প্রস্তরখণ্ড সকল বিন্যস্ত হইয়াছে। সেই সকল রত্নরাজি-সম্ভূত স্নিগ্ধ মধুর বিভা সমস্ত গৃহ আলোকিত করিয়াছে। রাজেন্দ্রমহিষী বিস্মিত ও চমৎকৃত হইয়া একদৃষ্টে অনিমিষনয়নে সেই বিপুল বিভবের অতুল শোভা দেখিতে লাগিলেন। কিছুতেই নয়নযুগলের পরিতৃপ্তি জন্মিল না।

শৈলবালা মধুর স্বরে কহিল, "রাজমহিষি! আপনি ঐ রত্না-সনে বসুন, আমি আপনার মস্তকে ঐ মণিময় মুকুট পরাইয়া দিয়া চামরের বাতাস করি।"

হেমলতা একটু চিন্তা করিয়া কহিলেন, "না, সখি! এখন আমি ও সিংহাসনে বসিব না। যাঁহার প্রসাদে আমি এই সকল অতুল ঐশ্বর্য্যের অধীশ্বরী হইয়াছি, তিনি স্বয়ং ঐ সিংহাসনে আমাকে বসাইবেন।"

শৈলবালা নীরব রহিল। হেমলতা উঠিলেন, একখানি চিত্র-পটের নিকট গিয়া কহিলেন, "শৈল! এটী কি সুন্দর চিত্র! ইহা যে মনুষ্যের হস্তচিত্রিত—ইহার দেহে যে জীবনাভাব, তাহা বোধ হয় না!" আবার অন্য দিকে চাহিয়া কহিলেন, "এটী কি মনোহর দর্পণ! এটী কি অপূর্ব্ব ছত্র! সখি! আজ আমাদের কি আনন্দের দিন! শৈল! এ সকল কি প্রাণেশ্বরের আমার প্রতি আন্তরিক অকৃত্রিম অনুরাগের চিহ্ন নহে? সখি! বেলা কি আর যাইবে না?"

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

বিরহ—মিলনে।

যথাসময়ে দিনদেব অস্তাচলের চূড়াবলম্বন করিলেন। ধরণী ক্রমে ক্রমে অন্ধকারে আবৃত হইল। সেই রাজপ্রাসাদসদৃশ সুচারু গৃহ সকল অপূর্ব্ব আলোকে আলোকিত করা হইল—সূর্য্যের প্রখর কিরণে সেই রত্নরাজির বিভারাশি এতক্ষণ সম্পূর্ণ-রূপ প্রকাশিত হইতে পারে নাই; এখন তাহা সুন্দর শোভা ধারণ করিল। প্রদীপের ক্ষীণালোকের প্রয়োজন ছিল না, তথাপি শত শত দীপ এককালে স্থানে স্থানে জালিয়া দেওয়া হইল। প্রদীপের সেই মধুর রশ্মি চন্দ্রকান্ত, নীলকান্ত, পদ্মরাগ মণির মনোহর জ্যোতিতে প্রতিফলিত হইয়া এক চমৎকার আলোক জন্মিল। সন্ধ্যা সমাগত দেখিয়া বিহঙ্গগণ কুঞ্জে কুঞ্জে কলরব করিতে লাগিল; এবং বিবিধ কুসুম এক একটী করিয়া

প্রস্ফুটিত হইয়া হাসির ছটায় প্রকৃতিকে হাসাইয়া তুলিল। সুমন্দ মলয়-পবনের মৃদুল মধুর হিল্লোলে সেই বিকসিত পুষ্প-রাশির সুরভি সৌরভ দিগন্তে ধাবিত ও বিক্ষিপ্ত হইয়া জনমন মোহিত করিল।

"কিন্তু শৈল!" হেমলতা একটী দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিয়া কহিলেন, "এই সকল ঐশ্বর্য্য লাভ করিয়াও আমি ক্ষণকালের জন্য সুখী নহি। যদ্যপি আমাকে সেই দীনভাবে এই বিজন তপস্বীর আশ্রমে জীবনাতিপাত করিতে হইল, আমি কে যদি লোকে না জানিল, আমিও জগতের কিছুই যদ্যপি না জানিলাম, সখি! তখন আমার এ ঐশ্বর্য্যে সুখ কি? এই মর্ম্মবেদনার উপর দুরাত্মা বঙ্কুলাল ও তোমার নির্দ্দয় পিতার দৌরাত্ম্য আমার সহ্য হয় না। মহারাজ আসিলে আমি আজ ইহাদের অত্যাচারের কথা সমস্ত বলিয়া দিব।" বলিতে বলিতে তাঁহার নলিনী-নিভ নয়নযুগল অশ্রুপূর্ণ হইয়া আসিল, তিনি আর একটী দীর্ঘ-নিশ্বাস ফেলিয়া বলিলেন, "সখি! আমার দুঃখের আরো একটী কারণ আছে। শুনিলাম, আমার পিতা আমার শোকে মৃত্যু-শয্যায় শয়িত। তাঁহাকে না দেখিয়া আমারো মন অত্যন্ত আকুল হইয়াছে। আমার এই সুখসম্পদের কথা শুনিলে তিনি যে নূতন জীবন পাইবেন, সন্দেহ নাই।"

"রাজমহিষি!" শৈলবালা ধীরে ধীরে সেই বিলোল-বিভঙ্গি-লাঞ্ছন নয়নপদ্মের জলবিন্দু মুছাইয়া দিয়া বলিল, "আজ আপনার এ অশ্রুপাত অকর্ত্তব্য।"

"সে কথা সত্য।" হেমলতা কিঞ্চিৎ সুস্থ হইয়া কহিলেন, "কিন্তু পিতাকে মনে পড়িলে হৃদয় কাতর হইয়া উঠে।—ভাল,

মহারাজ কই! সেই সজল জলধরের উদয়-আশায় কত কাল এই তৃষিত চাতকী জীবিত থাকিবে? দেখ, ক্রমে রজনী গভীরা হইয়া কালভুজঙ্গীর ন্যায় আমাকে দংশন করিতে আসিতেছে।”

তাঁহারা যখন এইরূপ কথাবার্ত্তা কহিতেছিলেন, সেই ভবনের অপর একটী কক্ষে তপস্বী ও বঙ্কুলাল মন্ত্রণায় নিমগ্ন ছিল। তপস্বীর বয়ঃক্রম চল্লিশ বৎসর; বর্ণ নিবিড় কৃষ্ণ—অথচ কিছুমাত্র চিক্কণতা নাই; মস্তকের জটাজূট তাম্রবর্ণ; শ্মশ্রু সুদীর্ঘ; চক্ষুর্দ্বয় অতি ক্ষুদ্র, কিন্তু হিংস্রক জন্তুর ন্যায় জ্বলন্ত ছটাবিশিষ্ট। ভ্রূযুগল কেশশূন্য; নাসিকাটী চেপ্‌টা; ললাট অত্যন্ত ক্ষুদ্র এবং রোমে পরিপূর্ণ; দন্তগুলি দীর্ঘ, উচ্চ এবং সর্ব্বদাই পরিদৃশ্যমান; ওষ্ঠ পুরু এবং উল্টান; চিবুক দীর্ঘ ও দেখিতে কদর্য্য। কণ্ঠ জ্যামিতির বিন্দুবিশেষ—নাই বলিলেই চলে; মস্তকটী একটী ক্ষুদ্র বেলের ন্যায়; দেহের গঠন ক্ষীণ ও কৃশ। বক্ষঃস্থল ও সর্ব্বাঙ্গ ঘন লোমাবৃত। তপস্বী অল্প খঞ্জ। তাহাকে দেখিলে মহাভয় হয়। এই মহাপুরুষ হেমলতার তত্ত্বাবধায়ক।

বঙ্কুলাল তপস্বীকে কহিল, “বেটীর কি অহঙ্কার! আমা-হইতেই ওর এই সম্পদ—এই সম্মান—উনি আবার আমাকেই তুচ্ছ তাচ্ছীল্য করেন!”

“ভাই!” তপস্বী উত্তর করিল, “ও কথা আর বল না। আমাকে পদে পদে অপমান সহ্য করিতে হয়।”

“কিন্তু রাগ করা হবে না।” “বঙ্কুলাল হাসিতে হাসিতে বলিল, “উহা দ্বারা আমরা বড় লোক হব। আমি একবার যাই, বেটীর সঙ্গে গোটা দুই কথা আছে।”

হেমলতা বসিয়া আছেন। বঁাকে ধীর-গম্ভীর-পদবিক্ষেপে সেই গৃহে প্রবেশ করিল। হেমলতা তাহাকে দেখিয়া সহাস্য-মুখে কহিলেন, "প্রাতঃকালে তুমি মহারাজের পত্র দিলে অপরি-সীম আনন্দভরে আমার হৃদয় উন্মত্ত হইয়া উঠিয়াছিল, আমি তখন তোমার সমাদর করিতে পারি নাই; সেজন্য দুঃখিত হইও না।"

"রাজমহিষি!" বঙ্কুলাল বিনীতভাবে কহিল, "আমি কিজন্য দুঃখিত হইব? নরেন্দ্রাণি! আমরা সময়ে সময়ে যে সকল কাজ করি, আপনি জানিবেন, সে সমস্তই আপনার ও মহারাজের মঙ্গলের জন্য। আপনাদের এই পরিণয়-সংবাদ প্রকাশ হইলে, মহারাজের মহাবিপদ ঘটিবার সম্ভাবনা; সুতরাং সকল সময়ে আমরা আপনার ইচ্ছানুরূপ চলিতে পারি না। জগদীশ্বর দিন দিলে, এ দুঃখ পরম সুখে পরিণত হইবে। প্রার্থনা করি, আপনি বিরক্ত হবেন না।"

"বঙ্কুলাল!" হেমলতা বিষাদমিশ্রিত স্বরে কহিলেন, "তোমাদের উপর আমি কিজন্য রাগ করিব? তোমাদের অনেক কাজ আমার প্রীতিকর হয় না সত্য, কিন্তু তাহা আমি অদৃষ্টের নির্ব্বন্ধ জানিয়া সহ্য করি।"

বঙ্কুলাল এ কথার উত্তর না দিয়া জিজ্ঞাসিল, "ভাল, সুরঞ্জ-নের সঙ্গে আজ আপনার দেখা হইয়াছিল?"

হেম। হাঁ, শুনিলাম পিতার উৎকট পীড়া হইয়াছে।

বঙ্কু। এ তাহার মিথ্যা কথা। আমি যে লোককে এই সংবাদ আনিতে পাঠাইয়াছিলাম, সে তাঁহাকে সুস্থ শরীরে মৃগয়াবিহারে নিরত দেখিয়া আসিয়াছে।

"বঙ্কুলাল!" একটু বিরক্তভাবে হেমলতা উত্তর করিলেন, "সুরঞ্জন প্রতারক নহে। মহারাজ আসিলে আমি একবার পিতাকে দেখিতে যাইব।"

"রাজেন্দ্রমহিষি!" গম্ভীরভাবে বঙ্কুলাল উত্তর করিল, "আপনি সুরঞ্জনের মর্ম্মে বেদনা দিয়াছেন, এই জন্য সে মিথ্যা করিয়া আপনার পিতার পীড়ার সংবাদ দিয়া এই সুখের সময় আপনাকে অসুখিত করিয়াছে, সন্দেহ নাই। যাহা হউক, মহারাজকে কি আপনি এ কথা বলিবেন?"

হেম। হাঁ, তাহাতে ক্ষতি কি?

বঙ্কু। বিলক্ষণ ক্ষতি আছে। তিনি যদ্যপি শুনেন সুরঞ্জন আপনার সন্ধান পাইয়াছে, তাহা হইলে আপনাকে বিপদ্‌গ্রস্ত জানিয়া একান্ত আকুল হইবেন। এই সুরঞ্জনের জন্য তিনি কিরূপ চিন্তিত আছেন বলিতে পারি না।

হেম। তবে কি তাঁহাকে কিছুই বলিব না?

বঙ্কু। না, দেবি! তাঁহার আনন্দকাননে কণ্টক রোপণ করা উচিত নয়। এই বিবাহ গোপন রাখিবার কি কোন গূঢ় কারণ নাই, আপনি ভাবিয়াছেন?

এই সময়ে গম্ভীর-স্বাধীন-পদবিক্ষেপ এবং অশ্বের হ্রেষাধ্বনি বহির্ভাগে শ্রুত হইল।

"ঐ মহারাজ আসিয়াছেন।" বলিয়া হেমলতা অপরিসীম আনন্দসহকারে উল্লাসিত হইয়া উঠিলেন। গোলাপের মধুর অধরে কে যেন স্বর্গীয় লাবণ্য মাখাইয়া দিল!

"আপনি আমার উপর বিরক্ত হইবেন না।" বলিয়া বঙ্কুলাল চলিয়া গেল; মহারাজও অবিলম্বে গৃহে প্রবেশ করিলেন।

সুলোচনা বহুদিনের পর প্রাণনাথকে দর্শন করিয়া হাসিতে হাসিতে অগ্রসর হইয়া মসৃণ-মৃণাল বাহুলতিকা দ্বারা তাঁহাকে বেষ্টন করিয়া, হৃদয়ে মস্তক রাখিয়া, মুখ পানে চাহিয়া কহিলেন, "এত দিনে এ দাসীকে মনে পড়েছে ?"

মহারাজ প্রেয়সীকে বক্ষে ধরিয়া প্রেমভরে তাঁহাকে আলিঙ্গন ও আদরে বিম্বাধর চুম্বন করিয়া কহিলেন, "হেমলতা! তোমাকে কি কখন ভুলিব? তুমি যে আমার মনের সঙ্গে মিলিয়া গিয়াছ ?"

"সে কথা সত্য ; কিন্তু, মহারাজ!" হেমলতা ললিতমধুর-স্নিগ্ধস্বরে কহিলেন, "তবে আপনি কিজন্য অধীনীর প্রতি এত নিদয় হইয়াছেন? এ দাসী দিনযামিনী একমনে যাঁহার পাদপদ্ম ধ্যান করিয়া জীবিত আছে, বহুকাল তাঁহার অদর্শনে বাঁচিবার সম্ভাবনা কোথা ?"

বলিতে বলিতে মৃগলোচনার নিবিড় নীলোজ্জ্বল সুদীর্ঘ নয়ন জলভারে ভারী হইল ; নিশ্বাস ঘন ও হৃদয়স্পন্দন দ্রুত হইল। তিনি মহারাজের বক্ষে মস্তক রাখিয়া পুনর্ব্বার বাহুলতা দ্বারা তাঁহার কণ্ঠ জড়াইয়া ধরিয়া সাক্ষাৎ প্রেমপ্রতিমার ন্যায় অধোবদনে দণ্ডায়মান রহিলেন।

"প্রিয়ে! ক্ষান্ত হও।" মহারাজ ধীরে ধীরে হেমলতার চিবুক ধরিয়া মস্তক উঠাইয়া অনিমিষনয়নে সেই মুখচন্দ্রের অপূর্ব্ব শোভা দেখিতে দেখিতে কহিলেন, "প্রেমময়ি! আমারি অপরাধ সত্য ; কিন্তু কি করিব? আমার পদে পদে বিপদ, বিশেষতঃ সর্ব্বদাই আমাকে রাজকার্য্যে ব্যাপৃত থাকিতে হয়, এখানে আসিবার অবসর প্রায় ঘটিয়া উঠে না।"

"কি, মহারাজ!" আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া হেমলতা জিজ্ঞাসিলেন, "আপনার আবার পদে পদে বিপদ?—অথবা আপনি যখন বলিতেছেন, তখন তাহাতে অবিশ্বাস কি? কিন্তু এ বড় আশ্চর্য্যের বিষয়, মহারাজ মানসিংহের পদে পদে বিপদ! অন্যে আজ এ কথা আমার সাক্ষাতে বলিলে কখনও বিশ্বাস করিতাম না।"

মানসিংহ হাসিয়া বলিলেন, "প্রিয়ে! তোমার মন যেমন সরল, যেমন বিশুদ্ধ, তুমি সকলকেই সেইরূপ ভাবিয়া থাক। কিন্তু——"

তাঁহার বাক্য শেষ না হইতেই হেমলতা কহিলেন, "তা না ভাবিলে আজ আমাকে এই মনোকষ্টে নির্জ্জনে দিন কাটাইতে হবে কেন?"

মানসিংহ উত্তর করিলেন, "এ মনোকষ্ট আর তোমাকে অধিক দিন ভোগ করিতে হইবে না। প্রিয়ে! আমি তোমাকে প্রবঞ্চনা করিতেছি না; উচ্চপদস্থ ব্যক্তিমাত্রকেই সর্ব্বদা সশঙ্কিত থাকিতে হয়। কি জানি, দৈবাৎ যদ্যপি একবার পদস্খলিত হয়, তবে আর নিস্তার নাই। বালুকাময় সোপান দিয়া আমাদিগকে সৌভাগ্য-শিখরীর উন্নততম শিখরে আরোহণ করিতে হয়। প্রাণাধিকে! এ অবস্থায় প্রতি পদেই যে মহাসঙ্কট, তাহার বিচিত্র কি? কিন্তু প্রাণময়ি!—" মহারাজ সহাস্যমুখে পুনর্ব্বার বিধুবদনার বদনবিধু চুম্বিয়া কহিলেন, "আর আমাকে অধিক কাল এইরূপ সশঙ্কিতভাবে কাল হরণ করিতে হবে না। ভগবান্ ভবানীপতি এবং প্রলয়কর্ত্রী কালী আমার প্রতি প্রসন্ন; অচিরে আমি নিষ্কণ্টক এবং নিরুদ্বেগ হইয়া

তোমার সহবাসে কাল হরণ করিব। হেমলতে! কার সাধ প্রাণপ্রতিমাকে দূরে রাখিয়া অন্ধকারে বাস করে?"

"নাথ!" হেমলতা মহারাজের গলা ধরিয়া কহিলেন, "তবে এ দাসী আর কত কাল এই তিমিরার্ণবে ঘূর্ণিত হইবে? আবার কত কালে আপনার এ অধীনীকে মনে পড়িবে? আপনি আমার নয়নের অন্তরাল হইলে আমি বিশ্বসংসার অন্ধকার দেখি।"

"প্রিয়ে!" মানসিংহ তাঁহার সেই নীলপদ্মনিন্দিত নয়ন মুছাইয়া দিয়া কহিলেন, "শীঘ্রই আমি তোমাকে আমার ভবনে লইয়া যাইব। এক্ষণে এই মুকুট মস্তকে দিয়া ঐ সিংহাসনে একবার উপবেশন কর, তোমার রাজরাজেশ্বরী রূপ দেখিয়া নয়ন সার্থক করি।"

বলিয়া মহারাজ স্বহস্তে হেমলতার মস্তকে সেই মণিময় মুকুট পরাইয়া দিয়া তাঁহাকে সিংহাসনের উপর বসাইলেন—আপনি পার্শ্বে বসিলেন। শৈলবালা চামর ঢুলাইতে লাগিল।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

পথে।

বঙ্কুলাল তাঁহার সন্ধান পাইলে বিপদ ঘটিবে, সুতরাং সুরঞ্জন সেই রাত্রিতেই সুবর্ণগ্রাম পরিত্যাগ করিয়া চলিলেন। ইতিপূর্ব্বে তিনি কখন এ প্রদেশে আসেন নাই, কোন্ পথে যাইবেন, স্থির করিতে না পারিয়া স্বীয় অশ্বের ইচ্ছানুসারেই চলিতে লাগিলেন। দুর্ভাগ্যবশতঃ কিয়দ্দূর আসিয়া তাঁহার অশ্বের লালবন্ধ ভগ্ন হইয়া গেল। একে পর্ব্বতময় প্রদেশ, পথ

কঠিন প্রস্তরখণ্ড সমাকীর্ণ; অশ্বের গতি একপ্রকার রোধ হইল। সমস্ত রাত্রি অবিশ্রান্ত চলিয়া প্রভাতে তিনি দেখিলেন, চারি পাঁচ ক্রোশ মাত্র আসিয়াছেন।

অশ্বের লাল-বাঁধান প্রথম প্রয়োজন। কষ্টে স্বষ্টে আরও দুই ক্রোশ আসিয়া সম্মুখে একটী গ্রাম দেখিলেন। গ্রামে প্রবেশিয়া দুই এক ব্যক্তিকে জিজ্ঞাসিলেন, সেখানে কামার আছে কি না। কিন্তু কেহই তাঁহার কথার উত্তর দিল না। তিনি হতাশ্বাস হইয়া অশ্বকে কশাঘাত করিতে লাগিলেন; কিন্তু অশ্ব এক পাও চলিতে চাহিল না। তখন অশ্ব হইতে নামিয়া অশ্বের রশ্মি ধরিয়া আরও একটু যাইয়া দেখিলেন,একটী প্রবীণা রমণী গৃহমার্জ্জনা করিতেছে। তাহাকে জিজ্ঞাসিলেন, "এখানে কামার আছে গা?"

বৃদ্ধা তাঁহার কথার উত্তর না দিয়া তাহার একটী দ্বাদশ-বর্ষীয় বালককে কহিল, "ইনি কি বলিতেছেন, শোন।" বালক অগ্রসর হইয়া জিজ্ঞাসা করিল, "আপনি কি বলিতেছেন?"

সু। এখানে কামার আছে?

বা। আপনি বাড়ীর ভিতরে আসুন, গুরুমহাশয় বলিতে পারিবেন।

সেই স্থানে অশ্বটীকে বাঁধিয়া সুরঞ্জন বাটীর মধ্যে প্রবেশিলেন। গুরুমহাশয়ের বয়ঃক্রম প্রায় পঞ্চাশ বৎসর। তিনি সেই গ্রামে এক জন মহাপণ্ডিত বলিয়া প্রসিদ্ধ। তিনি আপনিই বলিতেন, তাঁহার তুল্য পণ্ডিত দ্বিতীয় নাই,—সুতরাং গুরু-মহাশয় যে যার-পর-নাই বিদ্যাভিমানী হইবেন, বিচিত্র কি? সুরঞ্জনকে দেখিয়া সংস্কৃত ভাষায় জিজ্ঞাসিলেন, "তুমি কে?"

সংস্কৃত ভাষায় প্রশ্ন শুনিয়া সুরঞ্জন গুরুমহাশয়কে বুঝিতে পারিলেন। তিনিও সংস্কৃত জানিতেন; পণ্ডিতপ্রবরকে সন্তুষ্ট করিতে পারিলে শীঘ্র কাজ পাইবেন ভাবিয়া, সংস্কৃততেই বলিলেন, "আমি পথিকঃ।"

কিন্তু হিতে বিপরীত হইল। সংস্কৃত ভাষায় উত্তর শুনিয়া গুরুমহাশয় সুরঞ্জনকে পাইয়া বসিলেন। বিদ্যাপ্রকাশের আজ পরম সুযোগ। অনভিজ্ঞ কৃষকদিগের মধ্যে বাস করিয়া প্রায় তিনি এই দীর্ঘ বয়স লাভ করিয়াছেন; এ পর্য্যন্ত মনের মত মানুষ পান নাই। তিনি কখন কখন সন্নিকটস্থ মণ্ডল এবং সাধারণ কৃষকদিগকে একত্রিত করিয়া সংস্কৃত ভাষায় বক্তৃতা করিতেন এবং ভাগবতাদি ধর্ম্মগ্রন্থ পড়িয়া শুনাইতেন।

সুরঞ্জনকে তিনি এক জন পণ্ডিত লোক—তাঁহা অপেক্ষা নহে—বিবেচনা করিয়া, প্রীতিপ্রফুল্লচিত্তে পরম সমাদরে অভ্যর্থনা করিয়া বসিতে বলিলেন।

কৌতুক দেখিবার জন্য সুরঞ্জন সংস্কৃত ভাষায় বলিলেন, "হে পণ্ডিত-কুল-শেখর! আপনার সৌজন্যে আমি পরম প্রীতি লাভ করিলাম। কিন্তু আমার বিশেষ প্রয়োজন আছে, বিলম্ব করিতে পারিব না। এ স্থানে কর্ম্মকারের বাস আছে কি না অনুকম্পা করিয়া আমাকে বলুন; আমার অশ্বের লালবন্ধ ভগ্ন হইয়াছে, অশ্ব এক পদও চলিতে অসমর্থ।"

সুরঞ্জনের বিশুদ্ধ সংস্কৃত শুনিয়া গুরুমহাশয় একেবারে দ্রবীভূত। কিছু না বলিয়া হস্ত ধরিয়া পথশ্রান্ত পথিককে আপনার পার্শ্বে বসাইলেন। "সুজানি!" তিনি সেই বৃদ্ধাকে ডাকিয়া বলিলেন, "ইনি এখানে আহার করিবেন। ভাল করিয়া আহার

প্রস্তুত কর—এক পয়সার ঘৃত আনাইয়া ডালে দিও; আর আজ আটার রুটী কর। কেবল, তুই যা, ঘোড়াটীকে দুটী ঘাস এনে দে।”

বৃদ্ধা বকিতে বকিতে চলিয়া গেল। কেবল উঠিলও না।

“মহাশয়!” গুরুমহাশয় সুরঞ্জনকে কহিলেন,“জহুরী না হলে জহর চেনে না। আপনিই আমার গুণ বুঝিতে সক্ষম। আপনাকে পাইয়া আজ আমি কি পর্য্যন্ত আনন্দ লাভ করিলাম, বলিতে পারি না। আমার পরম সুখের দিন—আপনারও পরম সৌভাগ্য, তাই আমার সাক্ষাৎ পাইলেন। এখন বিশ্রাম করুন, আহারাদি করুন, যাবেনই এখন। যেতে সকলকেই হবে; আপনিও যাবেন, আমিও যাব—নিস্তার কাহারও নাই। আপনি জ্ঞানী—আমারও কোন গ্রন্থ পড়িতে বাকি নাই; বুঝিতেই পারেন, যেতে সকলকেই হবে।”

পণ্ডিত-কুল-শেখর এ কথাগুলি সংস্কৃততেই বলিলেন; কিন্তু তাঁহার সেই নবোদ্ভাবিত সংস্কৃত বুঝিতে পাঠকদিগের মহাবিপদ ঘটিবে, সুতরাং আমি বাঙ্গালাতেই দিলাম।

সুরঞ্জন উত্তর করিলেন, “আমার বিশেষ প্রয়োজন আছে—আমার হাতে কোন ব্যক্তির জীবন নির্ভর করিতেছে; অতএব আপনি জানেন ত বলুন, এখানে কেহ ঘোড়ার নাল বাঁধিতে পারে কি না?”

গুরুমহাশয় একটু হাসিয়া বলিলেন, “কি বিপদ! এত ব্যস্ত কেন? এখানে কেহ ঘোড়ার নাল বাঁধিতে না পারিলে আপনাকে ডাকিলাম কেন?—বলি ও সুজানি! সুজানি! দেখ, ডালে ঘি দিতে ভুলিও না।—ভাল, কি ক'রে আপনার ঘোড়ার নাল

ভাঙ্গিল ?—ভাগবতে, কি বিষ্ণুপুরাণে—ঠিক স্মরণ হয় না, দেখিয়াছি, দিলীপ রাজা একদা ইন্দ্রের সঙ্গে সাক্ষাৎ করিবার জন্য অশ্বারোহণে অমরাবতী যাইতেছিলেন। মহাশয় গো! সে এক চমৎকার অশ্ব; মহারাজ তাহার পৃষ্ঠে আরোহণ করিয়া যেই কশাঘাত করিলেন, অমনি ঘোড়াটী তীরের ন্যায় ছুটিল। কিন্তু অর্দ্ধেক পথ গিয়া ঘোড়ার লালবন্ধ ভাঙ্গিয়া গেল।—সম্মুখেই সুমেরু পর্ব্বত, সমস্ত দেশ কঠিন কঙ্কর ও প্রস্তরময়, অশ্ব আর চলিতে পারিল না। মহারাজ দিলীপ অনন্যোপায় হইয়া অশ্ব হইতে নামিয়া—আপনি বিরক্ত হইতেছেন—আপনারো সেইরূপ বিপদ ঘটিয়াছে, শুনুন না, তার পর তিনি কি করিলেন অশ্ব হইতে নামিয়া, স্বহস্তে অশ্বের রশ্মি ধরিয়া এক দরিদ্র বৃদ্ধা ব্রাহ্মণীর কুটীরে উপস্থিত হইলেন। ব্রাহ্মণী——"

"মহাশয়! তবে আমি চলিলাম।" বলিয়া সুরঞ্জন উঠিবার উপক্রম করিলেন। বলিলেন, "আপনি জানেন ত বলুন।"

"না বল্‌বার তো কোন কারণই নাই।" গুরুমহাশয় হাসিতে হাসিতে বলিলেন, "ঋগ্বেদের এক স্থানে আছে 'বিলম্বেন কার্য্যসিদ্ধি'। আমি যখন ঋগ্বেদ অধ্যয়ন করি—হায় রে, সেই শৈশবের কথা মনে পড়িলে কান্না পায়!—সদানন্দ বেদব্রত আমাদের আচার্য্য ছিলেন। তাঁহার নাম সকলেই [illegible]। আপনিও কি তাঁহার নিকট সং[illegible]িয়াছেন[illegible]

সুরঞ্জনের আর সহ[illegible]ধীর [illegible]া বলিলেন, "মহাশয়! আপনার বিদ্যায় আমি বিলক্ষণ প[illegible] পাইয়াছি, এখন একটু ক্ষান্ত হউন; বলুন, এখা[illegible] ঘোড়ার লাল বাঁধিতে পারে কি না?"

"তা ত এখনি বলিব।" আমাদের নাছোড়বান্দা গুরুমহাশয় উত্তর করিলেন, "ভাল, আপনার কি করা হয়? আপনি কি কোন বিদ্যামন্দিরের অধ্যাপক? আমি ইতিপূর্ব্বে গিরিজাভূষণ বেদান্তবাগীশের নিকট একবার গিয়াছিলাম। বেদান্তবাগীশ মহাশয় এক জন কৃতবিদ্য লোক—চারিখানি বেদ তাঁহার কণ্ঠস্থ। তাঁহার বয়ঃক্রম প্রায় ৭০।৭৫ বৎসর। বেশ্ সুপুরুষ, রংটী——"

"মহাশয়! বেদান্তবাগীশ বেশ্ সুপুরুষ, তা তিনিই আছেন, তাহাতে আমার কি? আমি চলিলাম, স্বয়ং খুঁজিয়া লইব।" বলিয়া সুরঞ্জন উঠিলেন।

"ভাল, আহারাদি করুন ত।" গুরুমহাশয় তাঁহাকে বসাইয়া কহিলেন, "জ্যোতির্ব্বিদ্যায় কি আপনার দৃষ্টি আছে? ন চ বিদ্যাং পরং জ্যোতিষং!

গগনতলে ভানুর ভাতি।
গণে আনি খড়ি পাতি॥
কহত কৃষ্ণ কহত রাম।
কোন্ নগরে কাহার ধাম॥
বিছা কন্যা তুলা মীন।
[illegible]স খেলে কাটাও দিন॥

গিরিজাভূষ[illegible] জন প্রসি[illegible]র্ব্বেত্তা। আমি তাঁহারি নিকট এই শাস্ত্র শি[illegible]করিয়া[illegible]

সুরঞ্জন বহু ক্লে[illegible] সম্বরণ করিয়া কহিলেন, "আপনারও ত এ বিদ্যায় বিলক্ষণ প[illegible]দর্শিতা আছে।"

"কই, আপনার হাত [illegible]" পরম আহ্লাদিত হইয়া

পণ্ডিতচূড়ামণি কহিলেন, "আপনার কি কিছু গণাইবার আছে?"

"আছে, বলুন দেখি এ গ্রামে কোথায় কামারের বাড়ী?" সুরঞ্জন জিজ্ঞাসিলেন।

"হাহা! হাহা!" হাসিয়া লছ্‌মন ঠাকুর (পণ্ডিত মহাশয়) কহিলেন,"ভাল তামাসা বটে! সমস্ত প্রয়োজনীয় বিষয় ফেলিয়া কেবল কামারের বাড়ী!"

গুরুমহাশয় এইরূপে আমাদের হতভাগ্য পথিকের উপর কত উৎপীড়ন করিতেন বলা যায় না। সৌভাগ্যক্রমে কেবলরাম "আহার প্রস্তুত হইয়াছে, আপনারা আসুন" বলিয়া ডাকায় তিনি নিস্তার পাইলেন। আহারান্তে গুরুমহাশয় পুনর্ব্বার শাস্ত্রের তর্ক উপস্থিত করিবার উপক্রম করিলেন দেখিয়া সুরঞ্জন কহিলেন, "আর এখন নয়।"

গুরুমহাশয় দুঃখিত হইয়া কহিলেন, "কেবলরাম! যাও, ইহাঁকে চণ্ডাল কামারের দোকান দেখাইয়া দিয়া এস।"

"কোথায়?—" এলোচুলে, লাতাহাতে শুজানি বাহির হইয়া জিজ্ঞাসিল, "কোথায়? তা হবে না।"

"যাও যাও, তুমি আপনার কাজ কর গে।" বলিয়া গুরু-মহাশয় তাহাকে ধমকাইলেন। কেবলের সঙ্গে সুরঞ্জন চলি-লেন।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ।

ভুতাশ্রমে।

সুরঞ্জন চলিতে লাগিলেন; গ্রাম পশ্চাতে পড়িল; চণ্ডাল কামারের দোকানের দেখা নাই।

“এ কামারের বাড়ী আর কত দূর?” তিনি কেবলকে জিজ্ঞাসিলেন।

“বাড়ী!” আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া কেবলরাম কহিল, “বাড়ী! কোথায় তা ধর্ম্ম জানেন।”

“এ পরিহাসের সময় নয়।” কুপিতভাবে সুরঞ্জন উত্তর করিলেন, “শীঘ্র আমাকে তাহার দোকানে লইয়া চল, নতুবা তোমার চালাকি ভাঙ্গিয়া দিব।”

“ধরিতে পারিলে তো!” একটু অন্তরে গিয়া দন্ত বাহির করিয়া হাসিতে হাসিতে কেবল উত্তর করিল, “আপনি বড় মজার লোক—না জানিলে কেমন ক’রে বলিব? সম্মুখে ঐ যে প্রান্তরের মাঝে একটী ক্ষুদ্র পাহাড় দেখিতেছেন, এবং তাহার সম্মুখে ঐ যে একটু পরিষ্কার ময়দান, তাহার চারি ধারে প্রস্তর,এবং মধ্যে এক খণ্ড বৃহৎ পাথর; ঐ ঘোড়াটীকে বাঁধিয়া, আট আনা পয়সা সেই পাথরের উপর রাখিয়া, আড়ালে দাঁড়াইয়া তিন বার জোরে শিষ দিলেই, আপনি কামারের হাতুড়ীর শব্দ শুনিতে পাইবেন, এবং আপনার ঘোড়ার নাল বাঁধা হবে। আপনি যান, ঐ দেখা যাচ্চে। আমি আর যেতে পারবো না—ও মা! ও কি গো!—কিন্তু মশাই, এ কামার সামান্য লোক

নয়। খবরদার, যতক্ষণ না হাতুড়ীর শব্দ থামিবে, আপনি বাহির হবেন না,—তা হলেই—কুপোকাৎ!”

সুরঞ্জন ক্রোধ সম্বরণ করিতে পারিলেন না। “বদমাস্! তুই কার সঙ্গে পরিহাস করিতেছিস্, জানিস্?” বলিয়া যেমন তাহাকে ধরিতে যাইবেন,বালক অমনি ভোঁ-দৌড় দিল। তিনিও পশ্চাৎ পশ্চাৎ ছুটিলেন; কিন্তু কার সাধ্য তাহাকে ধরে? সুরঞ্জন দাঁড়াইলেন। কেবলও সম্মুখে কিয়দ্দূরে দাঁড়াইয়া খিল খিল করিয়া হাসিতে হাসিতে বলিল,“মহাশয়ের ভারী ক্লেশ হয়েছে?”

পূর্ব্বেই বলিয়াছি, কেবলের বয়স দ্বাদশ বৎসর। রং অমাবস্যার রজনী অপেক্ষাও কৃষ্ণ, কিন্তু তেমন উজ্জ্বল নয়। শরীর দীর্ঘ বটে, কিন্তু অত্যন্ত কৃশ। মস্তকটী ভয়ানক বৃহৎ ও ঠিক্ গোল, তাহাতে আশ্চর্য ঝোঁকড়া ঝোঁকড়া চুল। ক্ষুদ্র চক্ষুদুটীতে ধূর্ত্ততাসূচক একটী আভা সর্ব্বদা ক্রীড়া করিতেছে। নাসিকা নাই বলিলে, কার সাধ্য আমাকে মিথ্যাবাদী বলে? অধরোষ্ঠ অসম্ভব পুরু, মুখ আকর্ণ প্রসারিত; দন্তগুলি অত্যন্ত বৃহৎ, সুতরাং সর্ব্বদা বাহির হইয়া আছে। কণ্ঠের স্বর নিতান্ত কর্কশ—কেবলের বংশে কেহ যে কখন মধুসংক্রান্তির ব্রত করিয়াছিল, বোধ হয় না। সুতরাং সেই কদাকার পশুর পরিহাসে সুরঞ্জন বিরক্ত হইবেন আশ্চর্য্য কি? কিন্তু উপায় নাই; বাপু, বাছা, যাদু, ধন বলিয়া ভুলাইতে বাধ্য হইলেন; টাকা দেখাইলেন, কিন্তু কেবল ভুলিবার ছেলে নয়।

“আপনি আগে সত্তি করুন, আমাকে মারিবেন না।” কেবল উত্তর করিল।

কাজেকাজেই সুরঞ্জন সম্মত হইলেন। তখন কেবলরাম কাছে

আসিয়া বলিল, "মশাই! আমি একটীও মিথ্যা কথা বলি নাই; এখনি দেখিবেন। শুনিয়াছি—কয়েক বৎসর গত হইল—এই প্রদেশে একটী হকিম আসিয়াছিল। সে এক জন বেতাল-সিদ্ধ পুরুষ। ভূত, প্রেত, পিশাচগণ তাহার বশীভূত ছিল। সে মন্ত্রের বলে দিনকে রাত ও রাতকে দিন করিতে পারিত। তাহার একটী চেলা ভূত ছিল। তাহারা কখন্ কোথায় থাকিত, কেহ জানিত না। এক দিন বেলা দুই প্রহরের সময় যে গ্রামে তাহারা থাকিত, সেই গ্রামের মধ্য হইতে স্তূপাকার ধোঁয়া উঠিতে লাগিল; ক্রমান্বয়ে দুই তিন ঘণ্টা এইরূপ ধোঁয়া উঠে। সেই ধোঁয়ার সঙ্গে ভণ্ডহরি হকিমও অদৃশ্য হইলেন। তাঁহার চেলাটী ভোজবিদ্যা পরিত্যাগ করিয়া, এক্ষণে—কে জানে কার কি সর্ব্বনাশের অভিপ্রায়ে—ঐ প্রান্তরে মেলা প্যাতিয়াছেন। ইহাঁরও প্রতাপ কম নয়। শুনিয়াছি, সে ঐ স্থান হইতে দুই শত ক্রোশ দূরে থাকে, শিষের শব্দ পাইলেই আসিয়া ঘোড়ার লাল বাঁধিয়া দেয়।—ও বাবা!—মশাই! আমি আর যাব না, এইখানে দাঁড়াই, আপনি যান; ঐ পাথরের কাছে ঘোড়াটী বাঁধিয়া, আট আনা পয়সা রাখিয়া তিন বার শিষ দিয়া লুকাইয়া থাকুন।"

কিন্তু সুরঞ্জন তাহাকে ছাড়িলেন না; ভাবিলেন, "ইহার ভিতরে অবশ্য কিছু আছে; আর এই বালকের কথা যদি মিথ্যা হয়, বেশ্ করিয়া শিখাইয়া দিব।" এইরূপ চিন্তা করিয়া তাহার কথামত ঘোড়াটী [illegible] বাঁধিয়া, সেই পাথরের উপর আট আনা পয়সা রাখিয়া অতি কষ্টে এক বার শিষ দিলেন—হাসিতে শিষ আসিল না।

আমার নামই বা ও কিরূপে জানিল?” তিনি সতর্কতা সহকারে কৌতূহলাক্রান্ত-চিত্তে তরবারিহস্তে ধীরে ধীরে চলিলেন। কিয়দ্দূর গমন করিয়া দেখিলেন, তথায় অল্প অল্প সূর্য্যালোক প্রবেশ করিয়াছে; কর্ম্মকারের প্রয়োজনোপযোগী অস্ত্রশস্ত্র পড়িয়া রহিয়াছে; এক পার্শ্বে হাপরে অগ্নি প্রজ্বলিত। একখানি আসন দিয়া, “আপনি এইখানে বসুন” বলিয়া, চণ্ডাল অপর একটী গুহায় প্রবেশিল। দুই তিন মুহূর্ত্ত পরে একখানি অপেক্ষাকৃত পরিষ্কার বস্ত্র ও একটী পরিষ্কার টুপি পরিয়া পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নভাবে তাঁহার সম্মুখে আসিয়া কহিল, “আপনি কি আমাকে চিনিতে পারেন?”

আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া সুরঞ্জন কহিলেন, “তোমাকে কিরূপে চিনিব?”

“ভাল করিয়া দেখুন, চিনিতে পারিবেন।”

সুরঞ্জন ক্ষণকাল তাহার পানে চাহিয়া থাকিয়া কহিলেন, “এখন আমার বোধ হইতেছে, তোমায় কোথায় দেখিয়াছি—হাঁ, অজয়সিংহের বাটীতে দেখিয়াছি। তুমি না একটী বৃদ্ধ বাজিকরের সঙ্গে থাকিতে?”

চ। হাঁ, মশাই! আমি সেই বাজিকরের চেলা।

সু। এখন তোমার এ দশা কেন?

চ। মশাই! ভণ্ডহরি হকিম (ভণ্ডহরি নামেই তিনি এ দেশে বিশেষ পরিচিত, আর তাঁহাকে হকিমই বলুন বা বাজিকর বা সয়তানই বলুন) প্রথমে প্রথমে আমাকে বড় ভালবাসিতেন। চিকিৎসা-শাস্ত্রে তাঁহার অসামান্য নৈপুণ্য ছিল। আমি তাঁহার নিকট অনেকগুলি অব্যর্থ ঔষধ শিখিয়াছি। ক্রমে

তাঁহার সহিত আমার মনান্তর ঘটে। তিনি আমার প্রাণবধ করিবারও চেষ্টা করিয়াছিলেন। এই ভূমধ্যস্থিত আলয়ে তিনি রসায়ন-বিদ্যার নানা পরীক্ষা করিতেন। এক দিন তিনি আমাকে একটী পদার্থের রসায়ন-ক্রিয়ার পরীক্ষা করিবার ছলে পাঠাইয়া দেন। আমি তাঁহাকে বেশ্ চিনিতাম। এখানে আসিয়া প্রথমে চারি দিক উত্তমরূপে দেখিলাম, কিছুই দেখিতে পাই-লাম না। যেখানে নিত্য অগ্নি জ্বালা হইত, শেষে দেখি, তাহার নীচে রাশীকৃত বারুদ! সৌভাগ্যক্রমে গুরুর উদ্দেশ্য ব্যর্থ হইল; কিন্তু তিনি আমার মৃত্যু স্থির জানিয়া আগেই অন্তর্ধান হইয়া-ছেন। আমি প্রকাশ্যে থাকিলে আমাকে কেহ বিশ্বাস করিবে না —বিশেষতঃ প্রতারক ভাবিয়া রাজকর্ম্মচারিগণ আমাদের ধরিবার জন্য ফিরিতেছে, ধরিতে পারিলে আর নিস্তার নাই। এই ভাবিয়া কৌশলে ঐ গ্রামের গুরুমশাইকে হস্তগত করিলাম। তিনি আমার অন্নের সংস্থান করিয়া থাকেন।"

এমন সময় কেবলও তথায় উপস্থিত হইল। সুরঞ্জন স্থির-ভাবে এই সমস্ত বৃত্তান্ত শুনিয়া বলিলেন, "তুমি আমার সঙ্গে যাইবে?"

আহ্লাদিত হইয়া চণ্ডাল বলিল, "এখনি। কিন্তু পাছে রাজ-কর্ম্মচারিগণ চিনিতে পারে?"

সু। সে ভয় নাই। আমি তোমাকে রক্ষা করিব।

চ। আমি অনেক দিন ধরিয়া এই কল্পনা করিতেছিলাম। পশুর ন্যায় আর থাকিতে পারি না।

সু। তবে আর বিলম্ব করিও না। তোমার যা লইবার আছে, লও। আর তোমার ঐ জটা ও দাড়ী কামাইয়া ফেল।

স্বল্পকালমধ্যেই চণ্ডালের সাজগোজ হইল। চুলগুলি ছাঁটিয়া, দাড়িটী কামাইয়া, তেল মাখিয়া বেশ্ করিয়া স্নান করাতে বোধ হইল, নবীন বর বিবাহ করিতে যাইতেছেন!

কেবলরাম দুঃখিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিল, "তবে সত্য সত্যই আমাদের পরিত্যাগ করে চল্লে?"

চ। হাঁ, কেবল! তাতে তোমার দুঃখ কি?

কে। দুঃখ আর কি?—যাও, আমিও শীঘ্র যাব।

তিন জনেই সেই পাতালপুরী হইতে বহির্গত হইলেন। "কেবল! তবে আমি চলিলাম, আমার গৃহ শূন্য পড়িয়া রহিল, দেখিও।" বলিয়া চণ্ডাল একটী দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিল; এবং দুই চারি পা যায়, আর পশ্চাতে ফিরিয়া দেখে। কিন্তু অল্প দূর যাইতে না যাইতে আকাশ ভাঙ্গিয়া পড়ার ন্যায় একটা ভয়ানক শব্দ হইল। সুরঞ্জন চকিত হইয়া পশ্চাতে ফিরিয়া দেখিলেন, চণ্ডালের বাসস্থান হইতে স্তূপাকার নিবিড় ধূমরাশি উত্থিত হইয়া আকাশ স্পর্শ করিতেছে।

"এ নিশ্চয়ই দুষ্ট কেব্লার কাজ,—হায়! আমার ঘর!" বলিয়া চণ্ডাল আর একটী নিশ্বাস ফেলিল।

বস্তুতঃ কেবলরাম এতক্ষণ রাশি রাশি বারুদ সেই গহ্বরের এক স্থানে সঞ্চিত করিতেছিল। এই বার তাহাতে আগুন লাগাইয়া দিল—চণ্ডালের গৃহ উৎপাটিত হইল।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ।

বৈরনির্য্যাতনে।

পথিমধ্যে আর কোনরূপ বিশেষ ঘটনা ঘটিল না। অপ-রাহ্নসময়ে তাঁহারা একটী পান্থশালায় উপস্থিত হইলেন। কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় এই, তাঁহাদের পৌঁছিবার পূর্ব্বেই চণ্ডালের অন্তর্ধানের সংবাদ তিলে তাল হইয়া এত দূর আসিয়াছে।

"শিষ্যেরও কি গুরুর দশা ঘটিল?" সেই পান্থনিবাসের অধ্যক্ষ তাঁহার পার্শ্বস্থ একটী লোকের পানে চাহিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "সয়তান ক্রমে ক্রমে তাহার সঙ্গিগণকে ডাকিয়া লই-তেছে।"

"মহাশয় গো!" আর এক ব্যক্তি উঠিয়া বলিল,"এমন ভয়া-নক কাণ্ড কখন ঘটে নাই! বেলা দশটার সময় চারি দিক ঘোর অন্ধকারে পূর্ণ হইল, যেন অমাবস্যার রাত্রি! কিন্তু আকাশে একখানিও মেঘ ছিল না। ক্ষণকাল সমস্ত স্থির হইল, বাতাস বন্ধ হইল। তৎপরে সেই অন্ধকার ভেদ করিয়া জলন্ত অগ্নি-শিখার ন্যায় একটা প্রকাণ্ড জ্যোতি বাহির হইয়া প্রায় তিন চারি মুহূর্ত্ত স্থিরভাবে রহিল। দেখিতে দেখিতে সেই শিখার মধ্য হইতে বিশ ত্রিশ হাত দীর্ঘ, হস্তীর ন্যায় বিপুল, নিবিড় পিঙ্গল-বর্ণ একটা ভয়ঙ্কর দৈত্য উৎপন্ন হইল। তাহার মস্তকে চারি পাঁচ হাত লম্বা জটা, মুখ অত্যন্ত ভয়ানক, দাঁত হাতীর দাঁতের ন্যায় দীর্ঘ, তালগাছের ন্যায় চারিটী হাত, পিঠের দুই পাশে দুটী ডানা, চারিটী পা এবং একটী বৃহৎ লাঙ্গুল। সমস্ত শরীর বড় বড় কাল রোমে ঢাকা। এই বিকটাকার দৈত্যটা জন্মিয়া প্রথমে

এক প্রকার ভয়ানক শব্দ করিল এবং সেই সঙ্গে চণ্ডালকে ধরিয়া অদৃশ্য হইল।”

সুরঞ্জন কষ্টে হাসা সম্বরণ করিলেন। চণ্ডাল স্থিরভাবে সমস্ত বৃত্তান্ত শুনিতে লাগিল। যত নূতন লোক সেই স্থানে আসিতে লাগিল, ততই নূতন নূতন অদ্ভুত গল্প। কেহ বলিল, যখন সেই ভয়ানক পাখীর ন্যায় রাক্ষসটা তার লম্বা ঠোঁটে ধরিয়া চণ্ডালকে লইয়া উড়িয়া যায়, তখন তার মূর্ত্তি এত ভয়ঙ্কর হইয়াছিল যে, মনে হলে এখনো গা কাঁপিয়া উঠে।

সেই পান্থনিবাসে রজনী যাপন করিয়া প্রভাতে সুরঞ্জন চণ্ডালের সঙ্গে পুনর্ব্বার চলিতে আরম্ভ করিলেন। মধ্যে এক স্থানে বিশ্রাম করিয়া সন্ধ্যার প্রাক্কালে তাঁহারা অজয়সিংহের বাটীতে উপস্থিত হইলেন। সেই রাজপ্রাসাদসদৃশ ভবন শোকাকুল। অজয়সিংহের পুত্রসন্তান ছিল না; হেমলতাই তাঁহার বৃদ্ধ বয়সের আনন্দ ছিলেন। সেই আদরের কন্যা তাঁহাকে ফেলিয়া পলাইয়া গিয়াছে, ইহা অপেক্ষা তাঁহার সে রুগ্ন শরীরে আর কঠিন আঘাত কি আছে? তিনি একেবারে পাগলের ন্যায় হইয়াছিলেন। তাঁহার অসুখে সকলেই ম্রিয়মাণ।

সুরঞ্জনকে কন্যার অনুসন্ধানে পাঠাইয়া তিনি তাহার আশা-পথ চাহিয়া জীবিত ছিলেন। সুরঞ্জন তাঁহাকে কি সংবাদ দিবেন? কেমন করিয়া প্রাণাধিকা কন্যার কলঙ্ক বর্ণন করিবেন!

যাহা হউক, অজয়সিংহ স্থিরভাবে সমস্তই শুনিলেন। হৃদয় ভেদ করিয়া একটী দীর্ঘনিশ্বাস বহির্গত হইল। বলিলেন, “এ কেবল আমার অদৃষ্টের দোষ! সুরঞ্জন! তোমার আশালতা ছিন্ন

হইল—আর সে পাপীয়সীকে মনে স্থান দিও না। তোমাকে আমি পুত্রের ন্যায় লালন পালন করিয়া আসিয়াছি;—এমন কুল-নাশিনী কন্যা কেন জন্মিয়াছিল?—সুরঞ্জন! তুমি দুঃখ করিও না, আমার সমস্ত বিষয় সম্পত্তি তোমার।"

রামকিষেণ নামে অজয়সিংহের এক অতি প্রিয় ভৃত্য ছিল। তাহার সঙ্গে চণ্ডালের পরিচয় জন্মিল। মহারাজের উৎকট পীড়ার কথা শুনিয়া সে একে একে সমস্ত কারণগুলি জিজ্ঞাসা করিয়া বলিল, "আমি এই রোগের এক অতি আশ্চর্য্য মহৌষধ জানি। যদ্যপি তুমি তাহা সেবন করাও, দেখিবে, এক দিবসের মধ্যে পীড়া সারিয়া যাইবে।"

রামকিষেণ সম্মত হইয়া গোপনে সেই ঔষধ খাওয়াইল। সেই ঔষধ সেবনে অজয়সিংহ গভীর নিদ্রায় নিদ্রিত হইলেন। সাত আট ঘণ্টাতেও সেই নিদ্রা ভাঙ্গিল না। ঔষধের কথা সুরঞ্জন শুনিলেন; চণ্ডালকে বিস্তর তিরস্কার করিলেন। বলিলেন, "যদি ইহাতে মহারাজের কোন অনিষ্ট হয়, তোমাকে সহজে ছাড়িব না, জানিও।"

চণ্ডাল সাহসসহকারে বলিল, "মশাই! সে ভয় কিছুই নাই। আমি এই ঔষধ দিয়া বিস্তর রোগী ভাল করিয়াছি।"

বস্তুতঃ তাহাই হইল। সমস্ত রাত্রি অতি গভীর নিদ্রায় অভিভূত থাকিয়া প্রভাতে অজয়সিংহ বেশ্ সুস্থ শরীরে গাত্রোত্থান করিলেন। বিচক্ষণ চিকিৎসকগণ নানাপ্রকার ঔষধ দিয়া কিছুই করিতে পারেন নাই—সকলেই তাঁহার জীবনের আশা পরিত্যাগ করিয়াছিলেন। চণ্ডালের ঔষধের এই আশ্চর্য্য গুণ

দর্শনে সকলেই চমৎকৃত হইলেন। সুরঞ্জনের মনে তাহার প্রতি একটা ভক্তি জন্মিল।

এখানে কিয়দ্দিবস অতিবাহিত হইলে আগ্রা নগর হইতে একটী দূত আসিয়া সুরঞ্জনকে মহব্বত খাঁর পীড়ার সংবাদ দিয়া বলিল, "তিনি একবার আপনাকে দেখিবার জন্য নিতান্ত উৎসুক হইয়াছেন। মহব্বত খাঁ আকবরের এক জন প্রধান ও প্রিয় সেনাপতি। তৎকালে তাঁহার তুল্য সকল বিষয়ে সমান সৌভাগ্যবান বীরপুরুষ ভারতবর্ষে দ্বিতীয় ছিল না। মানসিংহ ও মহব্বত সম্রাটের পরম প্রিয়পাত্র। দুই জনকেই তিনি সমান সমাদর করিতের। কিন্তু এই দুই প্রমত্ত কেশরী একমত হইলে বা উভয়ের মধ্যে সৌহৃদ্যতা জন্মিলে, তাহাতে প্রভুত্ব অনিবার্য্য হইয়া উঠিবে, এই আশঙ্কায় বিজ্ঞ দিল্লীশ্বর এক আশ্চর্য্য কৌশল দ্বারা কৌতুক-সুখ-ভোগ ও আত্মরক্ষা করিতেন। তিনি কখন মহব্বত বা কখন মানসিংহের প্রতি বিশেষ অনুগ্রহ দেখাইয়া উভয়কেই উভয়ের প্রতি ঈর্ষ্যা-ভাবাপন্ন করিয়াছিলেন। এইজন্য তৎকালে তাঁহার সমস্ত কর্ম্মচারী এবং রাজ্যের প্রধান প্রধান লোক দুইটী দলে বিভক্ত ছিল। উভয় পক্ষই একের জয় পরাজয়ে উন্নতি বা পতন কল্পনা করিত। কিন্তু কালে মহারাজ মানসিংহই প্রবলপ্রতাপশালী হইয়া উঠিলেন। মানসিংহ দিল্লীশ্বরের হৃদয়েশ্বরীর হৃদয়েশ্বর; কেনই বা না হবেন? বিষণ্ণবদনে মলিননয়নে মহব্বতের পক্ষ মানসিংহের উন্নতি দেখিতে লাগিল। কেহ কেহ বা সে পক্ষ পরিত্যাগ করিয়া বিপক্ষ পক্ষের শরণাগত হইল।

মহব্বত সুরঞ্জনের এক জন পরমহিতৈষী বন্ধু। উচ্চপদ-

প্রয়াসী হইলে সুরঞ্জন রাজ্যমধ্যে এক জন গণনীয় ব্যক্তি হই-তেন। আপনাকে উৎকট রোগে আক্রান্ত দেখিয়া মহব্বত তাঁহাকে ডাকিয়া পাঠান।

"তুমিও আমার সঙ্গে যাবে ত?" সুরঞ্জন চণ্ডালকে জিজ্ঞাসা করিলেন।

"তথায় যেতে আমার ভয়।" চণ্ডাল একটু চিন্তা করিয়া বলিল, "তবে আপনার সঙ্গে থাকিলে ভয় কি? আমি পত্রবাহকের মুখে মহব্বত খাঁর পীড়ার বিষয় সমস্ত শুনিয়াছি। ভালরূপ চিকিৎসা হলে তিনি সারিবেন, সন্দেহ নাই। কিন্তু দুটী লোক ভিন্ন পৃথিবীতে সে ঔষধ আর কেউ জানে না।"

সু। তাঁহার এমন কি পীড়া হইয়াছে, তুমি জানিলে?

চ। পীড়া এমন কিছু নয়, তবে বিষে তাঁহার সর্ব্বশরীর ভস্ম করিতেছে। শীঘ্র মৃত্যু হইতেছে না সত্য—কিন্তু ক্রমে ক্রমে দেহ একেবারে ক্ষয়প্রাপ্ত হবে।

সু। মহব্বতকে বিষ খাওয়াইয়াছে—এবং সেই বিষের কার্য্য এত ভয়ঙ্কর! উঃ, ঐশ্বর্য্য-পদ কি ভয়ঙ্কর! মহব্বত মুসলমান সত্য, কিন্তু তিনি অতি মহানুভব—আমার পরমহিতৈষী বন্ধু।

চ। আপনি হতাশ হবেন না, আমি তাঁহাকে ভাল করিব। কিন্তু তিনি কি আমার ঔষধ সেবন করিবেন?

সু। আমি বলিলে বোধ হয় সেবন করিতে পারেন।

সুরঞ্জন বাঁকেবেহারীর নামে আকবরের নিকট অভিযোগ করিবেন স্থির করিয়া অজয়সিংহকে কহিলেন, "আমি আগ্রা যাইতেছি, আপনি আমাকে ক্ষমতা দিন, যত দিন না সেই দুরাত্মার দুষ্কর্ম্মের সমুচিত শাস্তি প্রদান করিতে পারিব, তত

দিন আমার চিত্তের শান্তি নাই। মহব্বত আমার পরম বন্ধু, তাঁহার সাহায্যে আমার মনোরথ পূর্ণ হইবে সন্দেহ নাই।"

"একেবারে আকবরকে না বলিয়া;" বৃদ্ধ অজয়সিংহ চিন্তা করিয়া বলিলেন, "মহারাজ মানসিংহকে অগ্রে জানাইলে হয় না? বাঁকে মানসিংহের এক জন অনুচর। মানসিংহ বিবেচক ও ধার্ম্মিক লোক; তাঁহার অনুচরের এ দুষ্কর্ম্ম শুনিলে অবশ্যই তাহার দণ্ড দিবেন।"

সু। কিন্তু বঙ্কুলাল মানসিংহের পরম প্রিয়পাত্র, তিনি যদি এ কথা বিশ্বাস না করেন? বিশ্বাস করিয়াও যদি দণ্ড না দেন? আমার মতে তাঁহাকে জানাইবার প্রয়োজন নাই।"

"তবে যাহা ভাল বিবেচনা হয়, করিও।" বলিয়া অজয়-সিংহ দুই জন বিজ্ঞ উকীল ডাকিয়া সুরঞ্জনকে সমস্ত ভার লিখিয়া দিলেন।

সমস্ত স্থির হইলে সুরঞ্জন চণ্ডালকে সঙ্গে লইয়া আগ্রাভি-মুখে প্রস্থান করিলেন। তথায় উপস্থিত হইয়া মহব্বতকে বিষ-সেবনের কথা সমস্ত বলিলেন। শুনিয়া তিনি যার-পর-নাই বিস্মিত হইলেন। সুবিজ্ঞ চিকিৎসকগণ রোগের কিছুই করিতে পারেন নাই। ক্ষয়গ্রস্ত রোগীর ন্যায় তিনি দিন দিন ক্ষয়প্রাপ্ত হইতেছেন; অনায়াসেই চণ্ডালের ঔষধ সেবনে সম্মত হইলেন। চণ্ডাল ঔষধ প্রস্তুত করিয়া দিল। সেবনসময়ে মহব্বত আপনার বন্ধুদিগকে ডাকিয়া বলিলেন, "আমি আপনার ইচ্ছাক্রমে এই ঔষধ সেবন করিতেছি, ইহাতে যদ্যপি কোন অনিষ্ট হয়, তজ্জন্য কোন ব্যক্তি দায়ী নহে।"

ঔষধ সেবন করিলেন। অল্পকালমধ্যেই গভীর নিদ্রা তাঁহাকে

অভিভূত করিল। এবং সমস্ত রজনী অচেতন থাকিয়া প্রভাতে প্রায় সম্পূর্ণ সুস্থশরীরে গাত্রোত্থান করিলেন। দুই সপ্তাহের পরে পীড়ার কোন লক্ষণও রহিল না; তিনি সম্পূর্ণ সবল ও প্রফুল্ল হইয়া উঠিলেন।

মহব্বত আরোগ্য লাভ করিলে, সুরঞ্জন বঙ্কুলালের কথা তাঁহাকে জানাইয়া বলিলেন, "সেই দুরাত্মা পামরকে যেরূপে হউক, সমুচিত দণ্ড দিতে হইবে।"

মহব্বত কহিলেন, "ভাই! তুমি আমাকে প্রাণদান করিয়াছ, তোমার ঋণ কখন পরিশোধ করিতে পারিব না। আমার ক্ষমতায় যত দূর সম্ভব, অবশ্যই তোমার সহায়তা করিব। কমলাদেবী সর্ব্বেশ্বরী, তুমি একখানি আবেদন-পত্র লিখ, আমি তাঁহার নিকট পাঠাইয়া দিব। ইহাতে আমারও একটী কাজ সিদ্ধ হইবে।"

যথাসময়ে আবেদন-পত্র কমলাদেবীর নিকট প্রেরিত হইল।

পঞ্চম খণ্ড।

প্রথম পরিচ্ছেদ।

গণনা—সন্দেহ।

প্রণয় কি ভয়ঙ্কর পদার্থ! কিরূপে কখন্ যে, হৃদয়ে এই বিচিত্র প্রণয়ের আবির্ভাব হয়, তাহার কিছুই অনুভব করা যায় না। কত অনুপম রূপরাশিবিভূষিত কামিনীকে পরিত্যাগ করিয়া কার্ত্তিকেয়োপম পুরুষগণ অতি কুৎসিতা রমণীতে আসক্ত হইতেছে! কত বা অসামান্যরূপলাবণ্যবতী প্রমদা সম্পদ, সম্মান ও অতি রূপবান্ পতিকে পরিত্যাগ করিয়া জাতিকুলে জলাঞ্জলি দিয়া অতি কদাকার নীচপুরুষে অনুরাগিণী হইতেছে! প্রণয়ের কি দুর্জ্জেয়, কি আশ্চর্য্য মহিমা—আশ্চর্য্য প্রভাব! প্রণয় মনুষ্যকে উন্মত্ত করে—প্রণয়ে মজিলে লোকের কোন জ্ঞানই থাকে না।

কমলাদেবী কে? কোন্ কুলে তাঁহার উদ্ভব! কেহই অবগত নহে। কিন্তু জগদীশ্বর তাঁহাকে এরূপ অপূর্ব্ব রূপলাবণ্যে অলঙ্কৃত করিয়াছেলেন যে,তৎকালে তাঁহার তুল্য রূপলাবণ্যবতী রমণী দ্বিতীয় ছিল না। সুমেরু পর্ব্বতের ন্যায় এই কামিনীর আশা উচ্চ ছিল; সৌন্দর্য্যরাশি তাঁহার সেই আশা সফল করিয়া দিল। বৃদ্ধ আকবর তাঁহার রূপে মুগ্ধ হইয়া তাঁহাকে ভারতেশ্বরী করিলেন। কমলা ভারতেশ্বরী হইলেন সত্য, কিন্তু তাঁহার প্রবল প্রণয়-পিপাসার শান্তি হইল না। মহারাজ মানসিংহ

পরম রূপবান্, নবীন যুবা—মহাবীরপুরুষ। তাঁহার উপর যে সেই প্রেমপাগলিনী ললনার দৃষ্টি পড়িবে, বিচিত্র কি? কমলা অন্ধ হইয়াছেন, মানসিংহাভিমুখে তাঁহার প্রবল প্রণয়-প্রবাহ তুমুল তরঙ্গে প্রমত্ত বেগে ধাবিত হইয়াছে,—এ জগতে কার সাধ্য সেই অনিবার্য্য গতি রোধ করে? কিন্তু মানসিংহ হিন্দু, শিবপূজা না করিয়া জলগ্রহণ করেন না। কমলা! তুমি কি উন্মাদিনী হলে? কি আশ্চর্য্য! তুমি না যবনী হইয়াছ? এ দুরাশা কেন? কিন্তু পরামর্শ কে শুনিবে? কমলাদেবী প্রতিজ্ঞা করিলেন, মোগল সাম্রাজ্যের ধ্বংস হউক সেও স্বীকার, মানসিংহ তাঁহার পতি হইবেন! বিবাহ করা স্বতন্ত্র কথা;—কিন্তু কমলাকে দেখিয়া কার না সাধ হয়, কমলাতে মিশিয়া জীবন কমলাময় করিয়া তুলে? উষার ন্যায় কুসুম-ভূষণে ভূষিত হইয়া, স্বর্গীয় লাবণ্যে সোণার অঙ্গ মার্জ্জিত করিয়া, যৌবনের লাবণ্য-সরসে অবগাহন করিয়া, কমলা যখন রত্নাসনে বসিয়া প্রেমবিহ্বল মদালস্যসহকারে মৃদু মন্দ মধুময় হাসি হাসিতে থাকেন—জগতে কার সাধ্য, সেই হাসি, সেই সৌষ্ঠব দেখিয়া, তাঁহাকে না ভাল-বাসিয়া থাকিতে পারে? মানসিংহ যুবাপুরুষ, এ রূপ তাঁর নয়নে কতক্ষণ গুপ্ত থাকিবে? আজ মৃদু মধুর হাসি, কাল তরল নয়ন-কটাক্ষ; আজ বিভঙ্গিবিলাস কাল হস্তস্পর্শ—উঃ, কোন্ যুবক স্থির থাকিতে পারে? মানসিংহ হেমলতাকে ভুলিয়া গেলেন—সূর্য্যের উত্তপ্ত তপ্তকাঞ্চনপ্রভায় সুধাংশুর হিমাংশু লুক্কায়িত হইল! মানসিংহের জীবন কমলাময় হইয়া উঠিল,—হাস্যময়ী উষা দিনমণির মণিময় কিরণে মিশিয়া গেল! কমলাকে চাই—কিন্তু যবনী কেমন করিয়া তাঁহার রাজমহিষী হবে? পরিণীতা

মহিষী না হলেও কমলা মানসিংহের হৃদয়বাসিনী হবেন না—প্রতিজ্ঞা করিলেন। লোকে তাঁহাকে বারবিলাসিনী কহিবে, এ কলঙ্ক তাঁহার সহ্য হইবে না। সুখ-সম্মিলনের যত বিলম্ব হইতে লাগিল, যত প্রতিবন্ধক ঘটিতে লাগিল,সেই উন্মত্ত প্রণয়-পয়োধি তাঁহার হৃদয়মধ্যে ততই আন্দোলিত হইয়া উঠিল। অবশেষে তিনি এক দিন মানসিংহকে স্পষ্ট বাক্যে বলিলেন, "মহারাজ! হেলা করিয়া ভারত সাম্রাজ্য পরিত্যাগ করিবেন না।"

মোগলবংশের ধ্বংসসাধন মানসিংহের জীবনের উদ্দেশ্য। প্রবল সিন্ধুসলিলের ন্যায় মুসলমানজাতির বলবিক্রম একে একে হিন্দুরাজ্যগুলি গ্রাস করিতেছে দেখিয়া হিন্দুনরপতিগণ বিচলিত হইয়াছিলেন। এই নৃশংস জাতির দারুণ উৎপীড়নে সকলকেই জাগরিত ও উত্তেজিত করিয়া তুলে; কিন্তু তাহার প্রতিবিধানে কেহই যত্নবান্ হন নাই। মানসিংহ অনেক ভাবিয়া চিন্তিয়া যবনের দাসত্ব স্বীকার করিলেন। লোকে তাঁহার গভীর হৃদয়ের গভীর ভাব অনুভব করিতে অসমর্থ হইয়া অদ্যাবধি তাঁহাকে হিন্দুবংশের কলঙ্ক বিবেচনা করেন।

"প্রাণময়ি!" মানসিংহ আদরে কমলার করকমল ধীরে ধীরে স্বীয় করে গ্রহণ করিয়া কহিলেন, "হৃদয়েশ্বরি। তুমি যদি এ কথা স্বীকার কর, আমি যবন হইতেও প্রস্তুত আছি—আমি তোমাকে বিবাহ করিব।"

"যদি স্বীকার করি!" বিস্ময়োৎফুল্ললোচনে কমলা মান-সিংহের মুখ পানে চাহিয়া উত্তর করিলেন, "আপনি কি বিবেচনা করেন, মানসিংহ দিল্লীশ্বর না হলে কমলা তাঁহার প্রণয়িনী হবে?

কমলা যদ্যপি দিল্লীশ্বরী রহিল না, তবে কমলা কোথা? সে ত কমলার ছায়ামাত্র! আজ আমার নামে বসুমতী কম্পিত, আজ অসংখ্য রাজা মহারাজা আমার কিঙ্কর—আজ আমি সকলেরই অধীশ্বরী—আপনার মহিষী হইয়া, কাল এই আমি যে কাহারো পদপূজা করিব, আমার স্বামে দিল্লীর সিংহাসনে আর এক জন বসিয়া আমাদের উপর ভ্রূকুঞ্চন করিবে, কমলাদেবী জীবিত থাকিয়া তাহা দেখিতে পারিবে না। আপনি অগ্রে দিল্লীশ্বর হউন—তবে কমলা আপনার হবে। স্মরণ রাখিবেন, আপনার সহস্র অশ্ব যাহা না করিবে—এই দুর্ব্বলা রমণীর ক্ষীণ মৃণাল-ভুজ তাহা করিতে সক্ষম।"

স্থিরমনে মহারাজ কমলার এই কথাগুলি শুনিলেন, এবং ক্ষণকাল নীরবে চিন্তা করিয়া সহাস্যবদনে কহিলেন, "জীবিতেশ্বরি! তুমি যার সহায়, তাহার আবার অভাব কি? দিগ্‌ভ্রান্ত পান্থ যেমন দূরে দীপালোক লক্ষ্য করিয়া পথপ্রাপ্ত হয়, তুমি আমার হৃদয়-গগনের সেইরূপ সুখতারা; তোমাকে লক্ষ্য রাখিয়া অবশ্যই আমি এই দুস্তর মানস-সিন্ধু অতিক্রম করিব—মান-সিংহ অবশ্যই দিল্লীশ্বর হইবে! কমলে! মানসিংহ ত কাপুরুষ নয়।"

সেই দিবসই মানসিংহের ভবিষ্যৎ জীবনের সোপান স্থাপিত হইল। মোগলবংশের ধ্বংসের সঙ্গে স্বয়ং দিল্লীশ্বর হইবেন, এই আশা তাঁহাকে উন্মত্ত করিয়া তুলিল। কনিষ্ঠ দেবসিংহের সহিত তিনি মহাষড়যন্ত্রে লিপ্ত হইলেন। তাঁহাদের গুপ্তচর সকল মোগল-সাম্রাজ্য ছাইয়া ফেলিল। স্বয়ং মানসিংহ মধ্যে মধ্যে রমণীপরিচ্ছদে ভূষিত হইয়া গুপ্তভাবে অন্দরমধ্যে

গমনাগমন করিতে আরম্ভ করিলেন। কমলার দুই একটী অতি বিশ্বাসী সহচরী ভিন্ন ইহা কেহই জানিত না। উভয়ের প্রতি উভয়ের অনুরাগও ক্রমে নিতান্ত প্রবল ও প্রগাঢ় হইয়া উঠিল। এক দণ্ড নয়নান্তরাল হইলে উভয়েরই হৃদয়-আকাশ তমোময় হয়। কিন্তু কমলা কিছুতেই কলঙ্কিত হইতে স্বীকৃত হইলেন না। তাহাতে প্রণয়ের ব্যাঘাত না ঘটিয়া ভাবের প্রগাঢ় ভাব বরং ক্রমশঃই গাঢ়তর হইতে লাগিল। মানসিংহ গোপনে যুদ্ধ-সজ্জা ও কমলার কৌশলে রাজ্যের প্রধান প্রধান অমাত্য ও কর্ম্ম-চারীদিগকে স্বদলভুক্ত বা অপসারিত করিতে লাগিলেন।

"আমি অনেক অপমান সহ্য করিয়াছি—মানসিংহ হিন্দু-রাজগণের ঘৃণ্য হইয়াছে,—এই বার দেখিব, নষ্টপ্রভা পুনরুদ্ধার করিতে পারি কি না।"

মানসিংহ তাঁহার প্রমোদকাননের একটী প্রকোষ্ঠে বসিয়া এইরূপ চিন্তা করিতেছেন। "এমন সুযোগ আর হবে না; মুসলমানবংশের উচ্ছেদসাধনের এই শুভ দিন। মানসিংহ শিবনামাঙ্কিত জয়পতাকা উড্ডীন করিয়া সমরাঙ্গনে অবতীর্ণ হইয়া ভীমগম্ভীরনিনাদে রণদুন্দুভি বাজাইলে কোন্ হিন্দু, স্বাধীনতা উদ্ধারের জন্য শাণিত তরবারি আকর্ষণ পূর্ব্বক মার্ মার্ শব্দে চরাচর স্তব্ধ করিয়া, তাঁহার সাহায্যার্থে ধাবিত না হইবে? কিন্তু কই, বঙ্কুলালের ত এখনো দেখা নাই। সদাশিব আমাকে প্রতারিত করিল না কি?—চুপ্ কর!—কে আসি-তেছে না?"

বঙ্কুলাল ধীরে ধীরে দ্বারোদ্ঘাটন করিয়া গৃহে প্রবেশিল।

"বঙ্কু!" মানসিংহ কহিলেন, "সদাশিবের উপর আমার

মহাসন্দেহ জন্মিয়াছে। তাহাকে প্রতারণার ফল অবশ্যই ভোগ করিতে হইবে।”

“মহারাজ! আমিও অত্যন্ত আশ্চর্য্যান্বিত হইয়াছি।” বঙ্কু উত্তর করিল, “মহব্বত আরোগ্যলাভ করিলেন বটে, কিন্তু সরলহৃদয় সদাশিব ঠাকুর যে ইহার মধ্যে চতুরতা খেলিয়াছেন, আমার বোধ হয় না।”

মা। তাহাকে তুমি সন্ধ্যাকালে আসিতে বলেছ? আজ আমি মহাকালের মন্দিরে গমন করিব, যাও, পূজার আয়োজন কর।

বঙ্কু। তিনি এখনি আসিবেন। শুনিলাম, সুরঞ্জন মহব্বতের দ্বারা সম্রাটের নিকট আমার নামে অভিযোগ করিয়াছে।

এই সংবাদে মানসিংহের প্রসন্ন মুখমণ্ডল ঈষৎ মলিন হইল। যেন সঞ্চরমাণ এক খণ্ড মেঘ শরচ্চন্দ্রকে গ্রাস করিল। কিন্তু তাহা এক নিমেষের জন্য। পরক্ষণেই সেই সুধাংশুমণ্ডল পুনর্ব্বার হাসিয়া উঠিল। তিনি গম্ভীরভাবে জিজ্ঞাসিলেন,

“এ সংবাদ কি সত্য?”

বঙ্কু। হাঁ, মহারাজ! মহব্বত সম্রাটের পরম প্রিয়পাত্র, বিশেষতঃ দীনদরিদ্রের প্রতি তাঁহার অত্যন্ত দয়া এবং তিনি দুর্জ্জনদিগের যমস্বরূপ। আকবর সাহ নিশ্চয়ই এ বিষয়ের সবিশেষ অনুসন্ধান করিবেন।

মা। তা হলে ত প্রকৃত ঘটনা প্রকাশ হইয়া পড়িবে—আমাদের সর্ব্বনাশ হবে! হিরণ্ময়ীকে বিবাহ করিয়াছি প্রকাশ হলে, আমার পতন নিশ্চয়।

বঙ্কু। তার আর সন্দেহ কি, মহারাজ! কিন্তু আপনি যে

হিরণ্ময়ীকে বিবাহ করেছেন, এ কথা প্রকাশ হবে কেন? আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন, কোন ভয় নাই।

মা। কেন, তুমি কি কোন উপায় স্থির করেছ? আমার সমস্ত আশা, সমস্ত পরিশ্রম ত বিফল হতে বসেছে।

বঙ্কু। না, মহারাজ! কিছুই বিফল হবে না।

বঙ্কুলালের আশ্বাস-বাক্যে হৃদয় উল্লাসিত হইল বটে, কিন্তু মনের সন্দেহ সম্পূর্ণ ঘুচিল না। বঙ্কুলালকে বিদায় করিয়া মানসিংহ ক্ষণকাল চিন্তা করিয়া ধীরে ধীরে বলিলেন,

"যাহাই হউক, এ বার একবার দেখিব। যদি নিতান্তই এই কৌশল বিফল হয়, সমস্তই প্রস্তুত, প্রকাশ্যে সমরক্ষেত্রে মোগল-সম্রাটের বলবিক্রম পরীক্ষা করিব; মানসিংহের—হিন্দু-জাতির কলঙ্ক যবন-শোণিতে প্রক্ষালন করিব, নতুবা সূর্য্য-বংশের সৌভাগ্যসূর্য্যের এককালেই অস্ত হইবে! একা মহব্বত আমার বিপক্ষ হইয়া কি করিবে? বীরকেশরী সের খাঁকে ত অপসারিত করিয়াছি। আমার মন্ত্রণায় আজিম ও বাইরাম খাঁর পতন হইয়াছে। কিন্তু মহব্বতের দোর্দ্দণ্ডপ্রতাপ কে সহ্য করিবে? ইহাকে কি ভুলাইতে পারিব না?"

এইরূপ চিন্তানিমগ্ন আছেন "হরিবোল! হরিবোল!" এই শব্দ তাঁহার কর্ণকুহরে প্রবিষ্ট হইল। পরমুহূর্ত্তেই সদাশিব গৃহে অবতীর্ণ।

মানসিংহ কহিলেন, "আমি এতক্ষণ আপনারই প্রতীক্ষা করিতেছিলাম। এত রাত্রি হইল যে?"

"কোন্ সময়ে আপনার ভাগ্যপটে কোন্ গ্রহের কিরূপ পরিবর্ত্ত হয়, তাহারই গণনায় নিমগ্ন ছিলাম। সুতরাং একটু

বিলম্ব হইল। হরিবোল! হরিবোল!" সদাশিব উত্তর করিলেন।

মানসিংহ তীব্রদৃষ্টিতে গণকের পানে চাহিলেন। বোধ হইল, সেই দৃষ্টি তাহার কঠিন বক্ষঃ ভেদ করিয়া হৃদয়াভ্যন্তরে প্রবেশ করিল। মহারাজ দুই তিন মুহূর্ত্ত নীরব থাকিয়া গম্ভীর ভাবে কহিলেন,

"দেখ আমি দুগ্ধপোষ্য শিশু নহি, আমি কে, তুমি জান? তোমাকে সমুচিত—"

বিস্মিত হইয়া অথচ অবিচলিত ভাবে মহারাজের বাক্য সমাপ্ত না হইতেই গণক ঠাকুর বলিলেন, "এ ক্রোধ কি জন্য? আমি আপনার নিকট কোনরূপ চাতুরী করি নাই।"

"চুপ কর!" সহসা এই গম্ভীর বাক্য জলদপ্রতিম স্বনে মানসিংহের মুখ হইতে নির্গত হইল। "মহব্বত খাঁ কিরূপে আরোগ্যলাভ করিল?"

"মহারাজ! ক্ষমা করিবেন, আমি তাহা বলিতে অক্ষম।" অতি বিনীতভাবে সদাশিব উত্তর করিলেন, "আমি ধর্ম্মকে সাক্ষী করিয়া——"

"তোমার আবার ধর্ম্ম কিসের?" মানসিংহ বসিয়াছিলেন এই কথা বলিয়া সহসা উঠিলেন, ক্রোধে তাঁহার সর্ব্বাঙ্গ কাঁপিতে লাগিল। "দুরাত্মন্! সদাশিব ঠাকুরের দীর্ঘ শ্বেতশ্মশ্রু-গুচ্ছ ধরিয়া বলিলেন, "দুরাত্মন্!"—কিন্তু মুখে আর বাক্য-নিঃসরণ হইল না।

কিন্তু সদাশিব ঠাকুরের মুখমণ্ডলের সেই অমায়িক, সেই নির্ম্মল নির্ভয় ভাবের কিছুমাত্র বৈলক্ষণ্য ঘটিল না, ধীরে ধীরে

বিনয়বাক্যে বলিলেন, "বৎস! ক্ষান্ত হও—ক্ষান্ত হও। আমি বৃদ্ধ! ক্রোধ সকল অনর্থের মূল। মানসিংহ! তুমিও কি আত্ম-বিস্মৃত হলে?"

এই সকল তিরস্কারবাক্যে মানসিংহের চৈতন্যোদয় হইল। তিনি বৃদ্ধের গাম্ভীর্য্য দর্শনে বিস্মিত, চমৎকৃত ও যারপরনাই লজ্জিত হইয়া স্বীয় আসনে গিয়া বসিলেন। কে দৈবজ্ঞকে প্রতারক বলিতে পারে?

"মানসিংহ।" মহারাজকে লজ্জিত দেখিয়া সময় বুঝিয়া আচার্য্য বলিতে লাগিলেন, "আমি প্রতারণা করি নাই। মহব্বতকে যে ঔষধ দিয়াছিলাম, ধন্বন্তরীও তাহার প্রতিকার করিতে পারিতেন না। পৃথিবীতে একটী মাত্র ঔষধ আছে, সেই ঔষধ ভিন্ন এই বিষম বিষের বিষদন্ত চূর্ণ করিতে কিছুই সমর্থ নহে। আমি ও আর একটী লোক ভিন্ন সে ঔষধ কেহই জানে না; অথচ সে ব্যক্তি, আমার দৃঢ় বিশ্বাস, বহুকাল হইল স্বস্থানে প্রস্থান করিয়াছে। মহারাজ! এ বিষয়ে আর আমি কিছুই বলিতে পারি না।"

বাস্তবিক সদাশিবের কথা সত্য। মানসিংহও বুঝিলেন, ইহাতে কোন কাপট্য নাই। তিনি সমাদরে বলিলেন, "যাহা হইয়া গিয়াছে তার চারা নাই, এক্ষণে যে জন্য ডাকিয়াছি, শুনুন। আপনি কল্য একবার আকবর সাহের বেগম কমলা-দেবীর নিকট যাবেন। তাঁহার কিছু গণাইবার আছে। বুঝিলেন?"

"আপনার ইঙ্গিতই যথেষ্ট।" হাসিতে হাসিতে সদাশিব উত্তর করিলেন।

"তবে আপনি যান।" বলিয়া মহারাজ তাঁহার হস্তে এক তোড়া স্বর্ণমুদ্রা দিতে গেলেন।

গণ। না, মহারাজ! এখন আমি কিছুই লইব না। আপনার মনোরথ সিদ্ধি হলে, ইচ্ছানুরূপ পুরস্কার দিবেন, সানন্দে গ্রহণ করিব।

মা। আমি যখন সন্তুষ্ট হইয়া দিতেছি, তোমার লইতে আপত্তি কি?

সদাশিব আর কিছু না বলিয়া সেই টাকার তোড়া লইয়া প্রস্থান করিলেন। সিংহমুখ হইতে যেন মৃগ পলায়ন করিল।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

পত্রে—প্রণয়ে।

লাহোরে এখন সম্পূর্ণরূপে শান্তি পুনঃস্থাপিত হইয়াছে। যে বিদ্রোহবহ্নি প্রজ্বলিত হইয়াছিল, সেলিমের আগমনে তাহা নির্ব্বাণ হইয়াছে। বিদ্রোহিগণের অধিকাংশই শাণিত তরবারির রসাস্বাদে শমনভবনে আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছেন। বিদ্রোহদমন হইল, দিল্লীর দরবারে সেলিমের জয় ঘোষিত হইল, আকবর স্বহস্তে, তাঁহার অতুল বিক্রমের সাধুবাদ করিয়া, পত্র লিখিলেন; কিন্তু কিছুতেই সেলিমের কুজ্‌ঝটিকাবৃত হৃদয়-আকাশে আনন্দরূপ শরচ্চন্দ্রের উদয় হইল না। তাঁহার সেই কুটিলান্তঃকরণ ঈর্ষ্যাবিষে জর্জরীভূত। কালভুজঙ্গবেশে কেমন করিয়া তিনি সের খাঁর হৃদয়ে দংশন করিবেন, নিরন্তর এই চিন্তা—তাহারই কল্পনা। এরূপ শঠ, লম্পট ব্যক্তি পবিত্র প্রণ-

য়ের বিমল রসাস্বাদনে কত দূর অধিকারী বলিতে পারি না। কিন্তু মেহেরউন্নিসার বিরহ তাঁহাকে উন্মত্ত করিয়া তুলিয়াছে; তিনি কিছুতে সেই প্রাণপ্রতিমা ললনাকে বিস্মৃত হইতে পারিলেন না।

একদা তিনি লাহোরে একটী নিভৃত কক্ষে পদচারণ করিতেছেন। তাঁহার হস্তে একখানি পত্র। তিনি একবার পত্র পাঠ করিতেছেন, একবার অধর দংশন করিতেছেন; কখন বা ভ্রূকুঞ্চন করিয়া কটিনিবদ্ধ তরবারিমুষ্টিতে হস্ত প্রদান করিতেছেন। একবার বা মুখমণ্ডল রক্তবর্ণ হইয়া উঠিতেছে, পরক্ষণেই আবার আর একপ্রকার কুটিল ভীষণ ভাবের আবির্ভাব—কুটিল হাসির সহিত মিশ্রিত হইয়া নয়নে ও অধরে বিলীন হইতেছে।

"ভুলিব? মেহের! সেলিমের দেহে প্রাণ থাকিতে সে তোমাকে বিস্মৃত হবে—কেমন করিয়া কোন্ প্রাণে এই কঠিন কথা তোমার লেখনীতে আসিল?—তোমার মনে ক্ষণকালের জন্যও উদয় হইল? না, মেহের! সেলিম তোমাকে কখনও ভুলিবে না। আর তুমি মনেও ভেব না, আমার প্রতিজ্ঞা বিফল হবে।"

এইরূপ বলিয়া সেলিম পুনর্ব্বার অস্থিরভাবে পদচারণ করিতে লাগিলেন। তাহাতেও যেন শান্তি নাই। ললাটে দুই এক বিন্দু ঘর্ম্ম দেখা দিল—বোধ হয় যে, তাঁহার অন্তঃকরণ আশীবিষের জ্বলন্ত বিষে দগ্ধ হইতেছে। তিনি অল্প সুশীতল জল পান করিলেন। একটী দীর্ঘনিশ্বাস হৃদয় ভেদ করিয়া বহির্গত হইল। তিনি একখানি রত্নাসনে উপবেশন করিলেন।

"যত বারই পত্রখানি পাঠ করি, কিছুতেই তৃপ্তি হয় না।

সেই মুক্তাময় হস্তাক্ষর—প্রতি অক্ষরে সেই অকৃত্রিম প্রেম, সেই ভালবাসা! উঃ! মন কেনই বা না উন্মত্ত হবে?" এই কথা বলিয়া তিনি পুনর্ব্বার পত্রখানি পাঠ করিতে লাগিলেন।—

"ভাই ভালবাসা!

সেলিম! তোমাকে কি বলিয়া সম্বোধন করিব ভাবিয়া পেলাম না। প্রাণনাথ! প্রাণেশ! হৃদয়বল্লভ! এ সকলের কোনটীই ভাল লাগিল না। বিশেষ, আজ আমি পরের বনিতা—— "পরের বনিতা" এই কথা বিরলে বসিয়া ভাবি আর হাসিয়া আকুল হই; তোমাকে ত ভুলি নাই, কখনও ভুলিব না, দিনযামিনীই তুমি এই অভাগিনীর হৃদয়-আকাশে একভাবে বিরাজমান, অস্ত নাই, পরিবর্ত্তন নাই; তথাপি "পরের বনিতা" এ কথা মনে ত একে উদয় হয় না, হলে আমার হাসির পরিসীমা থাকে না। মেহের আবার পরের বনিতা!! সেলিম! এটী কি কৌতুকের কথা নয়? মেহের যে মনে মনে, প্রাণে প্রাণে, হৃদয়ে হৃদয়ে, আত্মায় আত্মায় সেলিমের বনিতা হয়েছে, সেলিমে মিশিয়া গিয়াছে—সে আবার পরের বনিতা কিসে? তবে কালের কুচক্রে পড়িয়া না হয় দিন কতকের জন্য সে বনবাসী—পরাশ্রিত। তাই বলিতেছিলাম, পরের বনিতা মনে হলে হাসিয়া সারা হই—আর অমনি তোমাকে মনে পড়ে, নয়ন মুদ্রিত করিয়া হৃদয় পানে চাই, তোমাকে সাক্ষাৎ দেখিতে থাকি; অমনি আবার সেই হাসির সঙ্গে দরবিগলিতধারে দুই চক্ষে জলধারা বহিয়া বক্ষঃ ভাসিয়া যায়! সেলিম! আমার এখন দিবানিশি হাসি কান্না! মেহের ভালবাসিয়া ভালবাসাময় হইয়া পড়েছে—সে ভালবাসা বই জানে না, তাই ভাবিতেছিলাম, কি

বলিয়া তোমাকে সম্বোধন করি। কত বার কত কথা লিখিলাম, মনে কোনটীই লাগিল না। এমন সময় স্মরণ হইল, আমি যে বহু দিন পূর্ব্বে তোমার সঙ্গে ভালবাসা পাতাইয়াছিলাম, সেই প্রাণের ভালবাসা বলিয়াই কেন সম্বোধন করি না?

সেলিম! ভালবাসা না থাকিলে জগৎ কি ভয়ঙ্কর স্থান হত! বারিহীন মীন জীবিত থাকে না, দিনমণি বিনা নলিনী বাঁচে না, চন্দ্র বিনা কুমুদিনী শুকাইয়া যায়,—কিন্তু দেখ, আমি কেমন জীবিত আছি! এক ভালবাসাই আমার জীবনের সম্বল; প্রাণবিয়োগ হলে পাছে তোমাকে হারাই, আর তোমাকে ভালবাসিতে না পাই, এই ভয়ে মরিতে পারি না, মৃত্যুর নামে ভয় হয়! তবে যে একবার এ প্রাণকে পরিত্যাগ করিতে উদ্যত হইয়াছিলাম, এখন ভাবিতেছি সে আমার মহাভ্রম! তুমি আমাকে বাঁচাইলে—সে দিন অবধি জানিলাম,সেলিম আমার—আর সেলিমকে ভালবাসিবার জন্যই আমার সৃষ্টি! তাই তোমাকে মনে মনে দিনযামিনী ভালবাসি—ভালবাসিয়াই জীবিত আছি। তুমি আমাকে যে তোমার সেই ক্ষুদ্র প্রতিমূর্ত্তিটী দিয়াছিলে, হৃদয়ের সঙ্গে সেটী গাঁথিয়া রাখিয়াছি। অবসর পাইলেই বিরলে বসিয়া সেটীকে দেখি।

কিন্তু প্রাণেশ! তোমার কি আমাকে মনে আছে? তুমি কি এই অবলা রমণীর মর্ম্মবেদনা অনুভব করিতেছ? তুমি অতি দূরদেশে বিদ্রোহ-দমনে নিযুক্ত;—এ অভাগিনীকে ভাবিবারই বা তোমার অবসর কোথা? কিন্তু সেলিম! আমাকে ভুলে যাও ক্ষতি নাই, তুমি সর্ব্বদা সাবধানে থাকিবে। আপনাকে ইচ্ছাপূর্ব্বক বিপদমুখে নিক্ষেপ করিও না। আমি তোমার হৃদয়ে

একটী সামান্য কুসুম মাত্র—তোমার অঙ্গে আঘাত লাগিলে, নিশ্চয় জানিও, এ ফুলটীও শুকাইয়া যাইবে।

না, ভালবাসা একবার শিখিলে ত আর কখন ভুলা যায় না। কেমন করিয়া তুমি আমাকে ভুলিবে? তুমি আমাকে বিস্মৃত হও নাই, তুমি এখনো আমাকে ভালবাস, সেলিম! এ কথা কি পুনর্ব্বার শুনিব?

আমি এখানে সুখে আছি—সুখে থাকা যদ্যপি আমার পক্ষে সম্ভব। অথবা মেহের ত তোমারি কাছে, ছায়া-শরীরে আর ক্লেশ কি? আমি পতির অতি আদরের ধন, সের খাঁ আমাকে যথেষ্ট ভালবাসেন। আমিও তাঁহাকে ভক্তি করি;—পতিভক্তি, পতিসেবা আমার ব্রত হইয়াছে! মনে করিও না, আমি অতি কুটিলা। তোমার কাছে মন রাখিয়া, তোমাকে সমস্ত ভালবাসা দিয়া, ভালবাসা আর কোথা পাব যে, তাঁহাকে ভালবাসিব? ভালবাসার পরিবর্ত্তে ভক্তি করি, যত্ন করি, সেবা করি—সে ত আমার কর্ত্তব্য। যা করি তা সরল ভাবেই করি—তাহা গুরুজনের পরিচর্য্যা মাত্র।

লিখিবার অনেক কথা আছে, কিন্তু আর লিখিব না—প্রণয়ীর লেখা কি ফুরায়? অদ্য বিদায়।

সেলিমময়ী—অভাগিনী

মেহের।

পুনশ্চ:—

কুমার! তোমার সে প্রতিজ্ঞাটী স্মরণ আছে কি আমাকে লিখিবে।"

"প্রতিজ্ঞাটী স্মরণ আছে কি?" পত্রপাঠ সমাপ্ত হইলে সেলিম বলিয়া উঠিলেন, "সে প্রতিজ্ঞা কখন ভুলিব? সেই যমুনাকূল, মেহের ! তুমি আমার বক্ষে—নীলোজ্জ্বল নির্ম্মল গগনে সেই সুন্দর শশধর—সেই মনোহর দৃশ্য এখনো নয়নপথে অঙ্কিত। আমি সে প্রতিজ্ঞা ভুলিব?"

এইরূপ চিন্তার পর সেলিম নিবিষ্টচিত্তে পত্র লিখিতে বসিলেন। কত বার কত লিখিলেন, কোনখানিই মনের মত হইল না, লেখেন আর ছিঁড়িয়া ফেলেন। পরিশেষে একখানি পত্র শেষ করিয়া পড়িতে লাগিলেন ঃ—

"প্রাণময়ি !

আমি উন্মত্ত—জ্ঞান নাই, বুদ্ধি নাই, বিবেচনা-শক্তি নাই, কি লিখিতেছি, জানি না। যাই লিখি রাগ করিও না। জ্যোৎস্না না থাকিলে চন্দ্রের শোভা নাই, কিরণ না থাকিলে সূর্য্যের গৌরব নাই, পুষ্প না থাকিলে বৃক্ষের সৌন্দর্য্য নাই, তরঙ্গ না থাকিলে সাগরের বিক্রম নাই, শিখা না থাকিলে অগ্নির প্রতাপ নাই মেহের ! আমি ত এ সকলেই বঞ্চিত ! আমি চন্দ্র হইয়া কি করিব, আমার জ্যোৎস্না ত নাই? হিরণ্ময়-কিরণ-হীন—সূর্য্য হইয়া লাভ কি? এ প্রকাণ্ড-কাণ্ড বৃক্ষ পুষ্পহীন—আমার সাদরের চিরজীবনের যত্নের পরিজাত ত অপহৃত হইয়াছে ! এ বজ্র-দগ্ধ শুষ্ক কাণ্ড দণ্ডায়মান মাত্র ! এ অনন্ত সাগরের গৌরব কোথা? প্রেমময়ী মেহেরের প্রণয়-তরঙ্গ ত এ হৃদয়ে সুখশশীর সমাগমে নৃত্য করিতেছে না ! এখন ত এ বিশাল জলমরু নিবিড় কুজ্ঝটিকাবৃত ! অগ্নি ত ভস্মমাঝেই আচ্ছাদিত—হৃদয় ত কেবল গুমে গুমে পুড়িতেছে, শিখারূপিণী প্রাণময়ী মেহের ত

তা ভাবিয়া দেখে না? মেহের! সেলিমো কখনো তোমায় ভুলিতে পারে?

আমি শত্রুর শাণিত অসির প্রচণ্ড আঘাত অনায়াসে সহ্য করিতে সক্ষম, কিন্তু মেহের! তোমার বিরহ ত আর আমার সহ্য হয় না! অতি যত্নে, অতি আদরে হৃদয়মন্দিরে রত্নাসনে বসাইয়া তোমার পূজা করিতেছিলাম, পাপাত্মা সের খাঁ তস্কর-বেশে সেই হৃদয়ে সিঁদ কাটিয়া তোমাকে চুরি করিয়াছে, জীবিতময়ি! এ মর্ম্মবেদনা কি জুড়াইবার? তোমাকেও বরং ভুলিব, সের খাঁর শাস্তিবিধান কখনও ভুলিব না।

আমি প্রতিজ্ঞা ভুলি নাই, ভুলিব না; মেহের! এখনো বলি, 'তুমি আমার—তুদিন পরে অবশ্যই তুমি আমার!'

মেহের! তুমি আমার জীবনের সঙ্গে মিশিয়া গিয়াছ—সেই জীবন হইতে তোমাকে সবলে টানিয়া ছিঁড়িয়া লইয়াছে, সে আঘাত কি কখন জুড়াইবে? সমুদ্র তরঙ্গিণীকে একবার প্রেমালিঙ্গনে বক্ষে ধরিলে আর কি তাহাকে ছাড়িয়া থাকে?

অচিরেই আমি লাহোর পরিত্যাগ করিব; কতকগুলি কপট মিত্রের ধ্বংস-সাধন আবশ্যক হইয়াছে। আর অচিরেই তুমি আমার হৃদয়বাসিনী হবে।"

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

প্রণয়ে—বিপদে।

সদাশিব চলিয়া গেলে বঙ্কুলাল পূজার আয়োজন হইয়াছে সংবাদ দিল। মহারাজ রাজপরিচ্ছদ পরিত্যাগ পূর্ব্বক উদ্যান-

মধ্যস্থিত সরোবরে অবগাহন করিয়া পট্টবস্ত্র পরিধান করিলেন। পূজায় বসিবেন, একটী দূত উর্দ্ধশ্বাসে আসিয়া তাঁহার কর্ণে কি বলিল। মহামন্ত্রের ন্যায় সেই মন্ত্র তাঁহাকে মুগ্ধ করিল! সেই প্রদীপ্ত মুখমণ্ডলে কে যেন ভস্মরাশি মাখাইয়া দিল! নয়নযুগলের অপূর্ব্ব নীলোজ্জ্বলচ্ছটা অন্তর্হিত হইল। মহারাজ ক্ষণকাল চিত্রপুত্তলিকার ন্যায় বসিয়া থাকিয়া ডাকিলেন,

"বঙ্কুলাল!"

অকূল সাগরের কাণ্ডারী বঙ্কুলাল তৎক্ষণাৎ তথায় উপস্থিত হইল।

"বাঁকে! আমাদের সর্ব্বনাশ হইল!"

"কেন, মহারাজ?"

"বাকে! সর্ব্বনাশ হইল! আর কিছু দিন পরে আমার ষড়যন্ত্র প্রকাশ হলে আমি ভীত হতেম না। প্রকাশ্যেই মোগলসম্রাটের সঙ্গে যুদ্ধ করিয়া দেখিতাম, বাহুবলে বীরপুরুষগণ নিয়তির কঠিন লেখা ভাগ্যপট হইতে উঠাইতে পারে কি না। কিন্তু সে সময় এখনো উপস্থিত হয় নাই। বাঁকে! সর্ব্বনাশ হইল!"

"মহারাজ! এ কি! এ আত্মবিস্মৃতি কেন? আপনার এত চিত্তচাঞ্চল্যের কারণ কি? যদি কোন বিপদের আশঙ্কা থাকে, ব্যগ্র হলে চলিবে না। স্থিরভাবে সেই বিপদ হইতে উত্তীর্ণ হইবার উপায় উদ্ভাবন করা চাই। দেখুন, আকবর পীড়িত; বিশেষতঃ তাঁহার চৈতন্য মায়াবিনী কামিনীর মায়াজালে আচ্ছন্ন; তবে কি সেই মদোন্মত্ত ইন্দ্রিয়দাস লম্পট সেলিম আপনার বিপক্ষ হইয়াছে?"

"বিপক্ষ হইয়াছে!—অসংখ্য সৈন্য লইয়া আমায় ধরিতে আসিতেছে!"

"সেলিম এখন লাহোরে ত?"

"এখনো কি আর লাহোরে আছে?"

বঙ্কুলাল ক্ষণকাল চিন্তা করিয়া বলিল, "কোন ভয় নাই।"

"ভয় নাই কি?"

"আমি বলিতেছি, ভয় নাই। আপনি স্থির হউন, ইহার উত্তম পরামর্শ আছে।"

পূজা ঘুরিয়া গেল। মানসিংহ সহচরের সঙ্গে নিভৃত মন্ত্রণাগৃহে প্রবেশ করিয়া কহিলেন,

"তুমি কি স্থির করিয়াছ, বল?"

বঙ্কুলাল গম্ভীরভাবে বলিল, "মহারাজ! গুটীপোকা যে-রূপ আপনার জালে আপনি আবদ্ধ হয়, সেলিমকেও কি সেই-রূপ তাহার নিজের জালে জড়িত করিবার উপায় নাই? কণ্টক দিয়া কণ্টক অপসারিত হয়, সেলিমের দ্বারা কি সেলিমের সর্ব্ব-নাশ করা যায় না?"

মানসিংহ এই মহাবাক্যের গভীর অর্থ বুঝিলেন। মুখ-মণ্ডল প্রফুল্ল হইল। বঙ্কুলালের হস্ত ধরিয়া বলিলেন, "সখে! তোমার ঋণ কখনও পরিশোধ করিতে পারিব না। তুমিই যথার্থ মন্ত্রী—প্রকৃত বন্ধু। কিন্তু কি উপায়ে তাহাকে জব্দ করি, বল দেখি?"

বঙ্কুলাল হাসিল; মানসিংহের পানে চাহিল; কিন্তু কিছু না বলিয়া পুনর্ব্বার মস্তক অবনত করিয়া বসিয়া রহিল।

মানসিংহ দীর্ঘনিশ্বাস ত্যজিয়া বলিলেন, "বাঁকে! চল, আক-

বরের নিকট আমার অপরাধ স্বীকার করি, তিনি মানসিংহের ভ্রম অবশ্যই মার্জ্জনা করিবেন।”

বঙ্কুলাল বিদ্রূপসহকারে বলিল, “ইহাই ত হিন্দুচূড়ামণি ভারত-উদ্ধারকারী মহারাজ মানসিংহের যোগ্য কাজ! যান, শীঘ্র গিয়া সেই যবনের পা ধরিয়া প্রাণভিক্ষা চান,—রাজপুত-বীরপুরুষের এ ভিন্ন আর গতি কি? আমি দরিদ্র—আমার ও সব সাজিবে না, আমাকে অগ্রে বিদায় দিন।—এ ভ্রূকুঞ্চন কেন? এ ক্রোধ কেন?”

মানসিংহ স্তম্ভিত হইয়া রহিলেন; বঙ্কুলাল বলিতে লাগিল, “মহারাজ! আপনি যদি কোন উপায় দেখিতে না পান, আমি কিন্তু বেশ্ সহজ উপায় দেখিতেছি। মহারাজ! এ ভারত-সাম্রাজ্য কে শাসন করিতেছে? কমলাদেবী। কমলাদেবী কাহার? মানসিংহের। সেলিম কি কমলার সপত্নীপুত্র নয়? সেলিম সম্রাট্ হইলে কমলা কি নির্ব্বাসিত হইবে, না?—আরো কিছু শুনিতে চান?”

মানসিংহ বঙ্কুলালকে বক্ষে ধরিয়া বলিলেন, “বঙ্কু! তোমাকে শত ধন্যবাদ! তুমি যথার্থ রাজনীতিজ্ঞ।”

“মহারাজ! সময় অমূল্য। বিলম্ব করিবেন না; শীঘ্র কমলা-দেবীর নিকট গমন করিয়া সেলিমকে বিদ্রোহী ঘোষণা করিয়া দিন।”

মানসিংহ তৎক্ষণাৎ কমলার উদ্দেশে প্রস্থান করিলেন। কমলা তাঁহারি ধ্যানে নিমগ্ন ছিলেন। মানসিংহকে দেখিয়া, প্রেমভরে পরম আদরে করে ধরিয়া পার্শ্বে বসাইয়া সহাস্যবদনে জিজ্ঞাসিলেন,

"সংবাদ মঙ্গল ত ?"

"কমলা যাহার প্রতি সুপ্রসন্ন" ঈষৎ হাসিয়া মানসিংহ কমলার বদনকমলের কুন্তলগুচ্ছ সরাইতে সরাইতে বলিলেন, "তাহার অমঙ্গলের সম্ভাবনা কোথা ?"

"না, মহারাজ!" চতুরা কমলা অতি সুললিত স্বরে মান-সিংহের বিশাল বক্ষে ঢলিয়া পড়িয়া বলিলেন,

"অবশ্যই কোন অমঙ্গল-সংবাদ আনিয়াছেন। কই, আপনার সে প্রসন্নতা কোথা? প্রাণেশ! আপনার হৃদয়ের সহিত আমিও এ হৃদয়টী গাঁথিয়া দিয়াছি, ও হৃদয়ে ব্যথা লাগিলে এ হৃদয়ও কি ব্যথিত হবে না? কি অমঙ্গল-সংবাদ বলুন, এখনি তার প্রতিকার করিব।"

"প্রাণাধিকে!" মানসিংহ ধীরে ধীরে প্রেমভরে প্রাণময়ী প্রমদাকে পুনর্ব্বার বক্ষে ধরিয়া কহিলেন, "জীবনসর্ব্বস্বে! আমাদের সর্ব্বনাশ উপস্থিত! সেলিম সসৈন্যে আমাদের বিপক্ষে আসিতেছেন—এ সমস্ত মহব্বতের মন্ত্রণা সন্দেহ নাই। এখন তোমার দয়া বিনা আমার গতি নাই।"

এই বিপদসংবাদে কমলার হৃদয়ও ঈষৎ বিচলিত হইল। সেই অভিমানিনী কামিনীর কমনীয় মুখকান্তি মলিন হইল। একটী দীর্ঘনিশ্বাস অজ্ঞাতভাবে বহিল। তিনি ব্যাকুলিতচিত্তে অধোবদনে ধরাতল নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন। কিন্তু অবিলম্বে সৌদামিনী-বিভার ন্যায় এক অপূর্ব্ব জ্যোতি অমল বদন-কমলে প্রকাশিত হইল। কমলা মস্তকোত্তোলন করিয়া মান-সিংহের পানে চাহিয়া স্বাভাবিক গম্ভীরভাবে বলিলেন,

"সেই বালকের যুদ্ধসজ্জা দর্শনে এ ভয় কেন? কি করিতে হবে, বলুন?"

মানসিংহ আদরে সেই মধুর অধরের আঘ্রাণ লইয়া চিবুক ধরিয়া কহিলেন, "প্রিয়তমে! নতুবা তোমার কাছে আসিব কেন? আপনি ঘোষণা করিয়া দিন, সম্রাট পীড়িত শুনিয়া সেলিম বিদ্রোহী হইয়াছে এবং বৃদ্ধ পিতাকে সিংহাসনচ্যুত করিবার জন্য সৈন্যসামন্ত লইয়া আগ্রাভিমুখে আসিতেছে। রাজ্যের যে কেহ সেই দুর্বৃত্তের সাহায্য করিবে, কিংবা যে কেহ তাহাকে আশ্রয় [illegible] [illegible] বিদ্রোহের দণ্ড ভোগ করিতে হইবে। এবং সেই সঙ্গে এক [illegible] বিচক্ষণ সুদক্ষ সেনাপতিকে তাহার দমনার্থ প্রেরণ করুন। অঙ্কুরেই এই কণ্টকতরুকে অপসারিত না করিলে আমাদিগকে উভয়কেই পরিণামে অনুতাপ করিতে হইবে।"

প্রীতিপ্রফুল্লবদনে কমলা উত্তর করিলেন, "মহারাজ! আপনি যথার্থ কথা বলিয়াছেন। সেলিম জীবিত থাকিতে আমাদের মঙ্গল নাই। আমি এখনি ইহার ব্যবস্থা করিতেছি। আপনি সত্বর প্রকাশ্য সভায় আগমন করুন।"

মানসিংহকে বিদায় করিয়া কমলাদেবী অমূল্য বস্ত্রালঙ্কারে কমনীয় অঙ্গ অলঙ্কৃত করিয়া রাজরাজেশ্বরী-বেশে সভামণ্ডপে উপস্থিত হওত আজিম খাঁ, মানসিংহ, মহব্বত প্রভৃতি অমাত্যবর্গকে আহ্বান করিলেন। সকলে উপস্থিত হইলে কমলাদেবী সেই অসামান্যধীশক্তিসম্পন্ন বীরপুরুষদিগের সমক্ষে সেলিমের চরিত্রসম্বন্ধে এরূপ জলন্ত জীবন্ত ভাষায় একটী বক্তৃতা করিলেন যে, সকলেই বাক্‌শক্তিহীন হইয়া রহিলেন। একে সেই

দীপ্ত পাবকশিখাসদৃশ রূপরাশি, সেই পূর্ণকলেবরভরা পূর্ণযৌবন—তাতেই সকলেই চমকিত, তার উপর সেই কলকণ্ঠের কূজন-ধ্বনি; কার মনে মন রহিল, কে কথা কহিবে?

"আপনারা নীরব রহিলেন যে?" কমলাদেবী পুনর্ব্বার জিজ্ঞাসিলেন। "আকবর সাহ কি মোগলবংশের গৌরবস্বরূপ নহেন? আপনারা কি সম্রাটের অন্নে, সম্রাটের অনুগ্রহে প্রতি-পালিত ও বর্দ্ধিত হন নাই? আকবর দিন দিন আরোগ্যলাভ করিতেছেন—তিনি অনতিকালমধ্যে যে সম্পূর্ণ সুস্থ ও সবল হইয়া পুনর্ব্বার রাজদণ্ড ধারণ করিতে সমর্থ হইবেন, এ কথা কি সম্ভব নয়? এই বৃদ্ধ সম্রাটের শোণিতে বসুমতী রঞ্জিত হইবে, আপনারা দেখিতে পারিবেন? আপনাদের যদ্যপি ধর্ম্মাধর্ম্ম-জ্ঞান থাকে, আপনারা যদ্যপি বিশ্বাসঘাতক, অকৃতজ্ঞ না হন, যদ্যপি আপনারা মনুষ্য হয়েন, বৃদ্ধ আকবরকে এই আসন্ন বিপদ্ হইতে রক্ষা করুন।"

একে কমলাদেবী পরমা সুন্দরী, পূর্ণযৌবনা, তাহাতে ভারত-সাম্রাজ্যের অধীশ্বরী—আজ আবার সেই রাজরাজেশ্বরী-রূপের কি অতুল, কি ভীম-গম্ভীর গরিমা—তাঁহার মুখ-নির্গত এই প্রদীপ্ত বাক্যের কে অবমাননা করিবে? সকলেই সেলিমের আচরণে যার-পর-নাই অসন্তোষ প্রকাশ করিলেন। মহব্বত নিগূঢ় মর্ম্ম অবগত ছিলেন, কেবল তিনিই নীরব রহিলেন।

"আমার মতে" মানসিংহ গম্ভীরভাবে কহিলেন, "এখনি এক জন সেনাপতিকে সসৈন্যে সেলিমকে ধৃত করিবার জন্য পাঠান কর্ত্তব্য, বিদ্রোহ প্রবল হইয়া উঠিলে শেষ দমন করা দুরূহ হইবে।"

সকলেই তাহাতে সম্মতি দিলেন। সুদক্ষ সৈন্যাধ্যক্ষ মহম্মদ খাঁ বিংশতি সহস্র অশ্ব এবং পঞ্চাশৎ সহস্র পদাতি লইয়া যুদ্ধযাত্রা করিলেন। সেলিম রাজবিদ্রোহী হইয়াছেন, এই সংবাদ ভারতময় ঘোষিত হইল। সুলতান আপনার ফাঁদে আপনিই পড়িলেন। তিনি আত্মরক্ষার্থে অর্দ্ধপথ হইতে পুনর্ব্বার পঞ্জাবে পলায়ন করিলেন।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

প্রণয়ে—প্রণয়ে।

"জীবিতেশ্বর!

আজি আমার শান্তি-সরসী প্রবল বায়ুহিল্লোলে আলোড়িত হইয়াছে—সুখশতদল ছিন্ন ভিন্ন—উন্মূলিত প্রায়! তোমার বিপদ-সংবাদ আমাকে কাতর করিয়াছে। তোমাকে হারাইয়া, তোমার আশায়, তোমার রূপ ধ্যান করিয়া, তোমাকে ভালবাসিয়া স্থির ছিলাম; আর স্থির থাকিতে পারিতেছি না। হায়! নারীজন্ম কি ক্লেশকর! এখন যদি তোমার কাছে থাকিতাম, তাহা হইলে এত ভাবনা হইত না। এই দূরদেশে থাকিয়া মুহূর্ত্ত যুগ বোধ হইতেছে, কতই অমঙ্গল-চিন্তা হৃদয়কে আকুল করিতেছে! সেলিম! সেই আশা, সেই ভালবাসা, সেই আদর, সেই সোহাগ—সকলি কি মরীচিকামাত্র—সকলি কি আকাশকুসুম! অথবা আমি কি স্বার্থপর! তোমার বিপদ, আমি কি না, ছার প্রেম লইয়া, পোড়া ভালবাসা লইয়া ব্যস্ত! প্রাণেশ!

রাগ করিও না। আমি ত ভালবাসা আর সেলিম বই কিছুই জানি না! নগরে থাকি, বিজন বনে থাকি, সুখে থাকি বা বিপদে পড়ি—সকল স্থানেই, সকল সময়েই ত সেলিমের প্রেম-ময় মধুর মূর্ত্তি আমার হৃদয়ে বিরাজমান—সকল স্থানেই, সকল অবস্থাতেই ত আমি সেলিমকে ভালবাসি!

তুমি আমার শৈশবের সহচর, যৌবনের বন্ধু, দেহের জীবন—সেলিম! কেমন করিয়া আমি এ মনের বিষম যন্ত্রণা তোমাকে প্রকাশ করিয়া বলিব? তুমি প্রেমিক, প্রণয়ের ব্যথা কি বুঝিতে পার না?

আজ আমার জীবন মরুভূমি! আ৷া হতাশ হইয়া পলায়ন করিয়াছে। আজ তথায় চন্দ্র নাই, তারা নাই, সূর্য্য নাই—ঘোরা গভীরা যামিনীর ন্যায় সেই জীবনপ্রান্তর নিবিড় তিমিরাচ্ছন্ন! এত দিন প্রাণে যত্ন ছিল—আর বাঁচিতে সাধ নাই।

তোমার মঙ্গল-সংবাদ সত্বর লিখিয়া এই শুষ্কপ্রায় বন-লতিকাটীকে পার ত বাঁচাইবে। সেলিম! মৃত্যুর পর সত্যই কি মিলন হয়? তা হলে অবশ্যই আমি তোমাকে পাইব।

প্রেমভিখারিণী

মেহের।”

লাহোরে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া সেলিম এই পত্র পাইলেন। সেলিম পাপাত্মা, লম্পট ও কুটিল ছিলেন সত্য, কিন্তু মেহের-উন্নিসা তাঁহার বিশুদ্ধ প্রেমের পারিজাত। সে পারিজাতকে মুকুটে ধরিতে সেলিম জীবন উৎসর্গ করিতে প্রস্তুত ছিলেন। এই করুণরসপূর্ণ প্রেমভরা পত্রে তাঁহার নয়নে জল আসিল। তিনি তখনি এই পত্র লিখিয়া পাঠাইলেন:—

"প্রেমময়জীবিতে!

তোমার পত্রে আমি যেন তোমাকে পাইলাম! মেহের! আমি যে তোমাকে কি ভালবাসি, তা তুমি জান না। তুমি অবলা রমণী—অবশ্যই কাতর হইবে। আমি বীরপুরুষ হইয়া অবলা রমণী অপেক্ষাও দুর্ব্বল হইয়া পড়িয়াছি। অয়ি শৈশব-সহচরি! শৈশবের সেই সব কথা একবার স্মরণ কর দেখি? তাও কি কখন ভুলিব? তোমার রূপ, তোমার ভালবাসা সর্ব্বদা হৃদয়ে জাগিতেছে। তোমার প্রেমমাখা মধুময় কথা কর্ণে বাজিতেছে। মেহেরউন্নিসা আমার জীবনের লক্ষ্য। তুমি মনকে প্রবোধ দাও, হৃদয়কে পাষাণে বাঁধ। যদি জীবিত থাকি, মেহের! অবশ্যই তোমাকে দিল্লীশ্বরী করিব!

প্রেম কি ভালরূপে জানিবার জন্যই আমাদের এই সামান্য বিচ্ছেদ। নতুবা তোমাকে প্রাণ ভরিয়া হৃদয়ে ধরিয়া এক দিন যে সুখী হইব, মনের দারুণ সন্তাপ শীতল করিব, তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। সেই প্রেমবন্ধন আর কেহ ছিন্ন করিতে পারিবে না।

আমি এখানে নিরাপদে আছি। পঞ্জাবে আসিয়া শত্রুপক্ষ কিছুই করিতে পারিবে না। এখানে আমার সম্পূর্ণ প্রভুত্ব—সকলেই আমার আজ্ঞাধীন। তুমি আমার জন্য কিছুমাত্র চিন্তিত হইও না।

শঠ, লম্পট বলিয়া সেলিমের অপবাদ। কিন্তু প্রাণময়ি! তোমার নিকট আমার কপটতা নাই, সম্ভব হলে হৃদয় খুলিয়া তোমাকে দেখাতাম; তোমা ভিন্ন অন্য রমণী সে হৃদয়ে প্রবেশ করিতে পারে নাই।

প্রিয়তমে! আমাদের প্রেম, আমাদের ভালবাসা সকলি সত্য। কুহকিনী আশার ছলনা বা আকাশকুসুম নহে। এ দুটী হৃদয়ে যা কিছু অপবিত্রতা ছিল, বিচ্ছেদ-অনলে ক্রমে ক্রমে তাহা ভস্ম হইয়া যাইতেছে। তুমি নিশ্চয় জানিবে, প্রতিজ্ঞাপূর্ণ না হলে সেলিমের মৃত্যু নাই তবে চিন্তা কেন?

মনেও ভেব না, সর্ব্বসংহারক কাল তোমার ঐ স্বর্গীয় সৌন্দর্য্য স্পর্শ করিতে পারিবে। আর তাই যদি সেই দুরন্ত কালের দুর্জ্জয় প্রভাবে তোমার রূপলাবণ্যের ধ্বংস হয়—ধ্বংস হয়! কি ভয়ানক কথা! মেহের! ও রূপেরও কখন বিনাশ আছে?——তাতেই বা ক্ষতি কি? ভয় কি? তুমি ত সেই অমূল্য বিশুদ্ধ সুবর্ণ! তখনো তোমাকে প্রেমভরে আদরে হৃদয়ে ধরিয়া জীবন সার্থক করিব। কিন্তু এ অলীক ভীষণ কল্পনা কেন? তুমি চিরবিকসিত, চিরপ্রফুল্ল পবিত্র পারিজাত, অবশ্যই তোমাকে এই ভাবেই কণ্ঠে পরিব।

তোমার কুশল-সংবাদ সর্ব্বদা লিখিবে।

নির্ব্বাসিত

সেলিম।"

ষষ্ঠ খণ্ড।

প্রথম পরিচ্ছেদ।

সম্রাট—সচিবে।

দুই তিন মাস রুগ্ন-শয্যায় শায়িত থাকিয়া মোগলবংশাবতংস আকবর সাহ ক্রমে ক্রমে সুস্থির হইয়া উঠিলেন। সকলেই তাঁহার জীবনের আশা পরিত্যাগ করিয়াছিলেন। এই বিস্তীর্ণ ভারতসাম্রাজ্য শোকার্ণবে নিমগ্ন হইয়াছিল; আকবরের দেহে বলসঞ্চারের সঙ্গে চতুর্দ্দিক শোভাময় হইয়া উঠিল।

মহব্বত সেলিমকে বড় ভালবাসিতেন। তাঁহারি বিপুল বাহুবলে সেলিম, অপার বিপদসাগর অতিক্রম করিয়া পিতৃসিংহাসনে অধিষ্ঠিত হন। এই মহব্বতেরই দোর্দ্দণ্ড-প্রতাপ জাহাঙ্গীরের রাজত্বকাল উজ্জ্বল কিরণমালায় অলঙ্কৃত করিয়াছিল। মানসিংহের সঙ্গে মহব্বতের চিরবিসম্বাদ। কিন্তু ভাগ্যবলে মানসিংহ কমলাদেবীর শুভদৃষ্টিতে পড়িয়া অল্পকালমধ্যে প্রবল-প্রতাপান্বিত হইয়া উঠেন। অবিচলিতভাবে বিষন্নচিত্তে মহব্বত খাঁ সেই হিন্দু-বংশধরের দিন দিন উন্নতি দেখিতে লাগিলেন। মানসিংহরূপ প্রদীপ্ত প্রভাকর প্রখর প্রভায় সকলকেই নিষ্প্রভ করিয়া ফেলিল। বীরচূড়ামণি মহব্বত খাঁর গভীর হৃদয় ক্রমে ক্রমে আন্দোলিত হইতে লাগিল। তিনি এই সকল অশিব লক্ষণ দ্বারা অচিরে মোগলবংশের ধ্বংস স্থির করিয়া নিতান্ত ব্যথিত হইলেন। তিনি দিব্য নয়নে মানসিংহকে

ভারতসিংহাসনে অধিষ্ঠিত এবং পতনশীল মোগলজাতিকে লাঞ্ছিত ও নির্ব্বাসিত হইতে দেখিলেন। কিন্তু মনের কথা কাহাকে বলিবেন? যখন জটিল রাজনীতিবিশারদ আজিম খাঁও তাঁহাকে প্রশ্রয় দিতেছেন, কে তাঁহার বাক্যে কর্ণপাত করিবে? স্বয়ং সম্রাট রমণী-প্রেমে মুগ্ধ, তিনি কিছুই করিবেন না। বাইরাম খাঁ নির্ব্বাসিত, পাছে তাঁহারও সেই দশা ঘটে, এই আশঙ্কায় তিনি মানসিংহের বিরুদ্ধে এ পর্য্যন্ত কোন কথাই সম্রাটের নিকট বলিতে সাহসী হন নাই। পরিশেষে মোগল-বংশ নিতান্ত ধ্বংস হয় দেখিয়া গোপনে সেলিমকে সমস্ত বৃত্তান্ত লিখিয়া পাঠাইলেন। সুলতান সেলিম পঞ্জাবের শাসনকর্ত্তার পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। তিনি বহু পূর্ব্ব হইতেই সতৃষ্ণনয়নে দিল্লীর সিংহাসন পানে চাহিয়াছিলেন। আকবরের প্রাণসংহার করিয়াও যদি ঐ সিংহাসন পাইবার উপায় থাকিত, বোধ হয় সেলিম অনায়াসে সেই নৃশংস ব্যাপার সম্পাদন করিতেন। কিন্তু তাহা তিনি সুসাধ্য বিবেচনা করেন নাই। কবে করাল কাল বৃদ্ধ পিতাকে গ্রাস করিবে, তিনি তাহাই গণনা করিতে-ছিলেন। মহব্বতের পত্র, আকবরের পীড়া তাঁহার হৃদয়-পাবকে বাতাস দিল। সেলিম উন্মত্ত হইয়া উঠিলেন। তিনি তৎক্ষণাৎ স্বয়ং চতুর্দ্দিকে আকবরের মৃত্যুসংবাদ ঘোষণা করিয়া দিলেন; এবং সম্রাট উপাধি গ্রহণপূর্ব্বক তাঁহার নামে সাম্রাজ্য শাসন করিবার আদেশ সমস্ত সুবাদার ও শাসনকর্ত্তাদিগকে লিখিয়া পাঠাইলেন। স্বয়ং অসংখ্য সৈন্যসামন্ত সংগ্রহপূর্ব্বক রাজধানীর অভিমুখে দ্রুতপদে ধাবিত হইলেন। সেলিম জানিতেন, মান-সিংহ তাঁহার পরম শত্রু—তাঁহাকে সংহার করিতে না পারিলে

তাঁহার মঙ্গল নাই। তিনি প্রথমেই মানসিংহের দর্প চূর্ণ করিবার জন্য কৃতসঙ্কল্প হইলেন। মহব্বত খাকেও এই মর্ম্মে পত্র লিখিয়া তাঁহাকে প্রস্তুত থাকিতে বলিলেন। এতদ্ব্যতীত কমলাদেবীকে কারাগারে নিক্ষিপ্ত করিবার জন্যও এক অনুমতিপত্র প্রেরিত হইল।

কিন্তু এই পত্র মহব্বত পাইলেন না। পথিমধ্যেই সেই পত্র ও পত্রবাহক অদৃশ্য হইল। মানসিংহের দূত সর্ব্বত্র ছদ্ম-বেশে ফিরিতেছে। সেলিম পূর্ব্বে এ সংবাদ পাইলে সাবধান হইতে পারিতেন। তিনি স্থির করিলেন, তাঁহার পৌঁছিবার পূর্ব্বেই মহব্বত সব ঠিক করিয়া রাখিবেন। এই ভাবিয়া তিনি মহামহোল্লাসে প্রথমেই মানসিংহের গর্ব্ব খর্ব্ব করিতে ধাবিত হইলেন।

সেলিম আর একটী চতুরালি খেলিয়াছিলেন। মানসিংহের নিকটেও তিনি এই ভাবের একখানি পত্র প্রেরণ করেন ঃ—

"মহারাজ! আপনি মোগলবংশের অকৃত্রিম বন্ধু। আপনার বাহুবলেই আমরা নিরাপদে রাজ্যশাসন করিতেছি। আমি শুনিলাম, পিতার অত্যন্ত কঠিন পীড়া হইয়াছে, অধিক দিন বাঁচিবেন না। এই বিপদসময়ে আপনি আমার একমাত্র ভরসা। এই সঙ্কটসময়ে যাহাতে রাজ্যমধ্যে কোনরূপ গোল-যোগ উপস্থিত না হয়, অনুগ্রহপূর্ব্বক আপনি তদনুরূপ উপায় অবলম্বন করিবেন। আমি এখানে সীমান্তর্ব্বর্ত্তী পার্ব্বতীয় জাতি-দিগের সহিত যুদ্ধকার্য্যে ব্যাপৃত, বোধ হয় রাজধানীতে গমন করিতে বিলম্ব হইবে। আপনার উপর সমস্ত ভারার্পণ করি-তেছি—যেরূপ বিবেচনা হয় করিবেন। ইত্যাদি।"

চতুরের চাতুরী খাটিল না। মহব্বত বন্দী এবং সেলিম রাজ-

বিদ্রোহী বলিয়া ভারত সাম্রাজ্যের চতুর্দ্দিকে ঘোষিত হইলেন। পথিমধ্যে এই বিপদসংবাদ সুলতানের কর্ণে প্রবেশ করিল। বজ্রাহতের ন্যায় সেলিম ক্ষণকাল স্তম্ভিত হইয়া রহিলেন। অবশেষে তিনি পঞ্জাবাভিমুখে পলায়ন করিলেন।

এ দিকে সম্রাট আরোগ্যলাভ করিয়া স্বহস্তে রাজ্যভার গ্রহণ করিলেন। কিন্তু কমলাদেবীর যে ক্ষমতা, সেই ক্ষমতাই রহিল—কমলাদেবী সেই বিচক্ষণ সম্রাটকে একেবারে আচ্ছন্ন করিয়াছিলেন। প্রথম দিবস সম্রাট সভায় উপস্থিত হইয়া মানসিংহ, আজিম খাঁ, মহব্বত প্রভৃতি প্রিয় সচিব ও সভাসদ্‌বর্গকে আহ্বান করিলেন। মহব্বত ভিন্ন সকলেই উপস্থিত। যখন সম্রাট পীড়িত, সেই সময়ে মহব্বত সেলিমের সহযোগী বলিয়া কারারুদ্ধ হন। অল্প সুস্থ হইলে সেলিমের বিদ্রোহের কথা সম্রাটকে জ্ঞাত করা হয়, কিন্তু মহব্বতের নামও উল্লেখ হয় নাই। তিনি মহব্বতকে অনুপস্থিত দেখিয়া জিজ্ঞাসিলেন,

"মহব্বত খাঁর অনুপস্থিতির কারণ কি?"

মহারাজ মানসিংহ—গ্রন্থকারগণ যেমন আপনার মনের মত করিয়া বিষয়গুলি সাজাইয়া থাকেন, সত্যাসত্য, সম্ভব অসম্ভব বিবেচনা করেন না,—গল্পটী বেশ্ করিয়া সাজাইয়া সম্রাটকে বুঝাইয়া দিলেন, "মহব্বতের পরামর্শেই সেলিম বিদ্রোহী হন, সুতরাং আমরা তাঁহাকে দুর্গমধ্যে রাখিতে বাধ্য হইয়াছিলাম।"

আকবর একটু চিন্তা করিয়া বলিলেন, "এ কথা আমাকে পূর্ব্বে জানান হয় নাই কেন?"

"এ কথা কি আপনাকে পূর্ব্বে বলা হয় নাই?" বিস্মিতভাবে মানসিংহ উত্তর করিলেন।

আজিম খাঁও মানসিংহের বাক্যের সমর্থন করিলেন।

আকবর ক্ষণকাল নিস্তব্ধ থাকিয়া গম্ভীরভাবে কহিলেন, "আমার ত কই স্মরণ হয় না। যাহা হউক, আমার পীড়িতাবস্থায় আপনাদের হস্তে রাজ্যশাসন-ভার অর্পিত হইয়াছিল। এই বিদ্রোহ-দমন এবং মোগলসাম্রাজ্যে শান্তিরক্ষার জন্য আপনারা আমার পুত্রের উপরও দণ্ডবিধান করিতে যে কুণ্ঠিত হন নাই, ইহাতে আমি পরম সন্তুষ্ট হইয়াছি। মনস্বিতা, স্বাধীনচিত্ততা ও ধীরতা বিচারকদিগের প্রধান গুণত্রয়—যাঁহারা এ সকল গুণে বঞ্চিত,তাঁহাদের উন্নতিলাভের আশা বিড়ম্বনা মাত্র। এখন আমি সম্পূর্ণ সুস্থ এবং রাজকার্য্য পর্য্যালোচনা করিতে সমর্থ হইয়াছি। মহব্বতকে বন্দী করিয়া রাখিবার আর প্রয়োজন নাই। কাহারো উপর আমার বিশ্বাস থাকুক আর নাই থাকুক, আমার উপর আমার অটল বিশ্বাস আছে। যত দিন আমি দিল্লীর সিংহাসনে অধিষ্ঠিত থাকিব, তত দিন মোগল সাম্রাজ্য অটল। আজিম! তুমি স্বয়ং গিয়া মহব্বতকে লইয়া এস।"

আকবরের আজ্ঞা কে লঙ্ঘন করিবে? বাহিক সন্তোষ প্রকাশপূর্ব্বক আজিম খাঁ কহিলেন, "আমাদের কর্ত্তব্য আমরা পালন করিয়াছি, এক্ষণে আপনি যে স্বীয় স্বাভাবিক দয়াগুণে মহব্বতকে মুক্তিদান করিলেন, ইহা অপেক্ষা আমাদের আহ্লাদের বিষয় আর কি আছে? মহব্বতের সহস্র অপরাধও গণ্য নহে। কিন্তু সে সময়ে আমরা যদ্যপি এই প্রমত্ত কেশরীকে পিঞ্জরাবদ্ধ না রাখিতাম, তাহা হইলে এত দিন মোগলসাম্রাজ্য উৎসন্ন হইত। আমি এখনি তাঁহাকে আনিতেছি।"

দশচক্রে ভগবান ভূত। আকবর ত মনুষ্য। মহব্বত

নিষ্কৃতি পাইলেন বটে, কিন্তু সেই অবধি তাঁহার উপর সম্রাটের মহাসন্দেহ জন্মিল। নিতান্ত প্রয়োজন না হইলে আর তিনি মহব্বতকে ডাকিতেন না। ক্রমে ক্রমে মহব্বতের ক্ষমতাও হ্রাস হইতে লাগিল। কিন্তু মহব্বত ভগ্নোদ্যম হইলেন না।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

শঠে—শঠে।

"মহারাজ।" এক দিবস কমলাদেবী মানসিংহের সঙ্গে প্রমোদ-উদ্যানে গুপ্তভাবে ভ্রমণ করিতে করিতে বলিলেন, "সকল কার্য্যেরই একটী নিরূপিত সময় আছে। যদি নিদারুণ মর্ম্ম-বেদনায় হৃদয় ভস্ম হইয়া যায়, তথাপি অবলা লজ্জাশীলা কামিনীর মুখ হইতে বাক্য নির্গত হয় না। কিন্তু আমি—" বলিয়াই যেন মনে অন্য কি ভাবের উদয় হইল; কমলাদেবী নীরব হইলেন। কিন্তু কিঞ্চিৎ পরেই আবার বলিতে লাগিলেন, "মানসিংহ! আমি পরমা সুন্দরী, পূর্ণযৌবনা, জগতের লোকই দেখিতেছে; কিন্তু আপনার চক্ষে আমি কিরূপ? আপনি কি আমাকে সামান্য বারবিলাসিনী মনে করেন? তা হলে আপনি রমণীহৃদয় জানেন না। আমার প্রণয় সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র। আপনি আমাকে নির্লজ্জই বলুন, পাগলই বলুন, আমি কিন্তু—অথবা সে কথারই বা প্রয়োজন কি? বৃদ্ধ আকবর আরোগ্য লাভ করিলেন, আমার আশালতিকাও কি সেই সঙ্গে অঙ্কুরেই দলিত হইল?"

এই বলিয়া উচ্চাভিমানিনী কামিনী মানসিংহের মুখ পানে

চাহিলেন। মানসিংহ কমলার ললিত করকমল প্রেমভরে মর্দ্দন করিয়া বলিলেন,

"আশা আছে, চেষ্টা আছে, বীরত্ব আছে—এই সকল উপ-করণেই মানসিংহের হৃদয় নির্ম্মিত হইয়াছে; কিন্তু তুমিই না এই বলিলে সকল কাজের একটী নিয়মিত সময় আছে? আমি তোমাকে কি মনে করি, কি ভাবি, কেমন করিয়া বলিব? তুমি আমার আশা দেবী, তুমি আমার আঁধার জীবনের পূর্ণশশী, কাল রজনীর সুধাময়ী উষা—তুমি অমূল্য অতুল্য রমণীয় স্বর্গীয় পারিজাত—আমার হৃদয়-মরুর স্বর্গসরোজিনী—প্রাণময়ি! আর কি তুমি আমার! অচিরে যে তোমাকে লাভ করিয়া প্রেমালিঙ্গনে তাপিত হৃদয় শীতল করিব, তাহাতে সন্দেহ কি?"

"কিন্তু, এ স্তোকবাক্যে মন ত আর প্রবোধ মানে না?" কমলা স্বীয় করলতিকা দ্বারা মানসিংহের কণ্ঠদেশ বেষ্টন করিয়া বিষাদমিশ্রিত নয়নে তাঁহার পানে চাহিয়া বলিলেন, "মানসিংহ! প্রতিজ্ঞা পালন কর।"

"প্রাণময়ি!" মানসিংহও উল্লাসিত প্রাণে সরস বিম্বাধর চুম্বন করিয়া কহিলেন, "প্রতিজ্ঞা করিতেছি আজ অবধি এক মাসের মধ্যে হয় মানসিংহ দিল্লীশ্বর, নয় চিরবিস্মৃতিজলে নিমগ্ন হইবে। এখন বিদায় হইতেছি।"

"যাও, যাও, প্রতিজ্ঞাপালনে তৎপর হও।" জড়িত অথচ মধুর স্বরে সেই মধুরভাষিণী দুই বার এই কথা বলিয়া তাঁহার পানে চাহিয়া রহিলেন।

মানসিংহ চিন্তাকুলচিত্তে ধীরে ধীরে স্বীয় নিকেতনে ফিরিয়া আসিয়া নিভৃত মন্ত্রণা-গৃহে প্রবেশ করিলেন। কমলাদেবী

অধীরা হইয়াছেন, আকবর আরোগ্যলাভ করিলেন, এবং মহব্বতও কারামুক্ত হইলেন—প্রতিপদেই নানা প্রতিবন্ধক। এ দিকে হেমলতা পত্রে পত্রে তাঁহাকে ব্যতিব্যস্ত করিয়াছেন; এমন কি শেষ পত্রে লিখিয়াছেন, "এই বন্দিদশা আমার একান্ত অসহ্য হইয়া উঠিয়াছে। অবলা সরলা বালিকাকে প্রলোভিত করিয়া এক্ষণে তাহাকে অকূল সাগরে নিক্ষেপ করা, নাথ! তোমার কি উচিত? প্রাণেশ! এ দাসী তোমা বই ত আর কাহাকে জানে না! তুমি আমাকে ভুলিলে, আমি তোমাকে কখন ভুলিতে পারিব না। এই মনে যত আশা ছিল, সকলি বিফল হইল; কিন্তু তাহাতে আমি দুঃখিত নহি, কি দোষে আমাকে পরিত্যাগ করিলে, তাহাই জানিতে চাই। আমি এক সপ্তাহে তোমার পত্রের প্রতীক্ষায় থাকিয়া অষ্টম দিবসে নিশ্চয়ই এ স্থান হইতে প্রস্থান করিব। পিতার কাছে ফিরিয়া যাইবার মুখ নাই—কোথা যাইব এখন বলিতে পারি না।"

মানসিংহ মহাসঙ্কটে পড়িলেন। তিনি চিন্তামগ্ন আছেন, আমিনা আসিয়া তাঁহার হস্তে একখানি পত্র দিল। মানসিংহ পত্র পড়িতে লাগিলেন :—

"আর্য্য!

বোধ হয় ভগবান এত দিনে আমাদের মনোরথ পূর্ণ করিলেন। বাইরাম খাঁর জন্য আমাদের বড় ভয় ছিল, আমি তাঁহাকে হস্তগত করিয়াছি। আমার ইঙ্গিত পাইলেই তিনি অসংখ্য সৈন্য লইয়া সমরপ্রাঙ্গণে অবতীর্ণ হইবেন। আকবরের উপর তাঁহার মর্ম্মান্তিক আক্রোশ জন্মিয়াছে, তিনি তাঁহার দর্পচূর্ণ করিতে প্রাণপণে চেষ্টা করিবেন, তাহাতে সন্দেহ নাই। আমি

সেই শঠশিরোমণিকে দিল্লীর সিংহাসনের লোভ দেখাইয়া উন্মত্ত করিয়া তুলিয়াছি। আক্‌বরকে পরাস্ত করিয়া সেলিমকে বন্দী করিতে পারিলে বাইরামের চক্ষে ধূলি দিতে কতক্ষণ! বাই-রাম এখন গোপনে গোপনে সৈন্যসংগ্রহ করিতেছেন, আমি অনুসন্ধান করিয়া জানিয়াছি, তাহার বিশেষ আগ্রহ ও যত্ন আছে। আমার কাজ এক প্রকার শেষ হইয়াছে। সত্বর আপনার শ্রীচরণ দর্শন করিবার ইচ্ছা আছে। ইতি,

ভৃত্য
দেবসিংহ।"

এই পত্র পাঠ করিয়া মানসিংহের বদনমণ্ডল প্রফুল্ল হইল—কে যেন বিকশিত শতদলে নব রবির আরক্তিম নবীন ছবি মাখাইয়া দিল। তিনি তৎক্ষণাৎ মহব্বতের বাটীতে গমন করি-লেন।

মহব্বত মহারজকে দেখিয়া সাদর সম্ভাষণ পূর্ব্বক বসিতে বলিলেন্। মানসিংহ উপবেশন করিয়া অন্য অন্য সদালাপের পর কহিলেন, "মোগলচূড়ামণি! ভারসা করি, আপনি অপরাধ মার্জ্জনা করিবেন; অথবা বিবেবেচনা করিয়া দেখুন, আমারি বা কি দোষ ছিল?"

মহব্বত আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া উত্তর করিলেন, "মহারাজ! আমি আপনার অপরাধ মার্জ্জনা করিব! এ কিরূপ কথা? আপ-নার উপর আমার কিছুমাত্র বিদ্বেষভাব নাই।"

'আপনি বিজ্ঞ" মানসিংহ বলিতে লাগিলেন, "এবং এক জন অদ্বিতীয় বীরপুরুষ, যথার্থ রাজনীতিজ্ঞ; সেলিম বিদ্রোহী হইয়া উঠিল, অনেকে, এমন কি কমলাদেবীও স্পষ্টবাক্যে কহি-

লেন, আপনার উত্তেজনাতেই এটী ঘটিয়াছিল, কিন্তু আমার তাহাতে সম্পূর্ণ সন্দেহ আছে। কমলাদেবীর একান্ত ইচ্ছা ছিল, আপনার প্রাণদণ্ড হয়, কেবল আমার ও আজিম খাঁর বিশেষ অনুরোধেই তাহা হয় নাই। আপনি কারারুদ্ধ হইলেন। আমাদের কোন হাতই ছিল না।

"সেই সঙ্কট সময়ে" মহব্বত গম্ভীর ভাবে উত্তর করিলেন, "আপনাদের কর্ত্তব্য আপনারা পালন করিয়াছেন, আমি তজ্জন্য দুঃখিত নহি।"

"যাহাদের মন ক্ষুদ্র" মানসিংহ বলিলেন, "তাহারাই বিপদে বিচলিত ও সম্পদে উন্নত হয়। সম্রাট আরোগ্যলাভ করিলে আমিই আপনার মুক্তির জন্য বিশেষ অনুরোধ করিলাম। তিনি প্রথমে বিরক্ত হইয়া আমাকে বিস্তর তিরস্কার করিলেন, কিন্তু পরিশেষে অনুরোধ উপেক্ষা করিতে না পারিয়া সম্মত হইলেন।"

মহব্বত চতুর লোক ছিলেন, সকলি বুঝিলেন; বুঝিয়া মনে মনে একটু হাসিলেন, "আহা! মানসিংহ আমাকে ভুলাতে এসেছেন! আর কিছু দিন থাক, টের পাবে। মহব্বত নিশ্চিন্ত নাই।" কিন্তু মনের ভাব গোপন রাখিয়া স্থির ভাবে বলিলেন, "মহারাজ! আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন, আমার কিছুমাত্র দুঃখ নাই।"

মানসিংহ সহাস্য মুখে বলিলেন, "সম্রাট আরোগ্য লাভ করিয়াছেন, পরম আহ্লাদের বিষয়। ১লা বৈশাখ এই শুভ ঘটনা উপলক্ষে আমার ভবনে একটী উৎসব হইবে শুনিয়া থাকিবেন। সম্রাট, কমলাদেবী এবং সমস্ত সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি সেই উৎ-

সবে তথায় সমাগত হইবেন। আপনিও অনুগ্রহ পূর্ব্বক উপস্থিত হইয়া আমাদের এই সৌহার্দ্দ-দৃঢ়-সূত্রে বদ্ধ করিবেন।"

মহব্বত খাঁ ভদ্রতা রক্ষার্থে সম্মত হইলেন। মানসিংহ প্রফুল্লচিত্তে স্বভবনে প্রত্যাগমন করিলেন।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

প্রণয়ে—পণে।

আর আমি আপনার কাছে থাকিব না। অতি ত্রস্তভাবে আসিয়া চণ্ডাল কর্ম্মকার সুরঞ্জনকে কহিল, "আমি চলিলাম।"

"কেন হয়েছে কি?" সুরঞ্জন আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া জিজ্ঞাসিলেন।

"আমি এখনি চলিলাম।" কাঁপিতে কাঁপিতে ভৃত্য পুনর্ব্বার বলিল, "দেখ্‌তে পেলে আর রক্ষে থাক্‌বে না। আপনি আমার যে উপকার করেচেন, তা কখন ভুলবো না।"

সু। তুই পাগল হলি নাকি? কে দেখ্‌তে পেলে আর রক্ষে থাক্‌বে না? রাজকর্ম্মচারিগণ?

চ। না মশাই! আমি তারে চিনেচি।

সু। "কারে চিনেচিস্?—আমার কাছে থাক্‌লে তোর কোন ভয় নাই।"

চ। "আপনি তারে জানেন না, তাই ও কথা বল্‌চেন। সে এইখানে আছে। মরে গেচে ভেবে আমি নিশ্চিন্ত ছিলাম।"

সু। "স্থির হ। পাগলামি রাখ্। তোর ভয় নাই।"

চ। "আমি মরেচি! একবার দেখ্‌তে পেলেই গিচি!"

সু। পাগ্‌লামি রেখে দে—কারে দেখেচিস্ বল্?"

চণ্ডাল সুরঞ্জনের কাণের কাছে মুখ লইয়া গিয়া মৃদুস্বরে বলিল, "সেই তারে!"

সুরঞ্জন হাসি সংবরণ করিতে পারিলেন না, অথচ ধমকাইয়া পুনর্ব্বার জিজ্ঞাসিলেন, "আমি কি তোরে যেতে বারণ কচ্চি, কারে দেখেচিস্ তার কি নাম নাই?"

ধমকে ভৃত্যের চৈতন্য হইল। সে পুনর্ব্বার সুরঞ্জনের কাণে কাণে বলিল, "সেই ভণ্ডদাস বা ভণ্ডহরি হকিম কে?"

সু। "তারে তোর এখন আর ভয় কি?"

চ। "আমি তো পূর্ব্বেই বলেচি, সে আমার পরম শত্রু। সে ভেবেচে,আমি মরে গিচি, কিন্তু এখন যদি জান্তে পারে আমি তারে ফাঁকি দিয়ে বেঁচে আছি, এই সহরে আচি আর মহব্বতকে বাঁচ্‌য়েচি, তবে আমার কিছুতেই নিস্তার নাই। কেউ আমাকে রক্ষা কর্ত্তে পার্‌বে না।"

সুরঞ্জন চমকিয়া উঠিলেন, বলিলেন, "এই বেটাই কি তবে মহব্বতকে বিষ খাওইয়াছিল? তার ইহাতে লাভ কি?"

চ। "অর্থ।"

সুরঞ্জনের হৃদয়ে এক গভীর ভাবের উদয় হইল। তিনি এতক্ষণ কৌতুক করিতেছিলেন, তাহা ঘুরিয়া গেল। বুঝিলেন, ইহার কোন গূঢ় কারণ আছে। জিজ্ঞাসিলেন, "কে তাকে অর্থ দিবে?"

চ। "মহব্বতের মৃত্যুতে যাহার লাভ আছে।"

সু। "কৌতুক রাখ্; কার উত্তেজনায় এ ঘটনাটী হইয়াছিল বল্, নতুবা আমি তোকে ছাড়্‌বো না।"

চ। "এ আপনার অন্যায় কথা। আমি তখন এখানে ছিলাম?"

সু। "তবে তুই কেমন করে জানৃলি ভগুহরি এই অনর্থের মূল?"

চ। "আমি আর ভগুহরি ভিন্ন ঐ ঔষধ কেউ জানে না।"

সু। "তুই তারে কোথা দেখ্‌লি?"

চ। "মহারাজ মানসিংহের ভৃত্য বঙ্কুলালের সঙ্গে।"

সুরঞ্জন বুঝিলেন, মানসিংহই ইহার মূল। চণ্ডালকে আর কিছু না বলিয়া কহিলেন, "এখানে থাকিতে যদি সত্যই এত ভয়, তবে তুই একবার বিষ্ণুপুরে যা। এই অঙ্গুরীয়টী তত্রত্য পান্থশালার অধ্যক্ষ নয়নচাঁদকে দিলে সে তোরে কোন সংবাদ দিবে। তার সব কথাগুলি মনে রাখিয়া আমাকে আসিয়া বলিবি।"

সেই দিনই চণ্ডাল বিষ্ণুপুর যাত্রা করিল।

এদিকে মানসিংহ বঙ্কুলালের সঙ্গে নিগূঢ় মন্ত্রণায় নিযুক্ত।

"এ উৎসবের সংবাদ হেম কিরূপে পাইল?" মহারাজ জিজ্ঞাসিলেন।

বঙ্কু। "এ কথা কখন গোপন থাকিতে পারে?"

মান। "কিন্তু আমার মহাভাবনা উপস্থিত হয়েছে। এই সমারোহ উপলক্ষে হেম আমার ভবনে আসিবার জন্য নিতান্ত উৎসুক; কি করি, কিছুতেই তাহাকে বুঝাইতে পারিতেছি না। আহা! সেই অবলা বালিকাকেই বা আর কত ক্লেশ দিব? বঙ্কু! সত্য সত্যই হেমকে আমি প্রাণের সহিত ভালবাসি, এখনো তাহাকে ভুলিতে পারি নাই? কমলা উজ্জ্বল কিরণে তাহাকে

ঢাকিয়া রাখিয়াছে মাত্র; কিন্তু যখন তাহার সেই পবিত্র প্রেম-ময় সরল ভাব, সহাস্য বদন মনে পড়ে, তখন যেন প্রাণ কাঁদিয়া উঠে! আমার মনে কিছুমাত্র সুখ নাই।”

বঙ্ক। “কিন্তু তিনি সে সময়ে এখানে এলেই ত সর্ব্বনাশ!”

মান। “তাই ত তোমারে ডাকিলাম। এর কি সৎপরামর্শ জান, বল। কোন ক্রমেই এখানে তাহার আসা হতে পারে না। কিন্তু সেখানে রাখিতে হলে বল প্রয়োগ আবশ্যক। হায়! কোন্ প্রাণে আমি সেই স্বর্ণলতিকাকে ক্লেশ দিব?”

বঙ্ক। “মহারাজ! আপনি চিন্তা করিবেন না। এর উত্তম যুক্তি আছে। সদাশিবের দ্বারা সে কাজ হতে পার্ব্বে।”

“না সখে!” বিষণ্ণভাবে কাতর স্বরে মানসিংহ উত্তর করিলেন, “সে অমন কমনীয় কমল, তাকে আমি তার হস্তে অর্পণ করিতে পারিব না। সে আমার জীবন-মরুভূমিতে স্বর্গীয় পারিজাত, তাহাকে ছিন্ন করিলে হৃদয়ও ছিন্ন হইবে। আমি যখন মায়াময়ী নিদ্রাদেবীর ক্রোড়ে অভিভূত থাকি, যখন স্বপ্নদেবীর সঙ্গে মায়াকাননে ভ্রমণ করিতে থাকি, যখন জাগরিতাবস্থায় চিন্তা করিতে থাকি, হৃদয় যখন রাজ্য চিন্তায় নিমগ্ন থাকে অথবা যখন কমলবদনা কমলাদেবীরই সঙ্গে প্রেমালাপ করিতে থাকি—তখনও যেন সেই প্রেমের পবিত্র প্রতিমাখানি ভুবনমোহিনী বেশে হৃদয়ের হৃদয়-মন্দিরে বিরাজিত! কি রাজসভায়, কি নির্জ্জন নিভৃত ভবনে, সকল স্থানেই আমি সেই সংসার-ললামভূতা পতিব্রতা সতীকে দেখিতে পাই! হায়! আজ রাজ্যলোভে মুগ্ধ হইয়া আমি সেই প্রাণ-প্রতিমাকেও বিসর্জ্জন দিতে উদ্যত! বঙ্ক! আমি

কি নরাধম!" বলিয়া মহারাজ একটী দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিলেন।

বঙ্কুলাল গম্ভীরভাবে উত্তর করিল, "মহারাজ! "এতকালের সাধনা কি তবে বিফল হল? কাল কোথা আপনি দিল্লির সিংহাসনে অধিষ্ঠিত হইয়া প্রদীপ্ত কিরণরাশি বিকীর্ণ করিয়া সূর্য্যবংশ সম্ভূত সূর্য্যদেবের পরাক্রমের পরিচয় দিবেন; সমস্ত নৃপতিবর্গ সেই প্রখর প্রভায় নিষ্প্রভ হইয়া নক্ষত্রমণ্ডলের ন্যায় আপনার চতুর্দ্দিকে শোভা পাইবে অথবা আমার এ সকল কথায় প্রয়োজন কি? আমি ক্ষুদ্রপ্রাণী— রাজা রাজড়ার মন মাপ করিবার আমার সাধ্য কি?''

"বঙ্কু!" কাতর ভাবে মানসিংহ কহিলেন, "তবে কি আমি সেই প্রাণময়ী প্রতিমাকে বিসর্জ্জন দিব? না সখে! প্রাণ থাকিতে তা পারিব না। সে ত আঁধার হৃদয়ের শারদ চন্দ্রমা— আঁধারে বসিয়া রাজ্য ভোগে সুখ কি?"

বঙ্কু উত্তর করিল, "কোন্ পাষণ্ড প্রেমের সৃষ্টি করেছিল বলিতে পারেন? প্রেম কি! এত বাতুলের প্রলাপ মাত্র! আশার অসার মরীচিকা! প্রেমের নাম শুনিলে হাসি পায়। আপনারাই প্রেম চিনিলেন, আমি কি ছাই এত অপ্রেমিক, এ পর্য্যন্ত পোড়া প্রেমটাও চিন্তে পাল্লেম না! মহারাজ! প্রেমটা থাকে কোথা? যার নিজ মনের উপর আধিপত্য নাই, সে কি না আবার দিল্লীশ্বর হবার অভিলাষ করে! কি উপহাসের কথা! সত্য কথা বলিতে কি, একটা স্ত্রীলোকের জন্য আপনি পুরুষত্ব হারাইতে বসিয়াছেন। আপনি আর সে মহাবীর মানসিংহ নন। ভাল, মহারাজ! আপনার জীবনের উদ্দেশ্য কি? যবনের এ

দাসত্ব কি জন্য ? আপনি অঙ্গীকার করেন নাই, দিল্লীশ্বর হইয়া আমাকে প্রধান মন্ত্রিপদ প্রদান করিবেন ? সে প্রতিজ্ঞাপালনে আজ পরাঙ্মুখ কেন ? হেমলতাকে ভুলিয়া যান। আমি নিশ্চয় বলিতে পারি, সময়ে সাবধান না হ'লে সেই কালরূপিণী কামিনী হ'তে আপনার সর্ব্বনাশ হবে। আপনি দিল্লীশ্বর হউন, হেমলতার হার আপনার গলায় পরাইয়া দিব! আপনি এখন জ্ঞানশূন্য—এখন আপনাকে আমার পরামর্শ শুনিতে হইবে। আমি চলিলাম। আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন, হেমলতার কোন অনিষ্ট হইবে না।"

মহারাজ নীরবে বঙ্কুলালের কথাগুলি শুনিলেন। বঙ্কু তাঁহার মনের উপর এরূপ আধিপত্য বিস্তার করিয়াছিল যে, তাহার কথার প্রতিবাদ করিতে তাঁহার সাহস হইল না। বঙ্কু চলিয়া যায়, মানসিংহ উঠিয়া তাহার হস্ত ধরিয়া বলিলেন, "মানসিংহের মিনতি স্মরণ রেখ।"

সদাশিবকে সঙ্গে লইয়া বঙ্কুলাল বিষ্ণুপুর যাত্রা করিল। সন্ধ্যা হইলে তাহারা একটী পান্থশালায় আশ্রয় লইতে বাধ্য হইল। উভয়েই ঘোর সুরাসক্ত। সেই পান্থনিবাসের এক স্থানে বসিয়া দুই জনে সুরাপান ও নানাপ্রকার গল্প করিতে লাগিল।

"দুদিন—সবুর কর" বাঁকে বলিল, "দেখিবে আমি কি! আমার মন্ত্রণারই বা কি গুণ! আচ্ছা, সে দিন তুমি মহারাজকে কি ক'রে চটালে ? ভায়া আজো তাঁর ধাত বুঝ্‌লে না ?"

সদা। "বাস্তবিক সে দিন ধর্ম্মে রক্ষে করেছে।"

বঙ্কু। ভায়া! কার ভাগ্যে কি আছে গুণে বেড়াও, আপনার ভাগ্যে কি আছে একবার ভেবে দেখ না! কিন্তু সে কথা

যাক্, সে দিন কেটে গেচে। এখন এই কাজটী উদ্ধার কর্ত্তে পাল্লে তুমি এক জন হবে।"

সদা। "এ সকল কাজে আমার এমন তালিম আছে যে, ধর্ত্তে ছুঁতে নাই। তবে মহব্বতের সেটা যে কেমন ক'রে ফস্কালো বুঝ্‌তে পারি না।"

বঙ্ক্। "এটা ফস্কালে তোমার নিস্তার নাই, আমিই তোমার মুণ্ড ছিঁড়ে ফেল্‌বো।

সদা। "ভাই, চট কেন? তোমাকে কি আমি ঠকাব?"

বঙ্ক্। "পাল্লে, ছাড়্‌তে না।"

সদা। "না, না, তা মনেও করো না।"

বঙ্ক্। "এম্‌নি একটী জিনিস নেবে, খেয়ে টেরও পাবে না, মরেও যাবে না, যেন ধীরে ধীরে ঘুম্‌য়ে পড়ে। মরে গেলে মহারাজ বড়ই অসন্তুষ্ট হবেন।"

সদা। "কোন চিন্তা নাই। এমন একটী ঔষধ দিব যে, একপক্ষকাল শয্যা হতে উঠিতে চাবে না, এক প্রকার নিদ্রার ঘোরে অভিভূত থাকিবে, অথচ চৈতন্যও একবারে যাবে না।"

বঙ্ক্। "আমিও তাই চাই।"

ক্রমে উভয়ের কথা জড়িত হইয়া আসিল। সদাশিব ঢুলিতে লাগিলেন, বাঁকেও তথায় পদ্মনাভ করিল।

একটী লোক একটী অন্ধকার কোণে বসিয়া তাহাদের এই কথাগুলি অতি সাবধানে স্থিরভাবে শুনিতেছিল। উভয়কে নিদ্রাভিভূত দেখিয়া সে অস্ফুট স্বরে বলিয়া উঠিল, 'সর্ব্বনাশ! এখানেও সেই ভয়! ভাগ্যে চিনিতে পারে নাই! আর এখানে থাকা হবে না।"

এইরূপ ভাবিয়া সে ব্যক্তি উঠিল, এবং আপনার অশ্বটীকে স্বহস্তে সাজাইয়া গুপ্তভাবে প্রস্থান করিল। তিনি আর কেহ নন, আমাদের চণ্ডাল কর্ম্মকার।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

সোদরে—সোদরে।

বঙ্কুলাল চলিয়া গেলে মহারাজ মানসিংহের চিত্ত নিতান্ত অস্থির হইয়া উঠিল। বঙ্কু তাঁহার পরম প্রিয়পাত্র; তাহার বুদ্ধি, চতুরতা এবং প্রত্যুৎপন্নমতিত্ব অসাধারণ; কিন্তু তাহার ধর্ম্মাধর্ম্ম-ভয় বা মায়া মমতা কিছুমাত্র ছিল না। স্বার্থসিদ্ধি হই-লেই সন্তুষ্ট। এ কথা মানসিংহ কিছু কিছু জানিতেন। কিন্তু বঙ্কু গেলে তাঁহাকে পরামর্শ দেয় কে? সেরূপ চতুর মন্ত্রী আর কোথা?

মানসিংহ ভাবিতে লাগিলেন, "হেমলতাকে তাঁহার হস্তে অর্পণ করিয়া ভাল করি নাই। আমার কেন এ বুদ্ধি ঘটিল? হেম! তুমি সুখসম্পদের আশায় পিতাকে পরিত্যাগ করিয়া আমার আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিলে, আমি তোমার সর্ব্বনাশ করি-লাম!"

কিন্তু এরূপ চিন্তা অধিক ক্ষণ তাঁহাকে জ্বালাইতে পারিল না। বর্ম্ম-চর্ম্ম-অসি-বিভূষিত অতি উন্নতকায় এক জন রাজপুত বীর-পুরুষ সেই গৃহে প্রবেশিলেন। ইঁহার আকারেই বংশের পরিচয় বিদ্যমান। গম্ভীর বদনমণ্ডলে সমদস্বাধীনভাব বিরাজ করিতেছে। সর্ব্বশরীর রাজপরিচ্ছদে বিভূষিত। যুবকের বয়ঃ-ক্রম পঞ্চবিংশতি বৎসর।

মানসিংহ তাঁহাকে দেখিয়া, হস্ত ধরিয়া স্বীয় পার্শ্বে বসাইয়া পরমানন্দে জিজ্ঞাসিলেন,

"ভাই, ভাল আছ ত?—সব মঙ্গল?"

"আর্য্য!" যুবা বিনীতভাবে বলিলেন, "আপনার শ্রীচরণের আশীর্ব্বাদে সেবকের সমস্ত মঙ্গল। আপনার মঙ্গল ত?

"দেব!" মানসিংহ সহাস্যমুখে বলিলেন, "তুমি যাহার সহোদর, তাঁহার আর অমঙ্গল কোথা? ভাই! সময় আগত-প্রায়, এখন তোমরাই আমার ভরসা।"

যুবা আর কেহই নহেন, দেবসিংহ। দেবসিংহ উত্তর করিলেন, "মহারাজ! আমার সমস্ত প্রস্তুত, সেজন্য আপনার চিন্তা নাই। কবে দিনস্থির করিবেন?"

মান। সেই ১লা বৈশাখ! বাইরামের কোন সংবাদ পাও নাই?

দেব। তিনি এক্ষণে প্রয়াগে আছেন। আমি তাঁহাকে ছাড়িয়া দিয়া নিশ্চিন্ত ছিলাম না; তিনি বিশেষ উদ্যোগী।

মান। সেলিমের সন্ধান কিছু বলিতে পার? সেলিম জীবিত থাকিতে আমি নিষ্কণ্টক হইতেছি না।

দেব। সেলিম লাহোরেই আছেন। তাঁহার সঙ্গে বিস্তর সৈন্যসামন্তও আছে। মহব্বত তাঁহার পক্ষ। মহব্বত রাজকীয় সৈন্যগণকে মহামন্ত্র পড়াইতেছে। আমি আর একটি সংবাদ পাইয়াছি। সম্রাট মহব্বতের উপর অসন্তুষ্ট নন, বরং সন্তুষ্ট। মহব্বত গোপনে গোপনে সর্ব্বদা সম্রাটের নিকট গমনাগমন করে। ইহার তাৎপর্য্য কি? আমিনা কিছুই বলিতে পারে না।

মান। আজিমের নিতান্ত ইচ্ছা খসরুকে দিল্লীশ্বর করেন। আমিও তাঁহার কাছে সেইরূপ অভিপ্রায় প্রকাশ করিয়াছি।

দেব। তাহাতেই তিনি ভুলিয়াছেন ত ?

মান। সে কথা আর জিজ্ঞাসা করিতেছ ? কিন্তু তুমি একটী বড় ভয়ের কথা বলিলে। মহব্বত কি সত্যই সম্রাটকে হস্তগত করিয়াছে ? তুমি যেরূপে পার সন্ধান লও তাহার উদ্দেশ্য কি ?

যখন মানসিংহ কনিষ্ঠের সঙ্গে এইরূপ মন্ত্রণা করিতেছিলেন, সেই সময়ে তাঁহার উদ্যানস্থিত সরোবর-কূলে একটী নবীনা কামিনী একাকিনী বসিয়া গাঢ়চিন্তা-নিমগ্না। তাহাকে দেখি-লেই বোধ হয়, সহস্র চিন্তা সহস্র বৃশ্চিকের ন্যায় তাহার কোমল হৃদয় ছিন্ন করিতেছে। মুখমণ্ডল মলিন, বিশাল নয়ন-যুগল নিষ্প্রভ—শরীর শীর্ণ। কোরকে কীট প্রবেশ করিয়াছে, কেমন করিয়া আর তাহা ফুটিবে ?

যুবতী বলিতে লাগিল, "হায়! আমার ন্যায় হতভাগিনী—মহাপাপীয়সী আর কে আছে ? আমি অমৃতে গরল ঢালিয়াছি, অবলার সরল-হৃদয়ে কালসর্প পুষিয়াছি! আমি কি মহামায়া-বিনী রাক্ষসী! এক দিকে পরম পূজনীয় পিতা, অপর দিকে জীবন-বাসনা প্রাণময় দেবসিংহ! এ কালভুজঙ্গী কাহারে দংশন করিবে ? আমি সেই দেবতুল্য দেবসিংহের জীবনের সঙ্গে জীবন গাঁথিয়া দিয়াছি—আমিনা আজ দেবসিংহময়! কেমনে সে হৃদয়ে দংশন করিব ? পিতঃ! তুমি আমার পরম শত্রু! একবার এই দুঃখিনী তনয়ার মুখ পানে চাহিলে না ? হায়, দেবসিংহ! তুমিও কি ভাগ্যহীন! তোমার জন্য আমি পাগ-

লিনী, তুমিও কি আমার জন্য ব্যথিত? না, অসম্ভব। আমার এ প্রণয়-কুসুম অরণ্যেই অঙ্কুরিত, অরণ্যেই শুষ্ক হইবে, কেহ তাহা টের পাবে না! কুমুদিনী পূর্ণচন্দ্রকে রাহুরূপে গ্রাস করিতে উদ্যত! আশা নাই, হৃদয় ভীষণ শ্মশান সমান, তবে এ জীবনে ফল কি? কিন্তু মায়ার কি অদ্ভুত শক্তি! এ কি! আমি ত হৃদয় পাষাণে বেঁধেছি—তবে এত চিন্তা কেন? চল, অবশ্যই এ পত্র মহারাজকে দিব।"

এই ভাবিয়া সেই রমণী তথা হইতে উঠিয়া মানসিংহের গৃহাভিমুখে চলিল। মানসিংহ দেবসিংহের সহিত কথাবার্ত্তা কহিতেছেন, যুবতী সেই গৃহে প্রবেশ করিয়া একখানি পত্র দিল।

মানসিংহ কহিলেন, "দেব! এই দেখ আমিনা কি সংবাদ আনিয়াছে।"

যুবতী পাঠকের পরিচিত আমিনা। আমিনা গৃহে প্রবেশ করিয়া প্রথমেই দেবসিংহের পানে চাহিল—সেই বিষণ্নবদন যেন একবার প্রফুল্ল হইল। পরক্ষণেই আমিনা একটী দীর্ঘ-নিশ্বাস ত্যাগ করিয়া পত্র দিয়া একপার্শ্বে দাঁড়াইল।

মহারাজ মানসিংহ পত্র খুলিয়া পড়িতে লাগিলেন ঃ—

"মহারাজ!

সম্রাট আমার উপর অসন্তুষ্ট—গোপনে বিস্তর তাঁহাকে সাধিয়া দেখিলাম, সে মন ফিরিল না! এক্ষণে আপনি আমার একমাত্র ভরসা - মহব্বত আপনার। যদি তাহাকে রক্ষা করা কর্ত্তব্য বিবেচনা করেন, তবে আশ্রয় প্রদান করুন, নতুবা তাহার পতন নিশ্চয়।

অধিক কি লিখিব— মহব্বতকে আপনার কনিষ্ঠ সহোদর জ্ঞান করিবেন।

মহব্বত।"

"একটা বিষম চিন্তা এই ত দূর হল।" বলিয়া মানসিংহ পত্রখানি দেবসিংহকে দিলেন।

দেবসিংহ ক্ষণকাল চিন্তা করিয়া কহিলেন, "মুসলমানেরা স্বভাবতঃ অত্যন্ত শঠ ও বিশ্বাসঘাতক—এর কোন গূঢ় অর্থ আছে। ইহাতে আপনি ভুলিবেন না। আমি ইহার অনুসন্ধান করিব।"

মানসিংহ উত্তর করিলেন, "বীরপুরুষের মধ্যে শঠতা বিরল, তবে অনুসন্ধান করিতে আপত্তি নাই।"

"কোন বিষয়ে শেষে ঠকিতে না হয়। আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন, দুই এক দিনের মধ্যেই আমি আপনাকে বলিব মহব্বতের উদ্দেশ্য কি।"

এই বলিয়া দেবসিংহ চলিয়া গেলেন।

সপ্তম খণ্ড।

প্রথম পরিচ্ছেদ।

উৎসব।

১লা বৈশাখ। নূতন বৎসরের নূতন দিন। হিন্দুজাতির আজ পরম আনন্দ। এই পুণ্যমাসের সমাগমে সকলেই সুখী। কি রাজা কি প্রজা, কি ধনী কি দরিদ্র, কি মহাকোলাহলপূর্ণ রাজধানী কি কৃষকমণ্ডলীর পর্ণকুটীর-সুশোভিত পল্লীগ্রাম সকলি এক অভিনব অনির্ব্বচনীয় ভাবে উল্লাসিত। সর্ব্বত্রই উৎসব।

ভোগবতী নাম্নী একটী ক্ষুদ্র অথচ মৃদুমন্দগামিনী কল-নাদিনী তরঙ্গিণীতীরে উচ্চশৈলশিখরে সুরম্য অম্বর নগর প্রতিষ্ঠিত। অমরাবতী নাম্নী অমরাবতীসদৃশ মহারাজ মানসিংহের রাজপুরী এই নগরের পূর্ব্বপ্রান্তে অবস্থিত। এই বিশাল পরম রমণীয় রাজপ্রাসাদ বিবিধ দুর্লভ প্রস্তরে নির্ম্মিত। এই দুর্গ-নির্ম্মাণে শিল্পকরগণ শিল্পচাতুর্য্যের পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করিয়া গিয়াছে। অম্বর-দুর্গ সম্পূর্ণ দুর্ভেদ্য, দুষ্প্রবেশ্য বলিলে অত্যুক্তি হয় না। নগরের চতুর্দ্দিকে প্রথমতঃ দশ হস্ত প্রশস্ত এবং পঞ্চাশ হস্ত উচ্চ কৃষ্ণপ্রস্তরের প্রাচীর। তাহার উপর তোপশ্রেণী থরে থরে সজ্জিত। এই প্রথম প্রাচীরের পরই বিবিধ তরুরাজি ও কুসুমলতা-পরিশোভিত রমণীয় উদ্যান। তৎপরেই আবার

সেইরূপ প্রাচীর। প্রাচীরের পর এক শত হস্ত প্রশস্ত এবং দুই শত হস্ত উচ্চ স্তূপাকার বালুকারাশি। তাহার পর আবার ত্রিশ হস্ত প্রশস্ত এবং পঞ্চাশ হস্ত উচ্চ লোহিতবর্ণের প্রস্তরের প্রাচীর। তাহার উপরও থরে থরে তোপশ্রেণী। তৎপরেই দুই শত হস্ত প্রশস্ত এবং অতি গভীর জলরাশিপূর্ণ পরিখা। গমনাগমনের জন্য এই পরিখার উপর একটিমাত্র মনোহর সেতু। ইচ্ছামতে এই সেতু উঠাইয়া লওয়া যাইতে পারিত। সর্ব্ব-প্রথম প্রাচীরের নিকটেও এইরূপ পরিখা। একে সেই শৈল-শিখরে আরোহণ করাই কঠিন, তাহাতে নগররক্ষার এরূপ অদ্ভুত কৌশল;—কে অম্বর নগর জয় করিতে সক্ষম? শত্রুপক্ষ যতই কেন পরাক্রমশালী হউক না, যেমন কেন সাহস-উৎসাহ-সম্পন্ন, যেমন কেন চতুর এবং দুঃসাহসিক হউক না,এই পরিখা-কূলে উপস্থিত হইয়া তাহাদিগকে নিশ্চয়ই হতবুদ্ধি এবং ভগ্নো-দ্যম হইতে হইবে। এই স্থানেই তাহাদিগকে দুর্গ-জয়-আশা পরিত্যাগ করিতে হইবে। বজ্রতুল্য কামানের গোলা এই দুর্গ ভেদ করিতে অক্ষম।

কিন্তু তথাপি ঘোরতর সঙ্কটকালে কুলকামিনীদিগকে রক্ষা করিবার জন্য এই পরিখার মধ্য দিয়া একটী গুপ্ত পথ ছিল। দুর্গাধিপতি ভিন্ন সে পথ অপরে জানিত না। এই দুর্গ অভেদ্য ও দুষ্প্রবেশ্য হইবার আর একটী কারণ ছিল। সেই অত্যুচ্চ পর্ব্বতমালা লৌহপ্রাচীররূপে দুর্গকে সর্ব্বদা বেষ্টন করিয়া আছে। এই গিরিশ্রেণীর কি অনির্ব্বচনীয় রমণীয় শোভা! শাল তমাল পিয়াল আদি অভ্রভেদী মহীরুহরাজি মানসিংহের জয়স্তম্ভের ন্যায় প্রখর সূর্য্যকিরণে মস্তক মণ্ডিত করিয়া সদম্ভে

শাখা প্রশাখা বিস্তার করিয়া দণ্ডায়মান। কোথায় বা বিবিধ সুস্বাদু-ফলপুষ্পোপশোভিত তরুনিকর সুপক্ক ফলভরে অবনত। বিহঙ্গগণ সেই সকল বিটপিশাখে বসিয়া মধুর স্বরে মনের আনন্দে গান করিতেছে। ভ্রমরভ্রমরীগণ পুষ্পপরিমলে প্রমোদিত হইয়া মন্দ মন্দ গুন্ গুন্ ধ্বনি করিয়া মধুপান করিতে করিতে উড়িতেছে, বসিতেছে—এ ফুলটীর মুখ চুম্বিয়া ও ফুলটীকে আলিঙ্গন করিতেছে। কোথায় বা বনবরাহ, মহিষ প্রভৃতি বন্য জন্তু সকল দলে দলে বিচরণ করিতেছে। মধ্যে মধ্যে শার্দ্দূল বা কেশরীর ভীম গর্জ্জনও শ্রুতিগোচর হইতেছে। কোন স্থানে উচ্চ গিরিশিখর হইতে রজত-বস্ত্রের ন্যায় অতি শুভ্র, অতি উজ্জ্বল,অতি প্রসারিত জলরাশি উদ্গীরিত হইতেছে। সেই মধুর-গম্ভীর-ভৈরব-নিনাদে দিঙ্মণ্ডল আমোদিত! কোথায় আবার ঝর ঝর স্নিগ্ধ মনোহর স্বরে গিরিনির্ঝরে নিরন্তর সুচিক্কণ মুক্তাফলের ন্যায় জলধারা ঝরিতেছে। কোথায় বা কুল কুল রবে জীবমন আকুল করিয়া স্রোতস্বিনীকুল ধীরে ধীরে প্রবাহিত হইতেছে। প্রকৃতি সর্ব্বদাই নবযৌবনের মৃদুল লহরীভরে নৃত্য করিতেছেন—বসন্ত যেন চিরবিরাজমান!

নিবিড়-কৃষ্ণ-নীরদমালা আবার যখন সেই গিরিশিখর বিমণ্ডিত করে, তখনই বা স্বভাবের কি রমণীয় ভাব! ময়ূর ময়ূরী পুচ্ছগুচ্ছ বিস্তারিত করিয়া পুলকিতকলেবরে নৃত্য করিতে থাকে। আবার যখন জলভারে মেঘমণ্ডল নিতান্ত অবনত হইয়া পড়ে, তখন এক দিকে দেখ সমস্ত প্রদেশ গভীর তিমিরে আচ্ছন্ন, অথচ পর্ব্বতের অত্যুচ্চ শৃঙ্গাবলী প্রভাকরের প্রভায় হিরণ্ময়-মুকুটে মণ্ডিত হইয়া হাস্য করিতেছে! অম্বর নগরের

শোভা ও নির্ম্মাণ-কৌশল অবলোকন করিলে বোধ হয়, প্রকৃতি দেবী যেন প্রিয় পুত্র মানসিংহকে বক্ষে ধারণ করিয়া বিপক্ষ-পক্ষের বলবিক্রম ব্যর্থ করিতেছেন।

আজ এই ভীষণদর্শন অথচ পরম রমণীয় পুরী আনন্দসাগরে নিমগ্ন। অমরাবতী এই নামের সার্থকতা সম্পাদনার্থ মানসিংহ অর্থব্যয় করিতে ত্রুটী করেন নাই। কি শূন্য কি জলস্থল, কি রাজপথ কি উদ্যান সমস্তই সুশোভিত। দুর্গচূড়ায় মহাকাল-নামাঙ্কিত সূর্য্যমূর্ত্তি-সুশোভিত লোহিত ও নীলবস্ত্রের কেতন-রাজি মন্দপবনভরে আন্দোলিত হইতেছে। চতুর্দ্দিকে বর্ম্ম-চর্ম্ম-বিভূষিত বীরপরিচ্ছদধারী শরশরাসন-অসিপরিধৃত বীর-পুরুষগণ বীরদম্ভভরে গম্ভীরভাবে বিচরণ করিতেছে। চাতরে চাতরে চতুর প্রহরিবর্গ সতর্কতাসহকারে পদচারণ করিতেছে। সেতুটী আজ অতি সুন্দররূপে সজ্জিত—তাহার দুই পার্শ্বে অস্ত্রশস্ত্রধারী রাজসৈন্য সারি সারি দণ্ডায়মান। নৃত্যগীতবাদ্যরবে দিঙ্মণ্ডল আমোদিত। দ্বারে দ্বারে, গৃহে, দুর্গচূড়ে বিকসিত পুষ্পমালা বিলম্বিত। কোন স্থানে মুনি ঋষি ব্রাহ্মণপণ্ডিতগণ সমবেত হইয়া সনাতন বেদপাঠ, বেদব্যাখ্যা বা পূজাদি স্বস্ত্যয়ন করিতেছেন। তাঁহাদের উচ্চ মন্ত্রোচ্চারণে কি মহাপাপী কি পুণ্যাত্মা, কি হিন্দু কি যবন, সকলেরই অন্তঃ-করণে পবিত্র ব্রহ্মতত্ত্বের উদয় হইতেছে।

মহাসমারোহ। রাজপুতানা ঘোর কোলাহলে পরিপূর্ণ। নানা দেশের রাজা মহারাজগণ নিমন্ত্রিত হইয়াছেন। স্বয়ং সম্রাট জগদ্বিখ্যাত রূপসী কমলাদেবী ও মোগলবংশধরগণ সমেত এই উৎসবে উপস্থিত হইবেন। সেলিমের অপরাধ মার্জ্জিত

হইয়াছে, তিনি লাহোর হইতে নিজ অনুচরবর্গ সমেত নিমন্ত্রণে আসিবেন—এ উৎসবে কেহই বঞ্চিত হইবেন না।

ভারতের প্রধান প্রধান হিন্দুনরপতিগণ অসংখ্য অনুচর-বর্গ সমভিব্যাহারে সমাগত। প্রতি মুহূর্ত্তেই দৌবারিক নূতন নূতন মহারাজ ও ব্রাহ্মণপণ্ডিতগণের সমাগম-বার্ত্তা আনি-তেছে। বীরপুরুষদিগের বীর-নিনাদ, তুরঙ্গের হ্রেষাধ্বনি, প্রমত্ত বারণযূথের গভীর গর্জ্জন—এ দিকে তালমানসংযুক্ত সুললিত গীতবাদ্যের মধুর স্নিগ্ধ নিক্কণ—এই উভয়ের সংযোগে এক পরম শ্রুতিসুখকর রব সমুদ্ভূত হইয়া দশ দিক পুলকিত ও স্তব্ধ করিল। দেবসিংহ বীর-পরিচ্ছদে বিভূষিত হইয়া অভ্যাগত ব্যক্তিদিগের অভ্যর্থনা করিতেছেন। ক্রমে যত বেলা বাড়িতে লাগিল, সমস্ত নগর ততই লোকে লোকারণ্য। মানসিংহের ভবনে মাসব্যাপী উৎসবের সংবাদ কে না শুনিয়াছে?

বেলা দুই প্রহর হইল; কিন্তু সম্রাট আসিলেন না। মহারাজ নিতান্ত উদ্বিগ্ন হইলেন। কিন্তু দিনদেব ঈশ্বরের অলঙ্ঘ্য নিয়মে আবদ্ধ; নিরূপিত সময়ের তিলমাত্র যে বিলম্ব করিবেন, সে সাধ্য নাই। সম্রাট আসিলেন না সত্য, কিন্তু সূর্য্যদেব তাঁহার জন্য অপেক্ষা করিতে পারেন না। চতুর্দ্দিকে আপনার কিরণ-রাশি ছড়াইয়া ফেলিয়াছিলেন; ধীরে ধীরে সেইগুলি কুড়াইয়া লইতে লাগিলেন; অথচ সম্রাট আসিলেন কি না, সে দিকেও বিলক্ষণ দৃষ্টি—গিরিশিখরে উঠিয়া দেখিতে লাগিলেন, তিনি আসিতেছেন কি না।

এ দিকে মানসিংহের নিকট সংবাদ আসিল, সম্রাট সন্ধ্যার পর আসিবেন। মহারাজ রাজপরিচ্ছদে বিভূষিত হইয়া

এক শত দেহরক্ষক অশ্বারোহী লইয়া বাদসাহের অভ্যর্থনার্থে অগ্রসর হইলেন। দিনমণি নিশ্চিন্ত হইয়া অস্তাচলের ক্রোড়ে শয়ন করিলেন। গোধূলি ধূলিধূসরিতকলেবরে অগ্রগামিনী হইয়া শান্ত সন্ধ্যাদেবীর আগমন-বার্ত্তা জগতে ঘোষণা করিয়া দিল। সন্ধ্যাদেবীও তাঁহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ আসিয়া যামিনীদেবীর জন্য পুষ্পাহরণ করিতে লাগিল। গগনে দুই একটী করিয়া নক্ষত্র দেখা দিল। এ দিকে চতুর্দ্দিকে—রাজপথে, গৃহে গৃহে দীপমালা প্রজ্বলিত হইল। এই সময়ে কোন অপরিচিত পথিক এই নগরে উপস্থিত হইলে নিশ্চয় মনে করিবেন এ দিনমান, অথবা তিনি কোন ইন্দ্রজালময় দেশে আসিয়াছেন।

রজনী সাতটা না হইতেই মোগলকুলতিলক সম্রাট আকবর কমলাদেবী, সেলিম, আজিম খাঁ, মহব্বত খাঁ, আবুল ফজেল প্রভৃতি প্রধান প্রধান অমাত্যবর্গ ও অসংখ্য সৈন্যসামন্ত সঙ্গে অম্বর নগরে উপস্থিত হইলেন। মহব্বত সুরঞ্জনকেও সঙ্গে আনিয়াছিলেন। মহারাজের সৈন্যগণ যথানিয়মে সম্রাটের অভ্যর্থনা করিল। ভীম-গম্ভীর-তোপধ্বনিতে গগনমার্গ বিদীর্ণ হইতে লাগিল। বিবিধ বর্ণের আলোকমালায় সমস্ত নগর আলোকিত—সুরভি সৌরভে দিঙ্মণ্ডল আমোদিত। আকবর মানসিংহের বিভব, রুচি ও সেই সঙ্গে অতুল পরাক্রম দর্শনে বিস্মিত ও ভীত হইলেন।

সম্রাট সেতুতে পদার্পণ করিবামাত্র পুনর্ব্বার তোপধ্বনি আরম্ভ হইল। "জয় ভারতেশ্বর সম্রাট আকবরের জয়!" "জয় মহারাজ মানসিংহের জয়!" এই ভীষণ রব পর্ব্বতে পর্ব্বতে প্রতিধ্বনিত হইতে লাগিল।

কমলাদেবী ইতিপূর্ব্বে অম্বর নগর কখন দেখেন নাই। আজ ইহার শোভাসম্পদ দর্শনে চমৎকৃত ও মোহিত হইলেন।

গানবাদ্য ও নৃত্যগীতে সেই সুখের রজনী অতিবাহিত হইল।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

প্রণয়ে—সন্দেহে।

যে কথা, যে ঘটনা গোপন থাকিবার নয়, তাহা গোপন রাখিতে চেষ্টা করা বৃথা। মানসিংহ কমলাদেবীর এত প্রিয় কেন? বুদ্ধিমান ব্যক্তির তাহা বুঝিতে বিলম্ব হয় নাই। মহব্বতও অনেক কাল তাহা বুঝিয়াছিলেন, কেবল সুযোগ অভাবে কিছু করিতে পারেন নাই। আকবর বৃদ্ধ হইয়াছেন—ইন্দ্রিয় সকল অবশ—অবসন্ন; কমলাদেবী উপাস্য দেবতার ন্যায় তাঁহার হিরণ্যভবন অলঙ্কৃত করিয়া থাকেন, এই মাত্র। অথবা যখন রাজ্যচিন্তা হইতে অবসর পাইলেন, এক বার না হয় অন্তঃপুরে আসিয়া প্রেয়সীর পাশে বসিয়া সুপক্ক শুভ্র শ্মশ্রুরাজি নাড়িয়া দশনহীন বদনে মধুর হাসি হাসিয়া তাঁহার সঙ্গে দুইটা রসাভাস করিলেন—"আজ বড় যে পান খেয়ে ঠোট দুটী টুকটুকে করেছ!" এই পর্য্যন্ত।

স্ত্রীলোকমাত্রেই স্বভাবতঃ ঈর্ষ্যাভাবাপন্ন। মহব্বত স্থির করিলেন, কমলাদেবী যদি জানিতে পারেন মানসিংহ অন্য একটী রমণীর বশীভূত, তাহা হইলে সকল সাধ পূর্ণ হইবে। এই ভাবিয়া কমলাদেবীর নিকটেই সুরঞ্জনের আবেদন-পত্র প্রেরণ করেন।

সেই আবেদন-পত্র কমলাদেবীর হস্তে পতিত হইবামাত্র প্রথমে রাগে তাঁহার সর্ব্বশরীর কাঁপিতে লাগিল। কিন্তু পরক্ষণেই আর একটী ভাব মনে উদয় হইল। তিনি পর্য্যঙ্কোপরি উপবিষ্ট ছিলেন, উঠিয়া চিন্তাকুলচিত্তে কক্ষমধ্যে বিচরণ করিতে লাগিলেন।

"এ কাজ কি সম্ভব ? মানসিংহ কি এত কপট ? অথবা নরাধম মহব্বতের চক্র ? মানসিংহ যদি স্বীয় প্রতিজ্ঞা বিস্মৃত হইয়া, এত দূর বিশ্বাসঘাতক হইয়া, মনুষ্যত্বে জলাঞ্জলি দিয়া, নিতান্ত কাপুরুষের ন্যায় এই ঘৃণাকর কার্য্যে ব্যাপৃত হইয়া থাকেন, কমলাদেবীকে অপমানিত, প্রবঞ্চিত ও জনসমাজে ঘৃণিত করিয়া, আপনাকে স্বাধীন বিবেচনা করিয়া থাকেন—এ দম্ভ, এ দর্প অবশ্যই চূর্ণ হইবে। অবশ্যই মানসিংহের উন্নত মস্তক দাসপদে দলিত হইবে। কমলা প্রেমের পাগলিনী সত্য—কিন্তু এখনো তাঁহার আত্মবিস্মৃতি ঘটে নাই। প্রেমে হৃদয় পূর্ণ ছিল, কমলা আজ হইতে প্রেমের কাঙ্গালিনী হবে, সেও স্বীকার, কিন্তু মানসিংহ! তোমাকে এ প্রতারণার ফল অচিরে অবশ্যই ভোগ করিতে হইবে! এ কথা যদি সত্য হয়, মানসিংহ! তুমি আমার মর্ম্মভেদ করিয়াছ—তুমি আমার সুখলতা উন্মূলিত করিয়াছ—তুমি আমাকে হতাশা-সলিলে নিক্ষেপ করিয়াছ। তোমাকে আমি সূর্য্যবংশের গৌরবস্বরূপ জানিয়া, তোমার কথায় বিশ্বাস করিয়া, তোমার কাছে হৃদয়ের দ্বার উদ্ঘাটন করিয়াছিলাম; তোমাকে প্রাণ মন, জীবন যৌবন সকলি সমর্পণ করিয়াছিলাম; তোমাকে পাইয়া সুখী হইব ভাবিয়া, আশালতাকে যত্নে বর্দ্ধিত করিয়াছিলাম—আজ জগতের সব বাসনা বিফল হইল! এই

মর্ম্মান্তিক আশাভঙ্গ-ব্যথা, এই দুর্ব্বিষহ মনস্তাপ—এর ফল অবশ্য পাইবে। প্রতিজ্ঞা করিতেছি—ধর্ম্ম সাক্ষী করিয়া শপথ করিতেছি, অবশ্যই তোমার উচ্ছেদসাধন করিব।—এ কি! আমি পাগল হলেম নাকি! আমি সমস্ত না পড়িয়া প্রাণেশ্বরকে দোষী করিতেছি! বস্তুতঃ সেই আবেদন-পত্রে মানসিংহের উপর স্থানে স্থানে কেবলমাত্র তীব্র কটাক্ষ ছিল, নতুবা তিনি যে স্বয়ং হেমলতার প্রণয়ে বিমুগ্ধ হইয়াছেন, স্পষ্টাক্ষরে লেখা ছিল না।

কমলাদেবী পুনর্ব্বার আসিয়া পর্য্যঙ্কের উপর বসিলেন। এতক্ষণ সেই শারদীয় পূর্ণশশধরনিন্দি অনিন্দ্য মুখমণ্ডলে, ইন্দীবরগঞ্জিত নীলোজ্জ্বল নয়নযুগলে প্রজ্বলিত পাবকস্ফুলিঙ্গ ফুটিয়া পড়িতেছিল—ক্রমে অগ্নি নির্ব্বাণ হইল। সেই সুচারু চন্দ্রাননে, সেই মনোহর কপোলে, সেই নিটোল ললাটে, সেই সরস অধরদলে একে স্বভাবতঃই সর্ব্বদা এক স্নিগ্ধ লোহিত রশ্মি অর্দ্ধপ্রস্ফুটিত গোলাপের মধুর বিকাশ অথবা প্রফুল্ল পঙ্কজে প্রভাতকালীন নবদিবাকরের নবরাগের ন্যায় বিরাজ করিত, তাহাতে সহসা দাবানল প্রজ্বলিত হইয়া উঠিল,—কি ভয়ঙ্কর ভৈরবীভাব! কালভুজঙ্গী যেন বিচিত্র ফণা উন্নত করিল—কি বিষময় রমণীয় সৌন্দর্য্য!

রমণী একটু সুস্থিরচিত্ত হইয়া বলিতে লাগিলেন, "এ নিতান্ত অসম্ভব! মানসিংহ বিশ্বাসঘাতক নহেন। প্রাণেশ! আমি জ্ঞানশূন্য হইয়া তোমাকে তিরস্কার করিয়াছি, কি বলে ক্ষমা চাহিব? কি আশ্চর্য্য! যে চিত্ত হিমাদ্রির ন্যায় অটল, শত্রুপক্ষের পত্রে অমূলক অমঙ্গল-কামনা করিয়া সে চিত্ত আজ এত বিচলিত হইল কেন? হৃদয়! কেমনে তুই মানসিংহের অনিষ্ট-কামনা

করিলি! মানসিংহ-বিরহে এ ভয়ঙ্কর শ্মশানে আর কি তবে কখন সুখশতদল বিকসিত হবে? মহব্বত! এ যদি তোমার স্বকপোলকল্পিত প্রমাণ হয়, সাবধান, কমলার কোপানল তোমাকে ভস্ম না করিয়া নির্ব্বাণ হবে না। এ বিষয়ের সবিশেষ অনুসন্ধান করিব—এখনি আমি সম্রাটের নিকট যাইব, তিনি মহব্বতকে ডাকাইয়া ইহার বিচার করুন। না, আমি স্বয়ং ইহার মীমাংসা করিব—কিন্তু একবার সম্রাটকে বলা চাই, তাঁহার পরামর্শ লওয়া আবশ্যক। কিন্তু এ ভাবে সম্রাটের নিকট গেলে তিনি কি মনে করিবেন?"

এইরূপ চিন্তা করিয়া মোগলেশ্বরী বিবিধ অমূল্য অলঙ্কারে কমনীয় কলেবর সজ্জিত করিতে লাগিলেন। ক্রমে ক্রমে চিন্তা সেই দিকেই নিয়োজিত হইল। স্বয়ং সুবাসিত তৈলে কেশগুচ্ছ মার্জ্জিত করিয়া কত বার আঁচড়াইলেন, কত বার বেণী বিনাইয়া কবরী বাঁধিলেন,—দর্পণে মুখ দেখিয়া কত বার হাসিলেন, কিন্তু মনের মত হইল না। সুবর্ণ-কঞ্চুকে পীনোন্নত পয়োধর কত বার কত ভাবে আবরিত করিলেন, অমূল্য মণিময় হার কত বার পরিলেন, কত বার খুলিলেন, কিছুতেই চিত্তসন্তৃপ্ত হইল না। ক্রমে বিরক্তি বোধ হইল, বেশবিন্যাস ভাল লাগিল না। সেই আলুলায়িত-কেশে, কেবল নীলাম্বরাবৃত সরস হৃদয়ে একটী তাম্বূল চর্ব্বণ করিতে করিতে সহাস্যবদনে মোগলশিরোভূষণ আকবরের সম্মুখে উপস্থিত হইলেন।

আহারান্তে সম্রাট বিশ্রামগৃহে হিরণ্যপালঙ্কে শয়ন করিয়াছিলেন। তামসী যামিনীর অবসানে সূর্য্যদেবের উদয়সদৃশ বৃদ্ধ সম্রাট ভাবিনীর ভুবনমোহিনী ভাব অবলোকনে মোহিত

হইলেন। দশনহীন বদনে শ্মশ্রুগুচ্ছের মধ্য দিয়া ঈষৎ হাসি দেখা দিল, কিন্তু সেই সঙ্গে একটী দীর্ঘনিশ্বাস! যৌবন মনে পড়িল!

কিন্তু যৌবন ফিরিবার নয়। নদীর জল গ্রহাদির আকর্ষণে উজান বয়, রূপযৌবন উজান বয় না। শ্রীকৃষ্ণের মোহনমুরলী-রবেও যমুনার প্রবাহ উজান বহিত, যৌবন-প্রবাহ সে বাঁশরী-ধ্বনিও মানে না।

মুখের হাসি হাসিয়া, প্রেয়সীর সুচারু করলতিকা গ্রহণপূর্ব্বক আদরে জিজ্ঞাসিলেন, "আজ কি কোন নূতন সাধ হয়েছে?"

"আপনার প্রসাদে অধীনীর কোন সাধই বাকি নাই।" হাসিতে হাসিতে বিনোদিনী আকবরের অঙ্গে ঢলিয়া পড়িয়া অতি মধুর স্বরে উত্তর করিলেন, "এ প্রয়োজন আমার নহে, নাথ! এ প্রয়োজন তোমার! আকবরের রাজত্বে অত্যাচার হয়, পূর্ব্বে আমি বিশ্বাস করিতাম না। নাথ! এই দেখ—" বলিয়া সুরঞ্জনের আবেদন-পত্র আকবরের হস্তে দিলেন।

"এ বিষয়ের বিশেষরূপ অনুসন্ধান করা চাই।" পাঠ-সমাপ্তি হইলে যুবতী সম্রাটকে কহিলেন, "তোমার রাজত্বে অত্যা-চার হইতে দিব না—সে অত্যাচার, নাথ! আকবরের কলঙ্ক! মানসিংহের সহচর যদ্যপি অপরাধী প্রমাণ হয় এবং মানসিংহ জানিয়াও যদ্যপি ইহার সমুচিত দণ্ড না দিয়া থাকেন, আমরা কিন্তু ক্ষমা করিব না। আবার স্বয়ং মানসিংহই ইহার অধি-নায়ক কি না, তাহাও বিবেচ্য। এ দিকে মহব্বত খাঁ যদ্যপি ঈর্ষ্যাপরতন্ত্র হইয়া এই অমূলক উপন্যাস উদ্ভাবন করিয়া থাকেন, তিনিও দণ্ডার্হ।"

"তাহাতে আর সন্দেহ কি?" সম্রাট সতৃষ্ণনয়নে প্রেয়সীর মুখ পানে চাহিয়া কহিলেন, "তোমার ইচ্ছাতেই আমার সম্মতি।"

কমলাদেবী স্বীয় কক্ষে প্রত্যাগমন করিলেন।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

বিচারে।

কমলার হৃদয় নিরানন্দপূর্ণ। কাল বিচারের দিন। শর্ব্বরী-সমাগমে কমলা একাকিনী কতই চিন্তা করিতেছেন। মন এক বার ভাঙ্গিলে আর গড়া যায় না। কেমন যে একটা সন্দেহ জন্মিয়াছে, কিছুতেই তাহা দূর হইতেছে না। ত্রিযামা যামিনী পঞ্চযামা বোধ হইতে লাগিল; নিদ্রা এক বারও নয়নাগ্রবর্ত্তিনী হইল না। "হারিলেও মর্ম্মবেদনা, জিতিলেও মর্ম্মবেদনা। মানসিংহের অসুখে, কমলা! তুমি কি সুখী হবে?—কেন, রমণী কি এতই পরাধীনী, এতই অবলা? না, মানসিংহ! আমি তোমাকে ক্ষমা করিব না। কমলা প্রণয়ে অন্ধ হয় নাই।"

জাগরণেই রাত্রি প্রভাত হইল। শয়নকক্ষের পার্শ্বস্থিত পুষ্পোদ্যানে বিহঙ্গকুল প্রভাতি-সঙ্গীত আরম্ভ করিল। কমলা গবাক্ষদ্বারে দৃষ্টিনিক্ষেপ করিয়া দেখিলেন, কুসুমকুন্তলা উষা সহাস্যমুখে তাঁহাকে আহ্বান করিতেছে। তিনি গাত্রোত্থান পূর্ব্বক হস্তমুখ প্রক্ষালন করিলেন।

যথাসময়ে স্নানাহার সমাপ্ত হইলে সহচরীদিগকে ডাকিয়া কহিলেন, "তোমরা আজ আমাকে রাজরাজেশ্বরীসাজে সাজা-

ইয়া দাও। এমনি করিয়া সাজাইবে, দেখে যেন জগতে চমক লাগে।”

সঙ্গিনীগণ সেইরূপেই সাজাইয়া দিল। ঐ দেখ, পাঠক! সেই মৃগনয়না চন্দ্রবদনা সৌন্দর্য্যাভিমানিনী দাম্ভিকা প্রমদা মণিময় দর্পণে স্বীয় মুখসুধাকর দেখিয়া কেমন মৃদু মৃদু হাসিতেছেন! দশনপাঁতির কি মনোহর ছটা! এ কি, ভাই পাঠক! একদৃষ্টে হাঁ করিয়া চাহিয়া থাকা কি ভাল দেখায়?—দেখ, দেখ, সাধ মিটাইয়া দেখিয়া লও; আমার বাদ সাধিয়া প্রয়োজন? কিন্তু এ দীর্ঘনিশ্বাস কেন? নয়ন ফিরাইবে না? রূপের, যৌবনের, বয়সের, ভাবের মধুর মাধুরী বদনে, কণ্ঠে, হৃদয়ে, কটিতে, কপোলে, কপালে, নয়নে, অধরে—কি ঢেউ খেলাইয়া উঠিতেছে! পীনোন্নত কঠিন পয়োধরযুগল কি ভাবে ভাবিনীর সরস হৃদয়ে আলো করিয়া মূর্ত্তিমান কন্দর্পের ন্যায় কি দম্ভভরে বিরাজ করিতেছে! ইচ্ছা হয় ত একবার চেয়ে দেখ, এখনো হৃদয় বস্ত্রশূন্য।—কেমন হয়েছে? চাহিলে কেন?

এইরূপে সেই সর্ব্বাঙ্গসুন্দরী পূর্ণযৌবনা প্রমদা রত্নাভরণে সোণার অঙ্গ সুশোভিত করিয়া পরমা সুন্দরী সহচরীগণে পরিবেষ্টিত হইয়া মরালনিন্দি-মন্দমন্থরগমনে গম্ভীরভাবে সভায় উপস্থিত হইলেন। অসুস্থতা প্রযুক্ত সম্রাট সভায় আগমন করেন নাই। মহব্বত, মানসিংহ প্রভৃতি অমাত্যবর্গ সকলেই সমবেত। কমলাদেবীর বেশভূষা, অসামান্য প্রদীপ্ত রূপরাশি সকলকেই স্তম্ভিত করিল। সভাস্থল নীরব, নিস্তব্ধ ও গম্ভীর।

দুই একটী সামান্য বিষয়ের উল্লেখ করিয়া মোগলেশ্বরী গম্ভীরভাবে কহিলেন, “মহারাজ মানসিংহ! দণ্ডায়মান হউন।”

মানসিংহ উঠিয়া দাঁড়াইলেন। কমলাদেবী জিজ্ঞাসা করিলেন, "বঙ্কুলাল নামে আপনার কোন সহচর আছে?"

মানসিংহের মুখ মলিন হইল। জড়িতস্বরে কহিলেন, "হাঁ, আছে।"

কমলাদেবী পুনর্ব্বার জিজ্ঞাসিলেন, "তাহার চরিত্র কিরূপ?"

মহারাজের মস্তক ঘুরিতে লাগিল। তিনি চতুর্দ্দিক অন্ধকার দেখিলেন। কমলাদেবী এক একটী প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করেন, আর তীব্রনয়নে মানসিংহের পানে চান, বোধ হয় যেন সেই দৃষ্টি হৃদয় ভেদ করিয়া অন্তরে প্রবেশ করিতেছে।

মানসিংহ চিন্তা করিয়া বলিলেন, "তাঁহার চরিত্র বিশুদ্ধ বলিয়া আমার বিশ্বাস।"

কমলাদেবী ঈষৎ ব্যঙ্গসহকারে জিজ্ঞাসিলেন, "তবে কি মহারাজ অবগত নহেন যে, বঙ্কুলাল কোন উচ্চকুলোদ্ভবা কামিনীকে তাঁহার পিত্রালয় হইতে হরণ করিয়া আনিয়াছে?—এ কি, মহারাজ! নরাধম বঙ্কুলাল অজয়সিংহের কন্যার সতীত্ব নষ্ট করিয়াছে, ইহার কি দণ্ড হইতে পারে?—মহারাজ! আপনার কি ক্লেশ বোধ হইতেছে? এ কি, আপনি বসুন।"

মানসিংহ অতি কষ্টে বলিলেন, "না, ক্লেশ বোধ হয় নাই।" কিন্তু দাঁড়াইতে পারিলেন না, বসিয়া পড়িলেন। সর্ব্বশরীর কাঁপিতে লাগিল। স্বেদনীরে ললাট ভাসিয়া গেল।

কমলাদেবী কহিলেন, "সুরঞ্জন ও বঙ্কুলালকে ডাক।" আজ্ঞামাত্রে উভয়ে সভামধ্যে আনীত হইল।

গৃহে প্রবেশ করিয়াই বঙ্কুলাল প্রথমে মানসিংহ পরে

কমলাদেবীর পানে চাহিল। বঙ্কু সকল কাজেই বিলক্ষণ চতুর। ভয় বা সন্দেহের চিহ্নমাত্রও তাহার মুখমণ্ডলে দৃষ্ট হইল না। সে ভাবিল, মহারাজ বড়ই বিপদে পড়িয়াছেন। ভাবিয়া মনে মনে একটু হাসিল। খলের প্রকৃতি এমনিই বটে।

কমলাদেবী তীব্রজ্বলন্তদৃষ্টিতে বঙ্কুর পানে চাহিয়া কর্কশ স্বরে জিজ্ঞাসিলেন, "নরাধম! অজয়সিংহের কন্যার ধর্ম্মনষ্ট করিতে তোর কিছুমাত্র ভয় হইল না? কিছুমাত্র ঘৃণা হইল না? রাজ্য অরাজক নয় স্মরণ ছিল না?"

বঙ্কুলাল অনুতাপিতচিত্তে তৎক্ষণাৎ কমলাদেবীর সম্মুখে জানু পাতিয়া বসিয়া মলিনমুখে সজলনয়নে কৃতাঞ্জলিপুটে কহিল, "মোগলেশ্বরি! আপনি মাতৃতুল্য—অপরাধী হলে, মা পুত্রকে পরিত্যাগ করেন না। কিন্তু মাতঃ! আমি অপরাধী নই।"

"মিথ্যাবাদী!" কমলা পুনর্ব্বার ক্রোধকম্পিতস্বরে কহিলেন, "তুই অজয়সিংহের কন্যাকে হরণ করিয়া আনিস্ নাই?"

বঙ্কুলাল বিনীতভাবে কহিল, "জননি! আমি আপনার নিকট মিথ্যা বলিব না। আমি অজয়সিংহের অজ্ঞাতসারে হেমলতাকে আনিয়াছি সত্য। হেমলতা আমার জীবনসর্ব্বস্ব। আমি তাহার সতীত্ব নষ্ট করি নাই—আমাদের প্রণয় অতি পবিত্র। যে যাহাকে ভালবাসে, সে তাহাকে পাইয়াছে। আজ আমাদের তুল্য সৌভাগ্য কার?"

পূর্ণদর্ব্বারে—মানসিংহের সম্মুখে, মানসিংহের মহিষীকে এক জন ভৃত্য অবলীলাক্রমে অম্লানবদনে আপনার প্রেয়সী বলিয়া স্বীকার করিল। ইহা অপেক্ষা মানসিংহের আর লজ্জার

বিষয় কি আছে? তাঁহার মস্তক লজ্জায় অবনত হইল। মৃত্যু তিনি সুখের জ্ঞান করিলেন। আর কি তিনি কখন হেমলতার মুখ দেখিতে পারিবেন?

তিনি ভাবিলেন, বনবাসী হইতে হয়, সেও শ্রেয়ঃ, গুপ্ত পরিণয়ের কথা স্বীকার করি। কিন্তু শত্রু হাসিবে, তাহা সহ্য হইবে না।

কমলা জিজ্ঞাসিলেন, "প্রণয় আছে, পাপিষ্ঠ! বলিতে লজ্জা হইল না? প্রণয় আছে যদি, তবে তাহার পিতার অনুমতি লইয়া তাহাকে বিবাহ করিলি না কেন?"

বাঁকে বলিল, "ভারতেশ্বরি! দীনজননি! আমার সে সাহস হয় নাই। অজয়সিংহ সুরঞ্জনের সঙ্গে বিবাহ ধার্য্য করিয়াছিলেন।"

কম। তবে এ নির্ব্বোধ বালিকাকে ভুলাইয়া আনিতে তোর কি অধিকার ছিল?

বঙ্কু। মাতঃ! আপনার সাক্ষাতে সে সকল কথা বলিতে লজ্জা করে, কিন্তু কি করি? আমি হেমলতাকে ভুলাই নাই, হেমলতাই আমাকে ভুলাইয়াছে। যে দিন আমি তাহার সেই অকলঙ্ক সুধাংশুবদন, সেই নীলনলিনীনিভ বিশাল নয়ন, সেই সরস বিম্বাধর, সেই অপরূপ রূপরাশি দেখিলাম, যখন তাহার সেই কোকিলগঞ্জিত তালমানলয়সংযুক্ত ভারতীর বীণাধ্বনিবিনিন্দিত অমৃতমাখা সুললিত কথা আমার কর্ণকুহরে প্রবেশ করিল, হায়! তখনি আমি বিশ্বসংসার ভুলিয়া গেলাম! হৃদয় হেমলতাময় হইল। হেমলতাও আমাকে ভালবাসিল। অদৃষ্ট সুপ্রসন্ন, অভাগা বঙ্কুলাল অমূল্যনিধি হেমলতা লাভ করিল।

তাঁহার চক্ষে মানসিংহ যত নিরপরাধী বোধ হইতে লাগিলেন, কমলাদেবীর হৃদয় তত আশায় বিকসিত হইতে লাগিল। তিনি ঈষৎ হাসিয়া কহিলেন, "মানসিংহ! আপনার বঙ্কুলাল এক জন সুনিপুণ কবি দেখ্‌ছি।—ভাল, তুমি তাহাকে হিন্দুদিগের রীত্যনুসারে বিবাহ করেছ?"

মানসিংহের মুখ পুনর্ব্বার মলিন হইল। বঙ্কুলাল নির্ভয়ে উত্তর করিল, "হাঁ, মাতঃ! আমি হেমলতাকে শাস্ত্রমতে বিবাহ করিয়াছি।"

আর মানসিংহের সহ্য হইল না। অপমানে ঘৃণায় তাঁহার হৃদয়ে যেন অগ্নি জ্বলিয়া উঠিল। মেঘগর্জ্জনের ন্যায় কহিলেন, "মিথ্যাবাদী! নরাধম!"

কমলাদেবী কহিলেন, "মহারাজ! ক্ষান্ত হউন। আমাদের এখনো অনেক কথা জিজ্ঞাসা করিবার আছে।—মহারাজ এ বিষয় কিছু জানিতেন? ভয় নাই, সত্য কথা বলিবে "

বঙ্কু উত্তর করিল, "জননি! মিথ্যা কিজন্য বলিব? মহারাজই এই সকল অনর্থের মূল।"

মানসিংহের চক্ষু রক্তবর্ণ হইল, কহিলেন, "পাজি! আমারও সর্ব্বনাশ করিবি?"

কমলার মনের সন্দেহ অপসারিত হইয়া আসিতেছিল, আবার তাহা দৃঢ়ীভূত হইল। কহিলেন, "ব'লে যাও।"

বঙ্কুলাল চতুর্দ্দিকে চাহিয়া বলিল, "এই সভামধ্যে আমি আমার প্রভুর বিষয় কিছু বলিতে চাহি না।"

কমলাদেবীর আদেশক্রমে সভ্যগণ উঠিয়া গেলেন। বাঁকে বলিতে লাগিল, "মোগলেশ্বরি! বিবেচনা করিয়া দেখিলে, সমস্ত

দোষ মহারাজের। কয়েক মাস ধরিয়া কি আনন্দ-চিন্তা, জানি না, মহারাজকে সম্পূর্ণ উদাস করিয়াছে; পূর্ব্বের মত আমাদের উপর তাঁহার দৃষ্টি থাকিলে, আমরা অবসর পাইতাম না।"

যেন হৃদয় হইতে কে শিলাখণ্ড উঠাইয়া লইল। কমলাদেবীর দেহে প্রাণ আসিল, হাসিয়া কহিলেন, "এই মাত্র মহারাজের অপরাধ? বঙ্কুলাল, তুমি এক জন অতি চতুর লোক —তোমাকে আমার মন্ত্রী করিব।—তোমার এ বিষয়ের সঙ্গে মহারাজের আর কোন সংস্রব নাই?"

"আর কি সংস্রব থাকিবে?" বঙ্কু নির্ভয়ে উত্তর করিল, "হায়, কি কুক্ষণে সেই কাল অঙ্গুরীয় ও কেশগুচ্ছ তাঁহার হস্তে পতিত হইয়াছিল!"

"অঙ্গুরীয়! কোন্ অঙ্গুরীয়? কাহার অঙ্গুরীয়? কোন্ কেশগুচ্ছ?" কমলা অধৈর্য্য হইয়া জিজ্ঞাসিলেন।

"কার অঙ্গুরীয়"—বঁাকে উত্তর করিল, "বা কার কেশগুচ্ছ, বলিতে পারি না। আমি সর্ব্বদাই মহারাজের নিকটে থাকি, তাই দেখিয়াছিলাম। অঙ্গুরীয়টী এবং আর একটী রত্ন—রত্নটীর গঠন হৃদয়ের ন্যায়—সেই কৃষ্ণ কেশগুচ্ছে বিলম্বিত আছে। মহারাজ সেইটীকে আপনার হৃদয়ের উপর রাখিয়া কত কথা বলেন, কত কথা জিজ্ঞাসা করেন। ঘুমালেও সেই রত্নটী তাঁহার হৃদয়ে সংলগ্ন থাকে। মাতঃ! হিন্দুগণ ইষ্টদেবের এত যত্নে পূজা করেন কি না, সন্দেহ।"

কমলাদেবী হাসিলেন—প্রফুল্ল শতদলে রবির নবীন ছবি কে যেন মাখাইয়া দিল। মধুর স্বরে বলিলেন, "বঙ্কু! তুমি ত কম

বদমাস্ নও! তোমার প্রভু কখন্ কি করেন, সকল দিকেই তোমার নজর। সে কেশগুচ্ছের বর্ণ কি প্রকার?"

বঙ্কুলাল চিন্তা করিয়া বলিল, "মোগলেশ্বরি! কবিকে জিজ্ঞাসা করিলে তিনি হয় ত সজলজলদ বা দলিতাঞ্জননিভ বলিতেন। কিন্তু আমার বোধ হয়, তদপেক্ষা সুন্দর।"

"বঙ্কু!" হাসিয়া কমলাদেবী বলিলেন, "তুমিই বা কবির কম কি? তুমি আমাকে সেই কেশগুচ্ছ, সেই অঙ্গুরীয় ও সেই রত্নটী দেখাতে পার?"

বাঁকে বলিল, "আপনি যদি অভয় দেন, একটী অপরাধ ক্ষমা করেন, তবে দেখাইতে পারি।"

"তোমার কোন ভয় নাই—অনায়াসে আমাকে দেখাইতে পার।"

বাঁকে বলিতে লাগিল, "সেই রত্ন ও অঙ্গুরীয়টী দেখিয়া আমার মনে বড় একটী সাধ হয়েছিল—কেমন করিয়া আমি সেই রত্ন দুটী আমার প্রাণময়ী হেমলতাকে দিব; হেমলতা পেলে কত সুখী হবে, সর্ব্বদা এই ভাবি। কিন্তু সুবিধা হয় নাই। গত রজনীতে মহারাজ যখন গভীর নিদ্রায় অভিভূত ছিলেন, আমি সেই সময়ে সেই দুটী সরাইয়া রাখিয়াছি—এখনো হেমলতাকে দিতে পারি নাই। এই দেখুন।"

বলিয়া বঙ্কুলাল কেশগুচ্ছ, অঙ্গুরীয় ও রত্নটী কমলাদেবীর হস্তে দিল।

সেই আনন্দময়ীর আনন্দময় মূর্ত্তি যেন স্বর্গীয় লাবণ্যে বিভাসিত হইল। বদনকমলে জলধনুর মধুর বিভা হাস্য করিতে লাগিল। প্রণয়ভরে হৃদয়কন্দর উছলিয়া উঠিল। ঐ অঙ্গুরীয়,

ঐ কেশগুচ্ছ, ঐ রত্ন কমলাই নিজ হৃদয়কমল-রবি রবিবংশা-বতংস মানসিংহকে দিয়াছিলেন! মহারাজের প্রেম অকৃত্রিম—কামিনী গলিয়া গেলেন।

শত্রুপক্ষ মানসিংহের পতন নিশ্চয় স্থির করিয়া আকাশে কতই দুর্গরচনা করিতেছিলেন। কমলাদেবী পুনর্ব্বার অমাত্য ও সভাসদ্‌বর্গকে আহ্বান করিলেন। সকলে সভায় উপস্থিত হইলে কমলাদেবী কহিলেন,

"মহারাজ মানসিংহ! বঙ্কুলাল বড় সামান্য লোক নয়। আপনি উহাকে আজ অবধি কোন গোপনীয় কথা বলিবেন না—এর অন্তঃকরণ বড় সরল, এর পেটে কথা থাকে না। কিন্তু আমি এর অমায়িকতায় পরম সন্তুষ্ট হইয়াছি।"

মহারাজ মানসিংহ তৎক্ষণাৎ তাঁহার সম্মুখে জানু পাতিয়া বসিয়া কহিলেন, "মোগলেশ্বরি! বঙ্কুলাল যে আপনার নিকট নির্দ্দোষী প্রমাণ হইয়াছে, ইহাতে আমি পরম সুখী হইলাম। ও যদি একটীও মিথ্যা কথা বলিত, তাহা হইলে আমিই উহাকে সমুচিত দণ্ড দিতাম।"

মানসিংহ হতবুদ্ধি হইয়া পড়িয়াছিলেন। এক্ষণে তাঁহার স্বাভাবিক গাম্ভীর্য্য, চাতুর্য্য এবং প্রত্যুৎপন্নমতিত্ব তাঁহাকে উৎসাহিত করিল। আজ তাঁহার বিষম পরীক্ষার দিন—আজ কমলার চক্ষে ধূলি নিক্ষেপ করিতে পারিলে তিনি নিরাপদ।

মানসিংহ পুনর্ব্বার বলিলেন, "আমিও যে নিরপরাধী প্রমাণ হইল, ইহাই আমার পরম সৌভাগ্য।"

কমলা আজ তাঁহাকে কি চক্ষে দেখিলেন কেমন করিয়া

বলিব? তিনি মানসিংহের হস্ত ধরিয়া কহিলেন, "উঠ, মান-সিংহের বিমল যশোরাশি কোন শত্রুই কলঙ্কিত করিতে পারিবে না।"

চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

জ্যোতিষে।

মহব্বত ও তাঁহার বন্ধুবান্ধবের মনে মানসিংহের প্রতি কমলাদেবীর এতাদৃশ অনুগ্রহ দর্শনে মহাক্ষোভের উদয় হইল। মহব্বত অধোবদনে বসিয়া রহিলেন।

"বঙ্কুলাল হেমলতাকে তাহার পিতার বিনা অনুমতিতে বিবাহ করিয়াছে, এ অপরাধে সে দণ্ডার্হ হয় না। তবে এই বিবাহে সেই যুবতীর সম্মতি ছিল কি না, জানা আবশ্যক। ভাল কথা—" কমলাদেবী মহব্বতের পানে ব্যঙ্গপূর্ণনেত্রে চাহিয়া কহিলেন, "আমি এই আবেদন-পত্র আপনার নিকট হইতেই পাইয়াছি; আপনার এ বিষয়ে কি বক্তব্য আছে? সুরঞ্জন কোথা?"

সুরঞ্জন কৃতাঞ্জলিপুটে সম্মুখে দাঁড়াইল। "আমি এই যুবকের দুঃখে অত্যন্ত দুঃখিত হইয়াছি, কিন্তু এখন আর উপায় কি? সুরঞ্জন।—" কমলাদেবী সুরঞ্জনকে সম্বোধন করিয়া কহি-লেন, "হেমলতা বিশ্বাসঘাতিনী, তুমি তাহাকে ভুলিয়া যাও। মন না জানিয়া ভালবাসিলে পরিণামে এরূপ মর্ম্মবেদনা প্রায় সর্ব্বদাই ঘটিয়া থাকে। এই যুবতীর পিতার সন্তোষের জন্য আমরা তাঁহার জামাতাকে কোন উচ্চপদ ও উপাধি দান করি-লেই সমস্ত বিবাদ মিটিয়া যাইবে। তুমিও, সুরঞ্জন! আমা-দের কাছে থাক, তোমারও ভাল হইবে।"

সুরঞ্জনের মুখে বাক্য নিঃস্থত হইল না; দীনভাবে বিষণ্ণ-বদনে সজলনয়নে তাঁহার সম্মুখে দণ্ডায়মান রহিলেন। দেখিয়া কমলাদেবী জিজ্ঞাসিলেন, "তুমি আর কি চাও? সেই যুবতী কখনও তোমাদের দুজনকেই একসময়ে বিবাহ করিতে পারে না। সে বঙ্কুলালের পরিণীতা বনিতা—এক্ষণে আর তাহার উপর কাহারো অধিকার নাই।"

"মোগলেশ্বরি!" অতি বিনীত ভাবে সুরঞ্জন কহিলেন, "আমি সে জন্য দুঃখিত নহি। কিন্তু বঙ্কুলালের কথা কত দূর সত্য, তাহাতে আমার সন্দেহ আছে।"

চক্ষুর্দ্বয় রক্তবর্ণ করিয়া বঙ্কুলাল কহিল, "অন্য কোন স্থানে এই অপমানসূচক বাক্য মুখে আনিলে আমার শাণিত তরবারি—"

"তোর শাণিত অসি!" সুরঞ্জন গম্ভীর স্বরে কহিলেন, "আমার শাণিত অসি—"

"চুপ্ কর, তোমরা কোথায় জান না?" কমলাদেবীর এই গম্ভীর বাক্য উভয়কে নীরব করিল। "আমার প্রয়োজন ভিন্ন যে অসি উত্তোলনের নাম করিবে, আমি এখনি তাহাকে দণ্ড দিব।—তবে আমি কাহারো প্রতি অন্যায় করিব না। মহারাজ! আপনি কি ধর্ম্মতঃ বলিতে পারেন, বঙ্কুলাল সত্য সত্যই সে কামিনীকে বিবাহ করিয়াছে?"

মানসিংহ মহাবিপদে পড়িলেন। কোন্ মুখে বলিবেন, আপনার মহিষীকে তাঁহার ভৃত্য বিবাহ করিয়াছে? বঙ্কু তাঁহার পানে চাহিল—সে দৃষ্টির ভাবই স্বতন্ত্র। অন্যে তাহা দেখিল না। উপায় নাই, না বলিলেও সর্ব্বনাশ। মানসিংহ উত্তর

করিলেন, "আমি যত দূর জানি এবং আমার দৃঢ় বিশ্বাস হেম-লতা হিন্দুশাস্ত্রমতে বিবাহিতা হইয়াছে।"

"মোগলেশ্বরি!" সুরঞ্জন বলিয়া উঠিলেন, "আমি কি এ কথা জিজ্ঞাসিতে পারি, কখন্ এবং কোথা এই বিবাহ হইয়াছে?"

"তুমি চুপ কর!" ক্রোধকম্পিতস্বরে কমলা উত্তর করিলেন, "মহারাজ মানসিংহের বাক্যে তোমার বিশ্বাস হয় না?—অথবা মর্ম্মান্তিক দুঃখ তোমাকে উন্মত্ত করিয়াছে?—ভাল, আমরা অব-সর-ক্রমে এ বিষয়ের অনুসন্ধান করিব।—মহারাজ মানসিংহ! আপনার স্মরণ আছে, আমরা শীঘ্র আপনার ভবনে অতিথি হইব? সেই অবকাশে এই বিষয়ের মীমাংসা করা যাইবে। বঙ্কুলাল! তুমি তোমার স্ত্রীকে অবশ্য সেই উৎসবে উপস্থিত করিবে।"

সভা ভঙ্গ হইল। সকলে স্ব স্ব স্থানে প্রস্থান করিলেন। মানসিংহ সকলের চক্ষে পরম সৌভাগ্যবান্ বোধ হইলেন বটে, কিন্তু তাঁহার চক্ষে জগৎ অন্ধকার। তিনি সভায় স্বীকার করিয়াছেন, তাঁহার রাজমহিষী হেমলতা বঙ্কুর বনিতা! কি লজ্জার—কি ঘৃণার কথা! আর কি হেমলতাকে গ্রহণ করিতে পারিবেন? সত্য ঘটনা প্রকাশ হইলেও নিস্তার নাই। এখন যাহাতে সত্য ঘটনা প্রকাশ না হয়, সেই চেষ্টা করাই বিধেয়।

মানসিংহ চিন্তাকুলচিত্তে মলিনবদনে স্বীয় কক্ষে উপবিষ্ট আছেন, বঙ্কুলাল তথায় আসিল। অনেকক্ষণ পরে মানসিংহ কহিলেন, "তুমিই আমার সর্ব্বনাশ করিলে!"

বঙ্কুলাল বিস্মিত হইয়া উত্তর করিল, "এ কি মহারাজ! এ তিরস্কার কি উচিত? মানসিংহের হিতসাধনে বঙ্কুলাল জীবন

বিক্রয় করিয়াছে; আপনার স্কন্ধে সমস্ত দোষ গ্রহণ করিয়া আজ সে মানসিংহকে রক্ষা করিয়াছে;—আপনি কি বলেন, বিশ্বাসঘাতক হইয়া, গুপ্ত প্রণয় ব্যক্ত করিয়া, মহারাজ মানসিংহকে চিরবিস্মৃতি-জলে নিক্ষেপ করিলে ভাল হত? কেন, আপনি ত উপস্থিত ছিলেন, অনায়াসে আমার কথা মিথ্যা প্রমাণ করিয়া স্বহস্তে আশালতার মূলোৎপাটন করিতে পারিতেন!"

মানসিংহ গম্ভীরভাবে বঙ্কুলালের কথাগুলি শুনিলেন। ক্ষণকাল নীরব থাকিয়া বঙ্কুর হস্ত ধরিয়া কহিলেন, "সখে! তুমি যথার্থই আমার পরমহিতৈষী বন্ধু! আমার অপরাধ ক্ষমা করিও। তবে সেরূপ অসামান্য বুদ্ধিবলে প্রকৃত ঘটনা গোপন না করিলে, কেহই মানসিংহকে রক্ষা করিতে পারিত না। বঙ্কু! আমার প্রতিজ্ঞা, আমার উচ্চাভিলাষ আমার কাল হইয়াছে।"

বঙ্কু। তা নয়, মহারাজ। প্রণয়ই আপনার কাল হইয়া প্রতিজ্ঞাপালনের পথ রোধ করিতেছে। আপনি রমণী-প্রেমে বিমুগ্ধ না হলে পদে পদে এত বিপদ উপস্থিত হ'ত না। আপনি মোগলবংশ ধ্বংস করিয়া অনায়াসে ভারতেশ্বর হ'তে পারিতেন। তাই বলি, আজ হ'তে একেবারে হেমলতাকে ভুলিয়া যান, আপনি দিল্লীশ্বর হ'ন, আমি আপনাকে হেমলতার মাকে আনিয়া দিব!

মান। বঙ্কু! এ পরিহাসের সময় নয়! তবে কি আমি ভারতেশ্বর হব না?

বঙ্কু। এ কথা কে বলিল? হেমলতাকে পথ হইতে অপসারিত করিতে পারিলেই সমস্ত বিঘ্ন অতিক্রম করিয়া অচিরে আপনি দিল্লীর সিংহাসনে বসিবেন।

মান। উৎসবের সময় হেমলতাকে উপস্থিত করিলে এ কথা কিরূপে গোপন থাকিবে?

বঙ্কু। তার উপায় আমি পূর্ব্বেই ভেবে রেখেছি। সে ভার আমার, তজ্জন্য আপনি চিন্তিত হবেন না।

মান। তবে এখন তুমি যাও। কিন্তু ডাকিলে আসিও।

বঙ্কুলাল চলিয়া গেল। মানসিংহ ডাকিলেন, "সদাশিব! সদাশিবঠাকুর!"

সন্দেহ হওয়ায় মানসিংহ সদাশিবকে আপনার গৃহের ছাদের উপর আবদ্ধ করিয়া রাখিয়াছিলেন।

"হরিবোল! হরিবোল!—যাচ্ছি।" বলিয়া সদাশিব মহারাজের সম্মুখে উদয় হইলেন।

"তুমি যে যে কথা বলেছিলে," মানসিংহ ভ্রূযুগল কুঞ্চিত করিয়া কহিলেন, "আজ তার একটীও সত্য হয় নাই!"

সদা। সে কি, মহারাজ! এ অসম্ভব!—

> ভানুর রেখা কুম্ভ পৃষ্ঠে।
> শত্রুপক্ষ শনির দৃষ্টে॥
> রাহু কেতু গ্রহ চয়।
> যদি মধ্যস্থলে রয়॥
> চন্দ্র তারা জুড়ে বাণ।
> জ্ঞান ধনুকে মারে টান॥
> মনে মাত্র কষ্ট হয়।
> কিন্তু সর্ব্বস্থলে জয়॥

মহারাজ! আপনি পরিহাস কচ্চেন।

মান। ১লা বৈশাখ হইতে আমার ভবনে মহোৎসব হইবে।

সেই সময়ে দিনত্রয়ের মধ্যে কি কি ঘটনা ঘটিবে বলিতে পার ?

সদা। তার আর আশ্চর্য্য কি ? আদেশ করিলেই পারি। তবে এ গণনাটি কিছু সময়সাপেক্ষ। হরিবোল! হরিবোল! তবে কিছু কিছু এখন পারি।

মান। কি কি পার, বল ?

"তবে আপনি ব্যস্ত হবেন না।" বলিয়া সদাশিব দপ্তর হইতে কত পুঁথি বাহির করিলেন। একখানি একখানি করিয়া পাতা উল্‌টাইয়া কত পুঁথি দেখিলেন,কত মন্ত্র আওড়াইলেন। নিবিষ্ট-মনে কত কি পড়িলেন, কত অঙ্কপাত, গ্রহচক্র, রাশিচক্র, অদৃষ্ট-পট—কত কি করিলেন, কত কি আঁকিলেন। এক ঘণ্টা, দুই ঘণ্টা, ক্রমে তিন ঘণ্টা যায়, দিনমান অবসান, সন্ধ্যা সমাগত, মহারাজ হাঁ করিয়া অনিমিষনয়নে তাঁহার পানে চাহিয়া বসিয়া আছেন, কিন্তু গণকের গণনা শেষ হয় না! আর ধৈর্য্য ধরে কার সাধ্য? আস্তে আস্তে জিজ্ঞাসিলেন, "এখনো গণনা হয় নাই ?"

সদাশিবের যোগ ভাঙ্গে কে ? তিনি উত্তরও দিলেন না। অনেকক্ষণ গাঢ় চিন্তায় মগ্ন থাকিয়া একটু হাসিলেন। মানসিংহ সাহস পাইয়া পুনর্ব্বার জিজ্ঞাসিলেন,

"কি বলিতে পার, বল ?"

সদাশিব আবার একটু চিন্তা করিয়া, আবার একটু হাসিয়া কহিলেন,

"জলের মাঝে অনল থাকে।
এ কাহিনী বোল্‌বো কাকে ?

মহারাজ!—কিন্তু তাহাতেই বা ভয় কি? বাহুবল, সামন্ত-সিংহের কৌশল, বাঁকের চতুরতা, এবং কমলাদেবীর প্রেম, আপনাকে রক্ষা করিবে।”

মান। কিন্তু কি বলিলে না যে?

সদা। আজ্ঞে এমন কিছু নয়। তবে—তবে আপনার গুপ্ত-প্রেম ব্যক্ত হবে।

মহারাজ চমকিয়া উঠিলেন। জিজ্ঞাসিলেন, “আর কিছু বলিতে পার?”

সদা। না, মহারাজ!

এ কথাগুলি মহারাজের প্রাণে লাগিল, তথাপি তিনি কর্কশ স্বরে কহিলেন, “এ গণনা যদি মিথ্যা হয়, আমি নিশ্চয়ই তোমার প্রাণদণ্ড করিব।”

সদা। মহারাজ!——

বিষ্ণুচক্রে বসেন কেতু।
তরণী তার কনক সেতু॥
মৃত্যু তার করতলে।
মিথ্যা নয় জ্যোতিষ বলে॥

অতএব আমার কাহারো হাতে মৃত্যুভয় নাই। জ্যোতিষ মিথ্যা হলে আমার গণনাও মিথ্যা হবে।”

মহারাজ প্রীত হইয়া তাহাকে এক তোড়া স্বর্ণমুদ্রা দিয়া বঙ্কুলালকে ডাকিয়া কহিলেন, “আজ সদাশিবকে তুমি সাবধানে রাখ, যেন পলাইতে না পায়।”

পঞ্চম পরিচ্ছেদ।

খড়্গো—খড়্গো।

অম্বর নগরে মহাসমারোহ চলিতেছে। চতুর্দ্দিকেই আনন্দ-প্রবাহ উচ্ছলিত। এ উৎসবের দিন যেন আর ফুরাইবে না।

তৃতীয় দিবসের প্রাতঃকালে কমলাদেবী একাকিনী সুশীতল সমীরণ সেবনাভিলাষে মন্দমন্থরমরালগমনে মানসিংহের দুর্গ-মধ্যস্থিত সুরম্য নন্দনকানন সদৃশ কুসুমকাননে পরিভ্রমণ করিতে-ছিলেন। চারি দিকে নানা জাতি পুষ্প প্রস্ফুটিত। সুমন্দ মেদুর গন্ধবহ মকরন্দে অঙ্গ মার্জ্জিত করিয়া সেই বিকসিত কুসুমগুলিকে নাচাইতেছে—দিঙ্মণ্ডল আনন্দিত করিতেছে। বনবিহঙ্গগণ সুললিত স্বরে মঞ্জরিত নিকুঞ্জে বসিয়া গান করি-তেছে। ময়ূরময়ূরীগণ কৃষ্ণপ্রস্তরনির্ম্মিত বিশাল দুর্গপ্রাচীরের কৃষ্ণবর্ণ ঘোর গম্ভীর মূর্ত্তি সন্দর্শনে সজলজলদভ্রমে আনন্দে উন্মত্ত হইয়া পুচ্ছগুচ্ছ বিস্তারিয়া নৃত্য করিতেছে। বিষাদের লেশ মাত্র নাই, সকলি বিমল আনন্দে আনন্দময়।

মোগলেশ্বরী প্রকৃতির এইরূপ নানা বিচিত্র চিত্র দেখিতে দেখিতে একটী কৃত্রিম নির্ঝরের নিকটে উপস্থিত হইলেন। তাঁহার বোধ হইল, সেই নির্ঝরের দক্ষিণ পার্শ্বে মাধবীকুঞ্জের অন্তরালে এক খণ্ড শ্বেতপ্রস্তরের উপর বসিয়া একটী ষোড়শী কামিনী। প্রথমে তিনি মনে করিলেন, শিল্পকরগণ বনদেবীর মধুময় মূর্ত্তি ক্ষোদিয়া তথায় রাখিয়াছে। কিন্তু একটু অগ্রসর হইয়া দেখিলেন, সেটী রক্তমাংসগঠিত অনুপমা রমণীর মূর্ত্তি।

কমলা কৌতূহলাক্রান্ত হইয়া ধীরে ধীরে অগ্রস
স্বরে জিজ্ঞাসিলেন,

"তুমি কে? কি জন্য একাকিনী বিষণ্ণবদনে ব
আছ?"

আকারেই পরিচয়—কামিনী বুঝিলেন, ইনি সামান্য রমণী নহেন। সহসা তাঁহার বাক্য নিঃসৃত হইল না। জানু পাতিয়া কমলার সম্মুখে বসিয়া এরূপ মলিনবদনে কাতরভাবে সজল-নয়নে তাঁহার পূর্ণচন্দ্রানন পানে চাহিয়া রহিলেন যে, দেখিয়া কমলার হৃদয় দ্রবীভূত হইল।

"তোমার কি হয়েছে, বল? উঠ।" বলিয়া কমলা তাঁহার হস্ত ধরিয়া উঠাইলেন।

রমণী কম্পিত ও জড়িত স্বরে বলিলেন, "মাতঃ! আমি আপনার আশ্রয় প্রার্থনা করি।"

মোগলেশ্বরী বলিলেন, "তোমার কোন ভয় নাই। কে তোমার হৃদয়ে ব্যথা দিয়াছে?"

কি বলিবেন, দুঃখিনী ভাবিয়া উঠিতে পারিলেন না। একটু চিন্তা করিয়া ভয়কম্পিত-কাতরবাক্যে বলিলেন, "কে আমার হৃদয়ে ব্যথা দিয়াছে, হায়, আমি তাহা জানি না!"

কম। তুমি নিতান্ত পাগলের ন্যায় কথা বলিতেছ। কে তোমার অবমাননা করেছে, বল, আমরা এখনি তাহাকে দণ্ড দিব।—শীঘ্র বল, আমি অধিক বিলম্ব করিতে পারি না।

রমণী। আমি আপনার চরণে ধরিতেছি, কাতরবাক্যে গলবস্ত্রে এই প্রার্থনা করিতেছি, আমাকে রক্ষা করুন। পাপিষ্ঠ বক্ত‌্‌লালের হস্ত হইতে আমাকে রক্ষা করুন।

কম। বঙ্কুলাল!—তুমি তার কে?

রমণী। আমি—আমি—আমাকে সে বন্দী করিয়া রাখিয়াছিল, আমার প্রাণসংহার করিবার উপক্রম করিয়াছিল, আমি পলাইয়া আসিয়াছি। আপনি আমাকে রক্ষা করুন।

কম। তাহা আমি নিশ্চয়ই করিব। এ বিষয়ের আমরা অনুসন্ধান করিব। কমলাদেবী বর্ত্তমান থাকিতে রাজ্যে অত্যাচার হবে না। তুমিই কি অজয়সিংহের কন্যা হেমলতা?

কমলাদেবীর নাম বিশ্ববিখ্যাত। সে নাম শুনিয়া কামিনীর হৃদয় সাহসে, আশায় নৃত্য করিয়া উঠিল। পুনর্ব্বার জানু পাতিয়া বসিয়া কৃতাঞ্জলিপুটে কহিলেন, “জননি! ভারতেশ্বরি! আর ও কথা জিজ্ঞাসা করিয়া আমাকে লজ্জা দিবেন না। আমিই অভাগিনী হেমলতা।”

কমলাদেবী গম্ভীর স্বরে কহিলেন, “তুমি যথার্থই অভাগিনী। বৃদ্ধ পিতাকে প্রতারিত করেছ, সুরঞ্জনকে বঞ্চিত করেছ—বঙ্কুলাল তোমার স্বামী—কেমন? আমরা তোমার পাগলামির কথা পূর্ব্বে শুনেছি।”

হেমলতার দেহে যেন বিদ্যুৎপ্রবাহ প্রবাহিত হইল। তিনি কালভুজঙ্গীর ন্যায় মস্তকোত্তোলন করিয়া কম্পিতকলেবরে আরক্তলোচনে কহিলেন, “কি—আমি অজয়সিংহের কন্যা, নরাধম বঙ্কুলালকে বিবাহ করেছি! এ লজ্জা অপেক্ষা মৃত্যু সহস্রগুণে শ্রেয়ঃ। না জননি! আমার মন তত নীচ নয়। আমি সেই দাসানুদাস নীচের স্ত্রী নহি।”

কমলাদেবী আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া বিস্ময়স্তিমিতনয়নে হেমলতার সেই অপূর্ব্বরূপমাধুরী ক্ষণকাল দেখিলেন। ভাবিলেন,

"তবে আমিই কি প্রতারিত হয়েছি? এ কি মহারাজ মান-সিংহের চক্র?—কে তোমাকে বিবাহ করেছে, বল? অথবা তুমি কার উপপত্নী? আমি নিশ্চয়ই তোমার মুখে সব কথা শুনিব।"

"উপপত্নী" শব্দ যেন কালসর্পবেশে তাঁহার হৃদয়ে দংশন করিল। তিনি বলিয়া ফেলিলেন, "মহারাজ মানসিংহ সমস্তই জানেন।"

কমলাদেবীর হৃদয় কম্পিত হইল—সহসা যেন তিনি বিশ্ব শূন্য দেখিলেন। কিন্তু তৎক্ষণাৎ বিচলিতচিত্তবেগ সংবরণ করিয়া কহিলেন, "তুমি আমার সঙ্গে এস। আমি এখনি ইহার বিচার করিব।"

মহারাজ মানসিংহ সভামধ্যে বসিয়া আছেন, কমলাদেবী নিষাদের শরাহত কেশরিণীর ন্যায় আরক্তবদনে চঞ্চলচরণে তথায় উপস্থিত হইয়া জলদগম্ভীরস্বরে কহিলেন, "মহারাজ মান-সিংহ! এ রমণীকে চেনেন?"

মানসিংহের মস্তকে যেন বজ্রাঘাত হইল; প্রখর সূর্য্যমণ্ডলে কে যেন ভস্মরাশি মাখাইয়া দিল। তিনি সাক্ষাৎ হতাশা-মূর্ত্তির ন্যায় দণ্ডায়মান রহিলেন। মুখে বাক্য নির্গত হইল না।

কমলাদেবী কহিলেন, "তোমার মুখের ভাব দেখিলে, মহা-রাজ! কি বোধ হয়? বোধ হয় না, তুমি আমাকে মিথ্যা কথা বলিয়া প্রতারিত করেছ? মানসিংহ! এক্ষণে কে তোমাকে রক্ষা করিবে?"

এই ভৎসনায় সূর্য্যের প্রদীপ্ত শৌর্য্য মানসিংহের হৃদয়ে প্রজ্বলিত হইল,—বদনে ললাটে নয়নে—সর্ব্বাঙ্গে অকস্মাৎ অতি

অপূর্ব্ব প্রভা হাস্য করিয়া উঠিল। মানসিংহ সবল সুদীর্ঘ দেহ উন্নত করিয়া, উন্নত গ্রীবায় গম্ভীরভাবে কমলার পানে চাহিলেন;—সূর্য্যবংশোদ্ভব কি রমণীয় কি ভীষণ ক্ষত্রিয়মূর্ত্তি! সকলেই চমকিত—কমলা বিস্মিত! মানসিংহ কহিলেন, "কমলাদেবি! তুমি আমাকে ভয় প্রদর্শন করিতেছ? রমণি! যে বীরপুরুষ দোর্দ্দণ্ড-বাহুবলে বিশ্ববিজয়ী—যাহার নামে মহম্মদের অটল চিত্ত চলিত হয়—সে কি রমণীর ভ্রূকুঞ্চনে ভীত হয়?"

কমলা জ্বলন্ত দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া কহিলেন, "মানসিংহ! আমি তোমাকে বন্দী করিলাম।"

মানসিংহ সদম্ভে উত্তর করিলেন, "করুক, কার সাধ্য আছে মানসিংহের অঙ্গে হস্তার্পণ!"

সভাস্থ সমস্ত লোক নিস্তব্ধ। কমলাদেবীও ক্ষণকাল নিস্তব্ধভাবে দাঁড়াইয়া থাকিয়া চলিয়া গেলেন। মানসিংহ বিমর্ষভাবে স্বস্থানে প্রস্থান করিলেন।

চিন্তায় হৃদয় তরঙ্গিত। দিবা অবসানে পুষ্পবাটিকায় একাকী ভ্রমণ করিতেছেন; দেখিলেন, তাঁহার পার্শ্বে একটী মনুষ্য।

"আমি বুঝেছি, তোমার কোন গোপনীয় কথা আছে, কেমন?" কর্কশস্বরে সেই মনুষ্যকে জিজ্ঞাসিলেন, "কি বলিবে, শীঘ্র বল?"

"মহারাজ!" অতিবিনীতভাবে সুরঞ্জন উত্তর করিলেন, "আপনি আমাকে আপনার শত্রু বিবেচনা করিয়া থাকেন; কিন্তু আমি ভ্রমেও কখন আপনার অনিষ্ট চিন্তা করি নাই।"

মান। শত্রুতা কর নাই?

সু। মহারাজ! এ অন্যায় তিরস্কার। আমি মহব্বত খাঁর পরিচিত সত্য, তাঁহার ভৃত্য বা উপাসক নহি। বিশেষ আমি তাঁহার নিকটেও থাকি না। আপনি বিজ্ঞ, বিবেচনা করিয়া দেখুন, যে নরাধম পশু সেই সরলা বালিকাকে কলঙ্কিত করিয়াছে, তাহাকে দণ্ড দেওয়া উচিত কি না? ইহাতে আপনারও গৌরবের লাঘব হইয়াছে।

মানসিংহ কর্কশস্বরে কহিলেন, "তুমি কাহার সহিত কথা কহিতেছ, জান?"

সুরঞ্জন সে কথায় কর্ণপাত না করিয়া কহিলেন, "সেই নর-পিশাচের উন্নত মস্তক এই পদে দলিত করিব,তবে আমার মনের ক্ষোভ দূর হবে!"

মানসিংহের মুখমণ্ডল রক্তবর্ণ হইল। দশনে অধর দংশন করিতে করিতে কহিলেন, "পাজি! তোর যত বড় মুখ তত বড় কথা! তুই আমার নামে আকবরের নিকট অভিযোগ করিস্ নাই? আত্মরক্ষার্থ প্রস্তুত হ।"

মানসিংহ অসি নিষ্কাশিত করিলেন।

সুরঞ্জন বিস্মিত হইয়া কহিলেন, "এ কি, মহারাজ! কোথায় দুষ্কর্ম্মের দণ্ড দিবেন, না স্বয়ং আপনিও এক জন নিরপরাধীর প্রাণসংহার করিতে উদ্যত?"

"চুপ কর্!" বজ্রনাদে মানসিংহ উত্তর করিলেন।

"মহারাজ! আমি প্রাণভয়ে ভীত নহি—কিন্তু এ অপরাধ আপনার।" বলিয়া সুরঞ্জন তরবারি গ্রহণ পূর্ব্বক আত্মরক্ষার্থ প্রস্তুত হইলেন।

কিন্তু মানসিংহের বাহুবল কে সহ্য করিতে পারে? তিনি অবলীলাক্রমে সুরঞ্জনের অসি কাড়িয়া লইয়া তাহাকে ভূতল-শায়ী করিলেন। মানসিংহ তাঁহার বক্ষের উপর জানু পাতিয়া বসিয়া, স্বীয় তরবারি তাঁহার কণ্ঠের উপর ধরিয়া কহিলেন, "নরাধম! আত্মদোষ স্বীকার কর্, এখনি মরিতে হইবে!"

সুরঞ্জন উত্তর করিলেন, "বিনা কারণে আপনি আমার প্রাণ-বধ করিতেছেন—কি দোষ স্বীকার করিব? ঈশ্বর আপনাকে ক্ষমা করুন।"

মানসিংহ মনে করিয়াছিলেন, হেমলতা যে তাঁহারই মহিষী, সুরঞ্জন তাহা জানিয়াছে, এবং তাঁহাকে লক্ষ্য করিয়াই নরাধম ইত্যাদি কটূক্তি প্রয়োগ করিয়াছে। সুরঞ্জন বিবাহ-কথা প্রকাশ করিয়া দিলে তাঁহার সর্ব্বনাশ; এজন্য পূর্ব্বাপর তাঁহার উপর মহারাজের বিষম আক্রোশ।

"বিনা কারণে! বিনা অপরাধে! পাজি!—তবে মর্!—" বলিয়া মানসিংহ যেমন সেই অসি তাঁহার গলদেশে বসাইয়া দিবেন, অমনি পশ্চাৎ হইতে কে যেন তাঁহাকে ধরিল। পশ্চাতে ফিরিয়া দেখেন একটী কদাকার বালক। সহজে তাহার হস্ত ছাড়ান ভার হইল। এই সুযোগে সুরঞ্জন উঠিয়া স্বীয় তরবারি গ্রহণ করিলেন। মানসিংহও দ্বিগুণ ক্রোধে গর্জ্জিয়া উঠিলেন। কিন্তু কেবলরাম তাঁহার পদযুগল ধরিয়া, "মহারাজ! আগে আমার একটী কথা শুনুন।" বলিয়া তাঁহার হস্তে একখানি পত্র দিল।

পত্রপাঠ সমাপ্ত হইলে মানসিংহ কহিলেন, "সুরঞ্জন! আজ সন্ধ্যার ঘটনা বিস্মৃত হও।"

একে সুরঞ্জনের উপর চির-আক্রোশ, তাহাতে হেমলতাকে অকস্মাৎ অম্বর নগরে দেখিয়া মানসিংহ স্থির করেন, সুরঞ্জনই কোন কৌশলে তাঁহাকে আনিয়াছে। বস্তুতঃ সুরঞ্জন এ বিষয়ের কিছুই জানিতেন না। চণ্ডাল বিষ্ণুপুরে গিয়া তত্রত্য পান্থশালার অধ্যক্ষের মুখে সমস্ত বৃত্তান্ত অবগত হইল। সে কৌশলে হেমলতার সঙ্গে সাক্ষাৎ করিয়া, তাঁহাকে জানাইল যে, সদাশিব ও বঙ্কুলাল তাঁহাকে বিষ-সেবন করাইবার চেষ্টায় আছে। হেমলতা ভীত হইয়া কেমন করিয়া মানসিংহের ভবনে আসিবেন, তাহার উপায় দেখিতে লাগিলেন। চণ্ডাল তপস্বীর চক্ষে ধূলি দিয়া গোপনে তাহাকে মানসিংহের দুর্গে আনে। কিন্তু তিনি কার কাছে যাইবেন? মহারাজকে না জানাইয়া তাঁহার কাছে যাইতে সাহস হইল না। অগত্যা সুরঞ্জনের বাসায় গেলেন, সুরঞ্জনও তখন তথায় ছিলেন না। হেমলতা একখানি পত্র লিখিয়া চণ্ডালের হস্তে দিয়া মানসিংহের নিকট পাঠান। চণ্ডাল পত্রখানি হারাইয়া ফেলে। কেবলরাম উৎসবে আসিয়াছিল, সে তাহা কুড়াইয়া পাইয়া মানসিংহকে আনিয়া দিল।

এই পত্রে হেমলতা তাঁহার আসিবার কারণ স্পষ্টবাক্যে লিখিয়াছিলেন। মানসিংহ বুঝিলেন, সুরঞ্জন নির্দ্দোষী। জড়িত-স্বরে কেবলকে জিজ্ঞাসিলেন, "এ পত্র আনিতে এত বিলম্ব হইল কেন?—হা হেমলতা! হা প্রাণময়ি!"

"এ কি, মহারাজ!" বিস্মিত হইয়া সুরঞ্জন বলিয়া উঠিলেন।

মানসিংহ কাতরস্বরে কহিলেন, "অবশ্যই আমার হেমলতা এখনো জীবিত আছেন!—হা বঙ্কুলাল!"

সুর। ভরসা করি আপনি বঙ্কুলালকে——

মান। না, না, না—আমি উন্মত্ত—জ্ঞানশূন্য, কি বলিয়াছি জানি না।

সুর। মহারাজ! আপনার সঙ্গে আমার কোন বিবাদ নাই। যে পাপাত্মা সেই প্রেমপ্রতিমা হেমলতাকে কলঙ্কিত করিয়াছে, তাহাকে সমুচিত শাস্তি না দিতে পারিলে আমার অন্তর্জ্বালার শান্তি হবে না।

জলদপ্রতিমস্বনে মানসিংহ কহিলেন, "যে পাপাত্মা হেমলতাকে কলঙ্কিত করিয়াছে! হেমলতার স্বামীকে দণ্ড দিবার তোমার কি অধিকার আছে? মহারাজ মানসিংহের মহিষী হেমলতার প্রতি মানসিংহ যদ্যপি কোন অন্যায়াচরণ করিয়া থাকেন, এ জগতে কার সাধ্য তাহাতে কথা কয়?"

সুরঞ্জন হতবুদ্ধি হইয়া ক্ষণকাল চিত্রপটের ন্যায় মানসিংহের পানে চাহিয়া থাকিয়া কহিলেন, "মহারাজ! আমার অপরাধ মার্জ্জনা করিবেন। আমি শপথ করিয়া বলিতে পারি, আমি জানিতাম না হেমলতা মহারাজ মানসিংহের মহিষী। মহারাজ! আজ আমার পরম আনন্দ! হেমলতা রাজমহিষী—ইহা অপেক্ষা আর আমার সুখের বিষয় কি আছে? এক্ষণে আমাকে বিদায় দিন।"

মানসিংহ উত্তর করিলেন, "তোমাকে একটী কাজ করিতে হইবে। হেমলতা বঙ্কুলালের হাতে পড়িয়াছে—তাঁহার বিপদ ঘটিবার সম্ভাবনা। এখানে হেমলতা আসিয়া আমার সর্ব্বনাশ করিয়াছে। যদি কোনরূপে এ দায় হতে পরিত্রাণ পাই এই ভাবিয়া, সুযোগক্রমে অতিগোপনে আমি তাঁহাকে

পুনর্ব্বার বিষ্ণুপুরে পাঠাইয়াছি। তুমি বিদ্যুতের ন্যায় বিষ্ণু-পুরে যাও, দেখ, যদ্যপি সেই হতভাগিনীকে বাঁচাইতে পার।”

মানসিংহ চলিয়া গেলেন।

সুরঞ্জন বিষ্ণুপুরে গিয়া দেখিলেন, সেই প্রণয়-প্রতিমা হেম-লতা মৃত্যুশয্যায় শায়িত। বিষে তাঁহার দেহ জর জর। তাঁহাকে দেখিয়া হেমলতা অতিমৃদুজড়িতস্বরে কহিলেন, “সুরঞ্জন! আমি সহস্র অপরাধে অপরাধী, আমি অতি পাপী-য়সী—আমাকে ক্ষমা করিও। আমি চলিলাম—উঃ! হৃদয় পুড়িয়া যাইতেছে! কি ভয়ানক যাতনা!—সুরঞ্জন! পিতাকে বলিও তাঁর অভাগিনী হেমলতা পাপের ফল পাইয়াছে!—উঃ, প্রাণ যে যায়!”

হেমলতার চক্ষে দুই এক বিন্দু জল আসিল। সুরঞ্জন কাঁদিবেন কি—হৃদয় শুষ্ক হইয়া গিয়াছে! কহিলেন, “হেম-লতা! হেমলতা!—” আর কি বলিবেন? কিছুই মনে আসিল না।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ।

ভাঙা মনে।

রজনীতে মানসিংহের কিছুমাত্র নিদ্রা হইল না। দুশ্চিন্তা হৃদয় আকুল করিয়া তুলিল। দেবসিংহ বাইরাম খাঁর সঙ্গে উপস্থিত হইলেন না। কমলাদেবীর অপমান করিয়াছেন—এ বিপদে রক্ষা পাইবার উপায় কি?

জাগরণে যামিনী যাপন করিয়া মহারাজ অতি প্রত্যূষে উঠিয়া স্নানাদি করিয়া শিবপূজায় বসিলেন। মহাকালের মন্দির নীরব—গম্ভীর। ধূপধূনার ধূমরাশি সেই গম্ভীর ভাবকে অধিকতর গম্ভীর করিয়া তুলিল। মানসিংহ ধ্যানে মগ্ন আছেন, তাঁহার বোধ হইল সম্মুখে দনুজদলনী কাত্যায়নীর বিশ্ববিনাশিনী মূর্ত্তি! আনন্দে তাঁহার হৃদয় প্রফুল্ল হইল। দেবী কহিলেন, "মানসিংহ! দেবগণ তোমার প্রতি সুপ্রসন্ন; যাও, প্রতিজ্ঞাপালনে তৎপর হও।"

বীরহৃদয়ে বীররস প্রবাহিত হইল—তিনি প্রাণ ভরিয়া উদ্দীপনা-সুধা পান করিলেন। নয়নে উৎসাহ নৃত্য করিতে লাগিল। গৃহে প্রত্যাগমন করিয়া কখন বঙ্কুলাল আসিবে, অপেক্ষা করিতেছেন, একটী ভৃত্য আসিয়া তাঁহার হস্তে একখানি পত্র দিল। তিনি তাহাকে বিদায় করিয়া পত্রখানি পড়িতে লাগিলেন:—

"মহারাজ! তোমার গুপ্তপ্রেম—তোমার ষড়যন্ত্র—সকলি প্রকাশ হইয়াছে। আমাকে কি আকবরকে—কাহাকেও ভুলাইতে পারিলে না। তুমি অতি বিশ্বাসঘাতক—কাপুরুষ। আমি তোমাকে ভালবাসিয়াছিলাম—প্রাণ মন সকলি দিয়াছিলাম—দিল্লীর সিংহাসনও দিতে উদ্যত ছিলাম; তুমি সমস্ত হারাইলে। মন দিয়া মন না পেলে কি কষ্ট হয়, প্রকাশ করা যায় না। তোমার মহাবিপদ উপস্থিত। আমি বিশ্বাসঘাতিনী নই তাই লিখিতেছি, পলাইবার উপায় থাকে ত ছদ্মবেশে শীঘ্র পলায়ন কর।"

পত্রে স্বাক্ষর ছিল না, কিন্তু মানসিংহ বুঝিলেন, কমলা-

দেবীর আন্তরিক ভালবাসার এই শেষ চিহ্ন। একটী দীর্ঘ-নিশ্বাস পড়িল।

কিন্তু ভাবিবার সময় কোথা? মোগলসৈন্যের ভীম সিংহ-নাদ পর্ব্বতমালা প্রতিধ্বনিত করিল। মানসিংহ চতুর্দ্দিক অন্ধকার দেখিলেন। ভাবিলেন, "কাপুরুষের ন্যায় ছদ্মবেশে মান-সিংহ কখনও পলায়ন করিতে পারিবে না। সে প্রাণে প্রয়োজন কি?"

এইরূপ চিন্তা করিয়া তিনি সমর-সজ্জায় সজ্জীভূত হইয়া বাহির হইবেন, বঙ্কুলাল উর্দ্ধশ্বাসে আসিয়া কহিল, "মহারাজ! শীঘ্র পলায়ন করুন, আর নিস্তার নাই।"

মোগলসৈন্যের আল্লাহো আল্লাহো গভীর শব্দ দিঙ্মণ্ডল স্তব্ধ করিয়া নিকটবর্ত্তী হইতে লাগিল। মানসিংহ জিজ্ঞাসিলেন, "দেবসিংহ কোথা? বাইরাম খাঁ কোথা? আজিম খাঁই বা কোথা?"

বঙ্কু উত্তর করিল, "আজিম খাঁ আপনার পক্ষ পরিত্যাগ করেছেন, বাইরাম খাঁ গুজরাটে এক জন শত্রু কর্ত্তৃক নিহত হয়েছেন—দেবসিংহের সংবাদ অবগত নহি। আপনি শীঘ্র পলায়ন করুন।"

"না, বঙ্কুলাল! আমি পলায়ন করিব না।—হেমলতাকে কোথায় রাখিয়া এলে?"

মানসিংহ বঙ্কুর প্রত্যুত্তরের প্রতীক্ষা না করিয়া রণোন্মত্ত একটী অশ্বপৃষ্ঠে আরোহণ করিয়া নিমেষমধ্যে অদৃশ্য হইলেন। বহির্দ্দেশে ঘোর গভীর প্রলয়কালীন জলদনির্ঘোষতুল্য নিনাদ উঠিল, "জয় আকবর কি জয়।"

"মহারাজের কপাল ভাঙ্গিয়াছে, আর ইহাঁর সঙ্গে থাকিয়া আমি কেন আমার সর্ব্বনাশ করি? এত কাল মহারাজের খাইয়াছি, পরিয়াছি—তা আমিও প্রাণপণে হিত উপদেশ দিয়াছি। এখন আর তা ব'লে আপনার পায় আপনি কুঠারাঘাত করিতে পারি না! এখানে আর কোন আশা নাই—এই সময়—এই বেলা যা ক'রে নিতে পারি। এ সব খানিক পরে ভূতে লুঠিবে বই ত নয়! যুদ্ধে যাওয়া আমার পোষাবে না, কেন মিছে পরের জন্যে প্রাণটা খোয়াব! প্রভু গেলে প্রভু পাব—সে দিন কমলাদেবীই আমাকে রাখ্‌বেন বলেছেন—প্রাণটা গেলে কে দেবে? মানসিংহ চটিবেন—চটুন—ওঁর চটায় এখন আর কি আসে যায়? আগে রক্ষে পেলে ত চট্‌বেন! দেখি, যদি কিছু হস্তগত কর্ত্তে পারি। মন! এই শেষ দিন—আর আনাগোনা হবে না। এই বেলা যা ক'রে নিতে পার!"

এইরূপ ভাবিয়া বঙ্কুলাল মণিমুক্তাদি অমূল্য রত্নরাজি অপহরণের চেষ্টায় চলিয়া গেল। মানসিংহ দেখিলেন, শত্রুসৈন্যে দুর্গ পরিপূর্ণ। দুর্গরক্ষকগণ পরাস্ত ও নিহত হইয়াছে। দুর্গ প্রায় সম্পূর্ণরূপে শত্রুহস্তে পতিত। কিন্তু তিনি কিছুমাত্র ভীত হইলেন না। গম্ভীরস্বরে স্বীয় সেনাপতিগণকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, "অস্ত্র সংবরণ কর। ক্ষান্ত হও, ক্ষান্ত হও। কার হুকুমে তোমরা এ বিবাদে প্রবৃত্ত হয়েছ?"

মানসিংহের বাক্যে সকলেই ক্ষান্ত হইলেন। অশ্বপৃষ্ঠে মানসিংহের সেই সুদীর্ঘ সুন্দর দেহ এবং মস্তকের মণিময় মুকুটে শিখিপুচ্ছ অতি সুন্দর শোভা পাইল। সূর্য্যোদয়ের ন্যায় সেই সূর্য্যসম বীরপুরুষের মুখমণ্ডল দর্শন করিয়া সকলেই

নিস্তব্ধ। মহারাজ নির্ভয়ে আকবরের সম্মুখে উপস্থিত হইয়া কহিলেন, "মানসিংহ সম্মুখে উপস্থিত, দণ্ড দিতে আজ্ঞা হয়। মোগল-সম্রাট! কি পর্য্যন্ত আশ্চর্য্যান্বিত হইয়াছি বলিতে পারি না; আপনি উপস্থিত থাকিতে সৈন্যগণ এরূপ বিবাদ করিতেছে! আমি অপরাধী স্বীকার করিলাম, কিন্তু কোন্ অপরাধে অপরাধী, তাহা কি শুনিতে পাই না?"

আকবর কোন উত্তর দিলেন না। মহব্বত খাঁ একটী ষোড়শী রমণীর হস্ত ধরিয়া মানসিংহের সম্মুখে আনিয়া কহিলেন, "মহারাজ! এই বালিকাটীকে চিনিতে পারেন?"

বালিকার উপর দৃষ্টি পড়িবামাত্র মানসিংহের মুখমণ্ডলের অগ্নিশিখায় যেন ভস্মরাশি ঢালিয়া দিল! কিন্তু চকিতের মধ্যে চিত্তবেগ সংবরণ করিয়া "আমিনা! তুই আমার সর্ব্বনাশ করিলি!" বলিয়া করস্থিত অসিদ্বারা তাহার মস্তকচ্ছেদন করিলেন। কেহই নিবারণ করিবার অবসর পাইল না।

"এ কি মহারাজ!" আকবর আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া কহিলেন, "স্ত্রীহত্যা!"

"এরূপ স্ত্রীবধে কিছুমাত্র পাপ নাই।" মানসিংহ অবিচলিতভাবে উত্তর করিলেন।

কিন্তু আকবরের বদনমণ্ডল প্রাতঃসূর্য্যের ন্যায় রক্তবর্ণ হইয়া উঠিল। তিনি বারিদগম্ভীরস্বরে কহিলেন, "মহারাজ! এ কাগজগুলি কি?"

"কি, মহারাজ! মহব্বতের সাক্ষাতে আপনি মহব্বতের পালিত কন্যার প্রাণবধ করিলেন!" বলিয়া ক্ষুধার্ত্ত কেশরীর ন্যায় মহব্বত খাঁ গর্জ্জিয়া উঠিলেন। "আমিনা দরিদ্র, অনাথা

নহে, আমিনা আমারি পালিত কন্যা। আমিই তাহাকে কৌশলে আপনার দৌত্যকার্য্যে নিযুক্ত করিয়াছিলাম! আমিনা বাক্‌শক্তিহীনা নহে!" বলিয়া মহব্বত অসি উত্তোলন করিয়া যেমন মানসিংহকে আঘাত করিবেন, সম্রাট অমনি তাঁহার হস্ত ধরিয়া গম্ভীরস্বরে কহিলেন, "মহব্বত! সাবধান। মহারাজকে দণ্ড দিতে হয়, আমি দিব।—মহারাজ! আপনি এত চতুর হইয়াও যে, একটী অবলা বালিকা দ্বারা প্রতারিত হইলেন, বড় আক্ষেপের বিষয়! আপনি আমাকে রাজকার্য্যে যেরূপ উদাস ভাবিয়াছিলেন, আমি বস্তুতঃ সেরূপ ছিলাম না। আমি মহব্বতের মুখে সকল কথা শুনিয়া এই দুর্গ অভেদ্য—অজেয় জানিয়াই আপনাকে এই উৎসবের পরামর্শ দি। এক্ষণে আপনার যদি কিছু বলিবার থাকে, বলুন? কিন্তু আপনাকে আমি বন্দী করিলাম।"

ঘোর বিপদ। দেবসিংহ আসিয়াছেন কি না, মহারাজ চকিতের ন্যায় একবার চতুর্দ্দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া দেখিলেন। দৃষ্টি দেবসিংহের উপর পতিত হইল, অমনি সাহস উৎসাহে শুষ্কপ্রায় আশালতিকা প্রফুল্ল হইয়া উঠিল।

তাঁহাকে চিন্তিত দেখিয়া আকবর জিজ্ঞাসিলেন, "তবে মহারাজের কিছুই বলিবার নাই?"

"বলিবার অনেক কথা আছে—এখনি বলিব।" মানসিংহ নির্ভয়-গম্ভীর-স্বাধীন-বাক্যে উত্তর করিলেন, "আপনি যাহা শুনিয়াছেন, বুঝিয়াছেন, সে সকলি সত্য। মানসিংহ হিন্দু হইয়া যবনের সঙ্গে কিজন্য ভগ্নীর বিবাহ দিয়াছে, সূর্য্য-বংশোদ্ভব মহারাজ মানসিংহ কিজন্য যবনের দাসত্ব স্বীকার

করিয়াছে, দশ বৎসর কিজন্য অধম যবনের পদপূজা করিয়া আসিয়াছে, আকবর! তোমার কি একবার ভাবিয়া দেখা উচিত ছিল না? এখনো হিন্দুসন্তানগণ একেবারে জীবনশূন্য হন নাই, এখনো তাঁহাদের শিরানুশিরাতে আর্য্যশোণিত প্রবাহ প্রবল-বেগে প্রবাহিত; তাই বলি, হে যবনরাজ! তোমার কি ভাবা উচিত ছিল না, এক দিন এই প্রশান্ত আকাশ ঘনঘটার গভীর গর্জ্জনে বিদীর্ণ হবে? হা নির্ব্বোধ! মানসিংহ এত দিন যে এই মহাপ্রলয়ের আয়োজন করিতেছিল, তাহাও কি এক বার ভাবা উচিত ছিল না? মহানলপরাক্রান্ত দিগ্বিজয়ী সামন্তসিংহই বা কে? আকবর! মানসিংহের কনিষ্ঠ সহোদর দেবসিংহই সেই সিংহপরাক্রম সামন্তসিংহ! ঐ দেখ তাঁহার মণিময় কিরীট সর্ব্বোপরি শোভা পাইতেছে! অসময়ে এক কুটিলা কামিনীর কপটতায় সমস্ত কথা প্রকাশ হইল বটে, তথাপি, আকবর! আজ তোমার এই ভৃত্যের বাহুবলের বিলক্ষণ পরিচয় পাইবে।”

এই বলিয়া মহারাজ অতিগম্ভীরস্বরে স্বয়ং একবার তূর্য্য-ধ্বনি করিলেন। হিন্দুরাজগণ একমনে মানসিংহের এই প্রদীপ্ত বক্তৃতা শ্রবণ করিয়া বীর-দর্পভরে হুঙ্কার করিয়া উঠিলেন।

“আকবর! তুমি আমার বিস্তর উপকার করিয়াছ, শীঘ্র পলা-য়ন কর। ঐ দেখ, দেবসিংহ সেতু ছেদন করিয়া দিল।” বলিয়া মানসিংহ কালান্তকালের ন্যায় অরাতিকানন পদদলিত করিতে করিতে ধাবমান হইলেন। তাঁহার সেই বিকট বিরাটমূর্ত্তির ভীষণ ভাব দেখিয়া মোগলগণ স্তব্ধীভূত হইল।

আকবর পশ্চাতে ফিরিয়া দেখিলেন, সত্যসত্যই দেবসিংহ সেতু ছেদন করিয়া দিয়াছেন।

"মহব্বত! শীঘ্র মানসিংহকে ধর। এ প্রমত্ত কেশরীকে শৃঙ্খলাবদ্ধ করিতে না পারিলে নিস্তার নাই।" বলিয়া আকবর দুর্গ ভূমিসাৎ করিবার আদেশ দিলেন।

কিন্তু মানসিংহকে ধরে কে? তিনি দশনে অশ্বরশ্মি ধরিয়া দুই হস্তে শাণিত অসি-প্রহারে শক্রশিরঃ ছেদন করিতে লাগিলেন। প্রলয়কালীন যুগপৎ সিন্ধু ও কাদম্বিনীনাদের ন্যায় দুর্গ-মধ্যে ভয়ঙ্কর শব্দ উত্থিত হইল।

সপ্তম পরিচ্ছেদ।

কপট—বান্ধবে।

দেবসিংহ বাইরাম খাঁর আগমনপ্রতীক্ষায় অম্বরনগরের পাঁচ ক্রোশ পশ্চিম একটী অরণ্যে প্রচ্ছন্নভাবে সসৈন্যে অবস্থিতি করিতেছিলেন। তাঁহার মৃত্যু-সংবাদে দুঃখিত ও অনেকটা ভগ্নোৎসাহ হইয়া সত্বর রাজধানীর অভিমুখে যাত্রা করিলেন। এখানে এই বিভ্রাট। চতুর মহব্বতের ইঙ্গিতে মোগল-সৈন্য-গণ এক প্রকার দুর্গ পরিবেষ্টন করিয়া ফেলিয়াছিল। তিনি সমস্ত সৈন্য লইয়া নগরমধ্যে প্রবেশ করিতে পারিলেন না। কিন্তু সর্ব্বনাশ উপস্থিত দেখিয়া কৌশলে কিয়দংশ মাত্র সৈন্য-সঙ্গে দুর্গমধ্যে প্রবেশ করিয়া মানসিংহের বিপদ দর্শনে যার-পর-নাই ভীত হইলেন। ভাবিবার সময় ছিল না, অবিলম্বে সেতু ছেদন করিয়া আকবরকে ঘিরিয়া ফেলিলেন।

এই আকস্মিক বিপদ দর্শনে মোগল-সৈন্যগণ ভগ্নোদ্যম হইয়া পলায়ন করিবার উপক্রম করিল, কিন্তু কোথায় পলাইবে?

দলে দলে সেই অতল পরিখায় ঝাঁপ দিয়া পড়িল। দুর্গ-প্রাচীর হইতে দুর্গ-রক্ষকগণ অজস্রধারে গোলা বর্ষণ করিতে লাগিল,—কার সাধ্য পরিখা অতিক্রম করিয়া আসে বা পরপারে স্থির থাকে? মৃত দেহে জলস্থল ছাইয়া গেল।

দেবসিংহ, আকবর ও হিন্দু-নরপতিদিগকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, "যে সামন্তসিংহের ভুজবলে মোগল-সাম্রাজ্য কম্পিত হইয়াছিল, যাহার অপরিসীম সাহস, বুদ্ধিকৌশল ও চাতুর্য্যে সকলেই পরাস্ত হইয়াছেন, সেই দস্যুপতি সামন্তসিংহ আজ ক্ষত্রিয়-বীর দেবসিংহ-রূপে রণ-প্রাঙ্গণে উপস্থিত! হে হিন্দু-রাজগণ! সূর্য্যবংশীয় বীরপুরুষগণ! এমন শুভ দিন আর হবে না। অসার সংসার বাসনা, নশ্বর দেহের মায়া পরিত্যাগ করিয়া শত্রুকুলের থরোষ্ণ রুধিরে ভারতের কলঙ্ক প্রক্ষালন কর—পিতৃপুরুষগণের তর্পণ কর। আমরা ক্ষত্রিয়—যুদ্ধ আমাদের ব্যবসা, রণভূমি আমাদের শয্যা—এস, একবার শোণিত-সাগরে সন্তরণ করিয়া মনের কালিমা দূর করি! এই মহৎ সঙ্কল্প সাধন করিবার জন্য আমি রাজ্য ধন, বন্ধু বান্ধব সমস্ত ত্যাগ করিয়া দুর্দ্দান্ত তস্কর-বেশে আজ দশ বৎসর বনে বনে ভ্রমণ করিয়াছি মোগল-শোণিতে স্নান, মোগল-শোণিত পান আর মোগল-শোণিতে আর্য্য-কলঙ্ক প্রক্ষালন করিবার জন্যই তোমরা নিমন্ত্রিত হইয়াছ। এই অনন্ত ধরণীমণ্ডলে কেহই চিরজীবী নয়, যাহারা স্বনামে ধন্য হইতে পারে, তাহারাই ধন্য। মুসলমান জাতির অত্যাচার একবার স্মরণ কর স্মরণ কর, সুলতান মামুদ, মহম্মদ ঘোরি ভারতের কি সর্ব্বনাশ করেছে! এখনো কি তোমাদের চৈতন্যোদয় হয় না? এখনো কি সুষুপ্ত-

হৃদয়ে জীবনসঞ্চার হইবে না? স্মরণ কর, তোমরা কোন্ কুলে জন্মিয়াছ?"

এইরূপে হিন্দুগণকে উৎসাহিত করিয়া দেবসিংহ দ্রুতগামী অশ্বারোহণে শত্রুবংশ ধ্বংস করিতে করিতে জীবন্ত কৃতান্ত-দূতের ন্যায় ভীম ভৈরব বেশে ঘোর সিংহনাদে গগনমণ্ডল বিদীর্ণ করিয়া আকবরের অভিমুখে ধাবমান হইলেন। সেই অনিবার্য্য গতি কে রোধ করিবে? মেঘমণ্ডল হইতে যেন প্রমত্ত ইরম্মদ স্খলিত হইয়া বিশ্ব সংহার করিতে যাইতেছে!

রাহু যেমন বিকট বদনব্যাদান করিয়া সূর্য্যকে গ্রাস করিতে যায়, দেবসিংহকে সেইরূপ উন্মত্তভাবে সম্রাটের দিকে ধাবিত দেখিয়া মোগল মধ্যে হাহাকার শব্দ উত্থিত হইল। বজ্রাগ্নি যখন মেঘচ্যুত হইয়া পৃথিবী পানে দ্রুত বেগে ছুটিতে থাকে, কি বিশাল শৈলশৃঙ্গ, কি অভ্রভেদী পাদপরাজি, যা কিছু তাহার সম্মুখে পড়ে, তৎক্ষণাৎ তাহা চূর্ণ ও ভস্মীভূত হয়, দেব-সিংহের সম্মুখে মোগলসৈন্যগণ তদ্রূপ দলে দলে ভূতলশায়ী হইতে লাগিল। বসুমতী রুধির-প্রবাহে প্লাবিত!

এক সপ্তাহ অতীত হইল, দুই পক্ষে অবিশ্রান্ত ঘোর যুদ্ধ—অজস্র গোলাবর্ষণ। এখনও দুর্গের একখানিও প্রস্তর খসিল না; অথচ আকবর ক্রমে বীরশূন্য হইয়া পড়িতেছেন। আহারসামগ্রীর অভাবে তাঁহার সৈন্যগণ কাতর হইয়া উঠিল। মানসিংহ তাহাদিগকে দ্বিতীয় প্রাচীরের মধ্যে বদ্ধ করিয়া দুই দিকের দ্বার বন্ধ করিয়া দিয়াছেন। দেবসিংহ পরিখা-মধ্যস্থিত গুপ্তপথ দিয়া পরপারে যাইয়া চতুর্দ্দিকে সৈন্যসমাবেশ করিলেন। আকবর দেখিলেন, পরিত্রাণ পাইবার কোন উপায়

নাই; কিন্তু ভগ্নোৎসাহ না হইয়া ধীরতা সহকারে কৌশলে কার্য্যসিদ্ধির চেষ্টা করিতে লাগিলেন। যোধপুরের মহারাজা মানসিংহের পরম বন্ধু ছিলেন; আকবর তাঁহাকে হস্তগত করিয়া অষ্টম দিবসের রজনীতে স্বীয় সৈন্যগণকে দুর্গ আক্রমণ করিতে আদেশ করিলেন।

"এই শেষ দিন, শেষ চেষ্টা, হে মোগল-বীরপুরুষগণ!" সম্রাট তাঁহার সেনাপতি ও সৈন্যবৃন্দকে সম্বোধন করিয়া কহিতে লাগিলেন, "হয় আজ চিরকালের জন্য মোগলসূর্য্য অস্তগত, নয় উজ্জ্বলতর কিরণে বিমণ্ডিত হইয়া অনন্ত গগনে বিরাজ করিবে। আমি তোমাদের লইয়া কত শত রাজ্য জয় করিয়াছি, তোমাদের বাহুবলে কত শত দুর্গ ধূলিসাৎ হইয়াছে, ভাবিয়া দেখ। তোমাদের প্রচণ্ড প্রতাপে কত শত নরপতির মস্তক অবনত এবং কত শত বীরপুরুষের শির চূর্ণ হইয়াছে, ভাবিয়া দেখ। আজ আর একবার গাত্রোত্থান কর—সিংহনাদে, বীরদর্পে পৃথিবী কম্পিত করিয়া শত্রুবংশ ধ্বংস কর।"

আকবরের উত্তেজনায় মোগলসৈন্যগণ উৎসাহিত হইয়া উন্মত্ত ভাবে অতুল সাহসে অনিবার্য্য বেগে উচ্ছলিত সিন্ধুপ্রবাহের ন্যায় হিন্দুগণকে আক্রমণ করিল। সুলতান সেলিম অসংখ্য সৈন্যসামন্ত লইয়া দেবসিংহকে নিধন করিয়া দুর্গমধ্যে উপস্থিত হইয়াছেন, এই সংবাদ গভীর নিনাদে ঘোষিত হইতে লাগিল। মোগলদিগের রণবাদ্যে সমস্ত স্তব্ধ হইল। মহারাজ মানসিংহ, শত্রুগণকে পুনর্ব্বার এরূপ প্রবল বেগে গভীর রজনীতে সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইতে দেখিয়া, ক্ষণকাল স্তব্ধ হইয়া রহিলেন।

বীরেন্দ্রসিংহ পরিখার গুপ্তপথ অবগত ছিলেন। তিনি সত্বর সেই পথ দিয়া বাহিরে যাইয়া দেবসিংহকে কহিলেন, "কুমার! আপনি কি করিতেছেন, শীঘ্র পলায়ন করুন। মহারাজ মানসিংহ হত হইয়াছেন, তাঁহার পক্ষীয় একটী প্রাণীও জীবিত নাই। দুর্গ সম্পূর্ণ শত্রুহস্তে পতিত। আমি অনেক কৌশলে প্রাণ রক্ষা করিয়াছি। ঐ শুনুন, মোগল-সৈন্যের আনন্দ-ধ্বনিতে গগনমণ্ডল বিদীর্ণ হইতেছে।"

বীরেন্দ্রসিংহ এত বিশ্বাসঘাতক, দেবসিংহ জানিতেন না। বিশেষতঃ সেই সময়ে দুর্গমধ্যে যেরূপ সিন্ধুকল্লোলের গভীর কোলাহল—মোগলদিগের জয় জয় ধ্বনি উত্থিত হইল যে, যোধপুরাধিপতির বাক্যে তাঁহার সন্দেহ জন্মিল না।

এ দিকে আকবরও ইঙ্গিতক্রমে দুর্গপ্রাচীরে মোগল-পতাকা উড্ডীন করিলেন—মোগলের জয় জয় শব্দ উঠিল। দেবসিংহ ভুলিয়া গেলেন। একা কি করিবেন? মানসিংহ নিহত—আর তাঁর ভরসা কি? তিনি সসৈন্যে পলায়ন করিলেন।

দেবসিংহ পলায়ন করিবামাত্র বীরেন্দ্রসিংহ পুনর্ব্বার সেই পথে দুর্গমধ্যে উপস্থিত হইয়া দেখিলেন, দুর্গ এখনো অজেয়—অভেদ্য। আকবরের নিকট উপস্থিত হইয়া কহিলেন, "আপনি ভীত হবেন না—আজ দুর্গ নিশ্চয়ই জয় হবে। আপনি কেবল সৈন্যগণকে উৎসাহিত করিতে থাকুন—মানসিংহ দক্ষিণহস্তহীন—আর আশঙ্কা কিসের?

এইরূপে আকবরকে সাহস দিয়া সেই বিশ্বাসঘাতক শঠ বীরেন্দ্রসিংহ কৃত্রিম-শোণিতসিক্ত-কলেবরে আহত-বক্ষে অসি-হস্তে ঊর্দ্ধশ্বাসে মানসিংহের সম্মুখে উপস্থিত হইয়া কহিলেন,

"মহারাজ! পলায়ন করুন—পলায়ন করুন। দুর্গ শত্রুহস্তে পতিত হইয়াছে। দেবসিংহ নিহত ও সৈন্যগণ ছিন্ন ভিন্ন হইয়া পড়িয়াছে—সত্বর পলায়ন করুন।"

মানসিংহ কেমন করিয়া সেই পরম মিত্রের কথা অবিশ্বাস করিবেন? দেবসিংহের মৃত্যুসংবাদ বজ্রাঘাতের ন্যায় তাঁহার মস্তকে পড়িল। ভারত-উদ্ধার-আশা তিনি একেবারে পরিত্যাগ করিলেন। মুখে বাক্য নির্গত হইল না—উদাস-নয়নে বীরেন্দ্র-সিংহের পানে চাহিয়া রহিলেন।

বীরেন্দ্র পুনর্ব্বার কহিলেন, "ভাবিবার সময় নাই, শীঘ্র পলায়ন করুন।"

"এ প্রাণে আর প্রয়োজন কি?" মানসিংহ উত্তর করিলেন, "সখে! কি জন্য পলাইতে বলিতেছ?"

কিন্তু বীরেন্দ্রসিংহ কিছুতেই তাঁহাকে যুদ্ধে যাইতে দিলেন না। বিশ্বাসঘাতক হইলেও মানসিংহকে আকবরের হস্তে সমর্পণ করা তাঁহার উদ্দেশ্য ছিল না। তিনি পুনর্ব্বার কহিলেন, "আর বিলম্ব করা উচিত নয়। আমরা দুজনে কি করিতে পারিব?"

মানসিংহ চিন্তা করিয়া মনে মনে কহিলেন, "পলাইব, কিন্তু অসভ্য যবন যে আমার দুর্গে বসিয়া আস্ফালন করিবে, ম'লেও তাহা সহ্য হবে না।"

এইরূপ চিন্তা করিয়া বীরেন্দ্রসিংহের সঙ্গে দ্রুতপদে চলিতে লাগিলেন; দেখিলেন, জলস্থল মৃত দেহে পরিপূর্ণ। দিগন্ত-ভেদী গম্ভীর নিনাদে দিঙ্মণ্ডল বিদীর্ণ হইতেছে।

মানসিংহ অন্তঃপুরমধ্যে প্রবেশ করিলেন; দেখিলেন, বন্ধু-

লালের মৃত দেহ সম্মুখে পতিত। তাহার পৃষ্ঠে একটী বৃহৎ পুলিন্দা। বক্ষে একটী তীর বিদ্ধ রহিয়াছে। বোধ হয়, বঙ্কু-লাল ইচ্ছামত রত্নরাজি সংগ্রহ করিয়া যেমন পলায়ন করিবে, সেই সময়ে শত্রুপক্ষের তীর তাহাকে বিদ্ধ করে। একটী দীর্ঘ-নিশ্বাস ফেলিয়া মানসিংহ, "বঙ্কু! লোভই অনিষ্টের মূল—লোভেই তোর আজ এই অকালমৃত্যু" বলিয়া চলিয়া যাইতে-ছেন, দেখিলেন, সদাশিব তাঁহাকে দেখিয়া লুকাইবার উপক্রম করিতেছে। মানসিংহ তাঁহাকে ধরিয়া কহিলেন, "ভয় নাই, আমাদের সঙ্গে এস।"

মানসিংহ স্বীয় কক্ষে প্রবেশ করিয়া একটী প্রদীপ সদা-শিবের হস্তে দিয়া কহিলেন, "আমি তোমাকে ক্ষমা করিতেছি, কিন্তু তুমি শীঘ্র একটী কাজ কর। শত্রুগণ দুর্গ অধিকার করি-য়াছে, আমরা পলায়ন করিব। দুর্গমধ্যস্থলে ঐ যে প্রকাণ্ড মন্দিরসদৃশ একটী অট্টালিকা দেখিতেছ—সেইটী রত্নাগার। এই চাবি লও, যাও, শীঘ্র গিয়া যত পার রত্ন লইয়া এস। আমরা এই স্থানে একটু বিশ্রাম করিতেছি। তোমার ইচ্ছামত তুমি মণিমুক্তারত্নাদি লইতে পার। যাও, শীঘ্র এস।"

অর্থ এক চমৎকার জিনিষ! সদাশিব ঠাকুরের বুক ফুলিয়া উঠিল। বলি কি গো গণকঠাকুর! ভারি খুসি যে, ফোগ্‌লা মুখে হাসি ধরে না। অথবা হেসে লও, বিলম্ব নাই, যম ডেকেচে! গণকঠাকুর পরমানন্দে তাড়াতাড়ি যেমন প্রদীপ লইয়া গৃহে প্রবেশ করিয়াছে, অমনি প্রলয়কালীন সহস্র অশনি-সম্পাতের ন্যায় ঘোর গম্ভীর নিনাদে সেই গৃহমধ্যে সঞ্চিত পর্ব্বত-প্রমাণ বারুদ-রাশি সেই বিশাল দুর্গ ভূমিসাৎ করিয়া

গগনমণ্ডল স্পর্শ করিল। বিশাল স্তম্ভ, প্রকাণ্ড কাষ্ঠ সকল, প্রকাণ্ড দুর্গপ্রাচীর প্রস্তর খণ্ড ও চূড়া সকল বিমানমার্গে উড্ডীন হইয়া বহুদূরে পতিত হইতে লাগিল। প্রলয় কালের ভূমি-কম্পের ন্যায় সমস্ত প্রদেশ এবং সেই অচল পর্ব্বতমালা অবধি কম্পিত হইয়া উঠিল। সদাশিব যে কোথায় গেলেন তার চিহ্নও রহিল না।

মানসিংহ কেবল "বিশ্বাসঘাতক!" এই কথাটি বলিবার অবসর পাইয়াছিলেন। মোগলদিগের মধ্যে কেবল মাত্র আক-বর, আজিম ও মহব্বত সেই বিপদে পরিত্রাণ পাইয়াছিলেন।

উপসংহার।

মানসিংহের দাসত্ব সার হইল। হিন্দু-সন্তান সেই যবনের দাসত্ব শৃঙ্খলে বদ্ধ রহিল। বীরেন্দ্রসিংহের বিশ্বাসঘাতকতা এই অনর্থের মূল।

সেলিম প্রতিজ্ঞা বিস্মৃত হন নাই—মেহেরউন্নিসা জগদ্বি-খ্যাত নুরজাহান নামে দিল্লীশ্বরী হইলেন।

সমাপ্ত।

Printed at the Vina Press—Calcutta.